যশ অপযশ ছাড়িয়ে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
সুফি

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬৮

উৎসর্গ

অগ্রজ প্রতিম

শ্রীবিমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

(১)

"আচ্ছা, এবার দয়া করে বলুন কবে—মানে ক'বছর বয়েসে আপনার প্রথম ফিল্মে অভিনয় করবার ইচ্ছে হয় ?"

প্রশ্ন করেই ভদ্রলোক সোজাসুজি মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার হাতে সিগারেট পুড়ছিল, সে মল্লিকার বলা কথা লিখে যাচ্ছিল বলে এতক্ষণ টানা হয় নি। জ্বলে জ্বলে সিগারেটের ছাই বেশ লম্বা হয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক একটু নড়ে চড়ে বসতেই ছাই টুপ করে তার পেটের কাছে শার্টের ওপর ঝরে পড়ল।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে আস্তে আঙুলের টোকা মেরে শার্টের ছাই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। এবং পরে প্যাডের ওপর ডটপেন ঠেকিয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে মল্লিকার মুখ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্যে উৎসুক চোখে বসে থাকল। এই সময় সে সিগারেটেও লম্বা লম্বা টান দিচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ার মত হুস হুস শব্দ উঠছিল।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে মল্লিকা হাসল। কোন উত্তর দেয়ার আগে তার হাতের কাছের টি-পয়ের ওপর থেকে সাদা রঙের ভারী একটা অ্যাসট্রে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে চৌকো টেবিলটার ওপর রাখল। পরে একটুও ইতস্ততঃ না করে বলল, "ইচ্ছে-টিচ্ছে কখনো হয় নি। আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়েস অবধি আমি ভাবতেও পারি নি যে আমাকে কখনো ফিল্মে নামতে হবে—"

মল্লিকার কথার মাঝেই ভদ্রলোকের মুখ থেকে বিস্ময়ের অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল, "সে কী !"

এই ঘরেই অর্থাৎ মল্লিকার নিউ আলিপুরের বাংলোর মত অতি পরিচ্ছন্ন বাড়ির সুন্দর করে সাজান ড্রয়িংরুমে আর একজন

মানুষও ছিল। সে ফটোগ্রাফার—এসেছে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে। ফটোগ্রাফারটি বয়েসে তরুণ। সে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না, এদিক-ওদিক ঘুরছিল এবং সুযোগমত মল্লিকার নানা ভঙ্গী ধরে নিচ্ছিল তার গলায় ঝোলানো দামী ক্যামেরায়। মল্লিকা এসবে অভ্যস্ত, সে ভ্রুক্ষেপও করছিল না, শুধু এক-আধবার ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হাসছিল।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই মল্লিকা বলল, "আমি ফিল্মে নেমেছিলাম বাধ্য হয়ে—একটা জেদের বশে—" সে অসঙ্কোচে স্বরে বেশ জোর দিয়ে বলল, "আমি ফিল্মে নেমেছিলাম টাকার জন্যে।"

"টাকার জন্যে?" ভদ্রলোকের মুখে বিস্ময়ের রেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং এই কথা শোনার পর মল্লিকাকে একটু অন্যচোখে দেখতে শুরু করল। তার মনে হল মল্লিকা অন্যান্য অভিনেত্রীদের মত একেবারেই নয়। সে যেন অসাধারণ। এমনিতেই সে পয়সাওয়ালা লোকের লেখাপড়া জানা মেয়ে, তবু তাকে কেন টাকার জন্যে ছবিতে নামতে হল—এই প্রশ্ন ভদ্রলোকের মনে সমস্যার মত হয়ে উঠল। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা কথা তার মনে হল। হয়তো লেখাপড়া জানা বড়লোকের মেয়ে বলে মল্লিকা এত সহজে বলতে পারল, ছবিতে নামার কথা সে কল্পনা করে নি আর সে নেমেছে টাকার জন্যে।

অন্য কারুর মুখে ভদ্রলোক ঠিক এইরকম কথা শোনে নি। ভদ্রলোক বেশ প্রসিদ্ধ চিত্র-সাংবাদিক। তার নাম রোহিণী গুহ। রোহিণীবাবু এখন 'ছায়াদর্পণ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। সব অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গেই তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এবং সকলের বাড়িতেই তার গতিবিধি অবাধ। শুধু মল্লিকার সঙ্গেই এতদিন যোগাযোগ করবার সে কোন সুযোগ পায় নি। আজই এ-বাড়িতে সে এল প্রথম। আর এসেই মুগ্ধ হল।

রোহিণীবাবুর মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে বেশ মজা পেল মল্লিকা। আবার বলল, "হ্যাঁ, টাকার জন্যেই আমি ফিল্মে নেমেছিলাম।"

"অভিনয় করার দিকে কখনো আপনার কোন ঝোঁক ছিল না ?"

"না।"

রোহিণীবাবু সিগারেট অ্যাসট্রেতে চেপে নিভিয়ে ফেলে নতুন প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করল। ধরাল না। আঙুলের ফাঁকে রেখে বলল, "তাহলে এত স্বচ্ছন্দ অভিনয় আপনি করেন কেমন করে ?"

"তা তো জানি না।"

সম্ভবতঃ আর কোন নতুন প্রশ্নের কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট আর দেশলাই টেবিলের একপাশে রাখল রোহিণী। প্যাডের পাতা উল্টে উল্টে এতক্ষণ যা লিখেছে তার ওপর আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে নিল। নিয়ে মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, একটু আগে বললেন টাকার জন্যে আপনি ফিল্মে এসেছেন—" একটু চুপচাপ থাকল রোহিণী। বোধহয় সোজাসুজি প্রশ্ন করতে তার বাধছিল। তাই নীচু স্বরে সে বলল, "টাকার কি এমন দরকার হল আপনার ? শুনেছি আপনার বাবা বড় বিজনেসম্যান, তাঁর অফিসেই নাকি শ' দেড়েক কর্মচারী আছে ?"

এই প্রশ্ন শুনে মল্লিকার হাসি হাসি মুখ ঈষৎ ম্লান হয়ে এল। সে চোখ নামিয়ে কার্পেটের সাদা ফুল দেখল, পা ঘষল। তার বিদেশী হলদে কার্ডিগানের একটা বোতাম খোলা ছিল—এখন সে তা লাগিয়ে নিল।

মল্লিকা রোহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, "শুনেছেন ঠিকই। তবে একটু ভুল শুনেছেন—" সে ম্লান হাসল। তার ঘড়ির ব্যাণ্ড ঢিলে হয়ে এসেছিল, মুখ নামিয়ে তা ঠিক করে বাঁধতে বাঁধতে আস্তে বলল, "বাবার অফিস খুবই বড় ছিল, টাকা-পয়সাও ছিল অনেক। কিন্তু সবই চলে গেল, বাবা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। আমি

যখন কলেজে প্রথম ভরতি হই তখন আমাদের অবস্থা রীতিমত খারাপ—এত খারাপ যে আমি আপনাকে খোলাখুলি বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

রোহিণী কিছু লিখতে লিখতে মুখ না তুলে বলল, "কিন্তু এরকম হল কেন? এমন তো হওয়ার কথা নয়—" সে মুখ তুলে অল্প হাসল, "আপনি যেমন বলছেন তাতে মনে হয় আপনাদের দিন চলাই মুশকিল ছিল?"

"ঠিক তাই। যদিও বাইরে থেকে দেখে আমাদের আসল অবস্থাটা কারুর পক্ষে বোঝা একটু কঠিন ছিল।"

রোহিণীর চোখে কৌতূহল বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে লেখা থামিয়ে মল্লিকার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কোন আপত্তি না থাকলে সবিস্তারে সব কথা বলুন না, শুনি?"

মল্লিকা সোফার একদিকে হেলে পড়ল। বাইরে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। শীতের হালকা রোদ টলমল করছে। এখনো কুয়াশা একেবারে কেটে যায় নি, চারপাশ যেন একটু স্যাঁতস্যাঁতে। এখান থেকেই গ্যারেজ দেখা যাচ্ছিল, সেখানে সাদা রঙের নতুন বড় গাড়ি। এই ড্রয়িংরুমের বাইরে একটা বারান্দা। তারপরেই ছোট ফুলের বাগান। বাগানের পাশ ঘেঁষে রাস্তা বাঁ দিকে বেঁকে চলে গেছে গেটের কাছে। সেখানে দারোয়ানের ঘর।

গেট পার হয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকলেই ডানদিকে সাধারণভাবে সাজান একটা ছোট ঘর আছে। অতিথি অভ্যাগতদের দারোয়ান সেই ঘরে বসায় প্রথমে, পরে বাগানের গা ঘেঁষে যে রাস্তা চলে গেছে মল্লিকার ড্রয়িংরুমের লাগোয়া বারান্দার কাছে তা ধরে বারান্দায় উঠে দরজা খোলা থাকলেও সে বেল বাজায়। তখন বেরিয়ে আসে সুধা কিংবা কাঞ্চী। মল্লিকার দুই পরিচারিকা। নাম শুনেই বোঝা যায় একজন বাঙালী আর একজন নেপালী।

বয়েসে মল্লিকার চেয়ে কিছু ছোটই হবে ওরা। দারোয়ানের কাছ থেকে আগন্তুকের কথা শুনে ওরা মল্লিকাকে খবর দেয়। এবং একটু পরেই মল্লিকার কথা মত দারোয়ানকে জানায় আগন্তুকের সঙ্গে মল্লিকা দেখা করবে কিনা।

রোহিণীর প্রশ্ন শুনে চিবুকে আলতোভাবে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বড় মিষ্টি করে হাসল মল্লিকা। পরে বলল, "আপত্তি থাকবে কেন? সত্যি কথা বলতে আমার কোন বাধা নেই, লজ্জাও নেই। তবে এসব তো আমার ছবিতে নামার আগের কাহিনী। লোককে এসব জানিয়ে কী লাভ?"

"লাভ নেই মানে?" উৎসাহের ঝোঁকে রোহিণীর গোটা দেহটাই কেঁপে উঠল, "আপনি জানেন মল্লিকা দেবী? আপনার জন্ম থেকে এই মুহূর্ত অবধি যা-যা ঘটেছে আপনার জীবনে—সব খুঁটিনাটি জানবার জন্যে দর্শকের দল পাগল।" দু-এক মিনিট থেমে বেশ ভারিক্কী চালে সে এবার বলল, "আপনার সম্বন্ধে যেখানে যত লেখা বেরিয়েছে আমি সব পড়েছি।"

"আমি কিন্তু পড়িনি—" মল্লিকা অল্প হেসে আস্তে বলল।

"বেশ করেছেন। ওসব আবার লেখা নাকি? দুর্বল কাঁচা ভাষা, বোকা বোকা কথায় ভরা—" রোহিণী মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটিয়ে জোর গলায় বলল, "আমি ইচ্ছে করেই এত দিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি নি, আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখি নি। বুঝলেন মল্লিকাদেবী, দেখছিলাম কে কী লেখে, কার দৌড় কতদূর—" রোহিণী ঠোঁট টিপে একটু হেসে মাথা নাড়ল, "আপনার ওপর আর সব লেখার সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন আমার লেখার স্টাইলের সঙ্গে তফাৎ কোথায়।"

মল্লিকা এইরকম কথার পর কী বলবে হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। হাসি হাসি মুখ করে চুপচাপ বসে থাকল। আজ রবিবার। সুটিং নেই। স্টুডিওতে না গেলে মল্লিকা হঠাৎ বাড়ি থেকে বার

হয় না। বাবার সঙ্গে গল্প করে, সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম সারে, দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খেতে-টেতেও বলে মাঝে মাঝে। এইসব দিনেই তার কাছে পরিচালক, প্রযোজক আসে. পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিনিধিরা হানা দেয়।

মল্লিকা সাধারণতঃ কথা কম বলে। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে তার একেবারেই ভাল লাগে না. রীতিমত কষ্ট হয়। তবু পত্র-পত্রিকার লোকদের একই রকম প্রশ্নের উত্তরে তাকে একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলতে হয়।

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। তার মাথার মধ্যে কীরকম করে ওঠে। তবু হাসিমুখে একরকম জোর করেই সে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। এদের এড়িয়েও যেতে পারে না। প্রচারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী অভিনেত্রীর জীবনে।

"বলুন, মল্লিকাদেবী বলুন—" বড় অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলল রোহিণী, "এই আমি কলম তুলে রাখলাম, কাগজ-পত্র সরিয়ে দিলাম। আপনি বলে যান যেমন আপনার খুশী। আমি এখন কিছু লিখব না, শুধু শুনে যাব আপনার কথা। আমি নিজেই বড় অধীর হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে আপনার কাহিনী নিয়ে একটা সুপার হিট ছবি তৈরি করা যায়।"

মল্লিকা কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই একসঙ্গে ঘরে ঢুকল কাঞ্চী আর সুধা। দুজনের হাতে দুটো ট্রে। একটাতে কফির সরঞ্জাম আর একটাতে বড় বড় সন্দেশ, বিস্কিট—এইসব।

দুটো ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে কাঞ্চী আর সুধা চলে গেল। মল্লিকা ফটোগ্রাফারকে বলল, "নিন—" বলে কফি-পটে হাত দিল, "দুধ, চিনি—দেখুন কতটা? মিস্টার গুহ আসুন—"

"আপনার কাপ?"

মল্লিকা বলল, "আমি চা কফি বেশী খাই না। ব্রেকফাস্ট আপনারা আসবার আগেই বাবার সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি।"

রোহিণী বলল, "যদি একান্ত অসম্ভব না হয়, যাবার আগে আপনার বাবাকে একবার দেখে যাব।"

"বেশ তো।"

আস্তে আস্তে বাইরে রোদ উথলে উঠছে। এই ঘরে রোদের পাতলা রেখা যেন ছিটকে এসেছে। আর একটু পরেই ঘরের একদিকে রোদে ভরে যাবে। রোহিণী আর ফটোগ্রাফার কফি খেতে খেতে এক একবার এদিক-ওদিক দেখছিল।

কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে রোহিণী বলল, "বলুন?"

বোধহয় মনে মনে কিছু ভেবে নিয়েছিল মল্লিকা এর মধ্যে। রোহিণী বলা মাত্রই সে শুরু করল, "আমার বাবার নাম অরূপরতন মিত্র। ঠাকুর্দা ব্রিটিশ আমলে ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। আমার কাকা কিংবা পিসী-টিসি ছিল না। আমার বাবা ঠাকুর্দার একই সন্তান। ঠাকুর্দা মারা গেছেন অনেক আগে। তখন বাবা সবে পড়াশুনো শেষ করেছেন।"

রোহিণী গুহর কফির কাপ খালি হয়ে গিয়েছিল, মল্লিকা লম্বা মত সাদা পটটা তার দিকে এগিয়ে নিয়ে বলল, "আর এক কাপ?"

"আহা, আমি নিজেই নিচ্ছি—" রোহিণী অসহিষ্ণুর মত বলল, "থামলেন কেন? বলে যান।"

"শুনেছি ব্যবসার দিকে বাবার ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই। কারুর কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নিয়ে কয়েক বছরের চেষ্টায় তিনি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তারপর আর কি, দিনে দিনে বাবার অফিস বড় হতে লাগল। তিনি বিয়ে করলেন। আমি হলাম। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে আমি দু-একবার বিলেত ঘুরে এসেছি।"

রোহিণী সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। পরে ফটোগ্রাফারের দিকে ফিরে বলল, "ভানু, তোমায় আমি আগেই বলি নি, ইনি বাইরে কোথাও পড়াশুনো করেছেন?"

মল্লিকা মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "আরে না না, লেখাপড়া-টড়া কিছু করিনি, ছোটবেলায় শুধু বেড়িয়ে এসেছিলাম।"

"ওই হল। আপনাকে দেখে একটু অন্যরকম মনে হয় তো—" রোহিণী কফির কাপ হাতে নিয়ে বলল, "আপনি কিছুই জাহির করতে চান না—" সে হাসল খুকখুক করে, "দেখুন, কারুর নাম করব না, তবে অনেক ফিল্মস্টারের ইণ্টারভিউ আমাকে নিতে হয় তো—তাদের নিয়েই হয় মুশকিল।"

মল্লিকা ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, "কি রকম?"

হাসতে হাসতেই রোহিণী বলল, "মানে, তারা খালি নিজেদের বিদ্যে জাহির করার জন্যে ব্যস্ত। এক প্রশ্ন করলে আর এক উত্তর দেয়। যদি জিজ্ঞেস করি, আপনার কৈশোর কোথায় কেটেছে? সে উত্তর দেয়, ছোটবেলা থেকেই আমি খুব পড়াশুনো করি। জাঁ পল সাত্রে আমার বড় প্রিয়। টমাস ম্যান পড়ি আর হাঁ হয়ে যাই। এখনো সময় পেলেই পড়াশুনো করি।"

মল্লিকাও হাসল, "কলেজে পড়ার সময় কিছু কিছু সাহিত্য পড়েছি। এখন কোথায় কী! লেখাপড়া করার সময়ই পাই না।"

"আপনার কথা আলাদা—" রোহিণী স্বরে গভীর দরদ মিশিয়ে বলল, "আপনি বিদুষী। আপনার ঝুটমুট বিদ্যে জাহির করবার দরকার তো নেই। আচ্ছা, আপনি কিসে এম. এ. পাস করেন?"

"এম. এ. পরীক্ষা দিই নি। ইংরেজীতে পড়ছিলাম। মাঝপথে ছবিতে নামতে হল।"

"বেশ বেশ, এবার বলুন আপনার ছবিতে নামার কাহিনী—" পাশের ফটোগ্রাফারকে আস্তে ঠেলা দিল রোহিণী, "ব্লো-আপ-এর দু-চারটে ছবি খুব কেয়ারফুলি নিও ভানু।"

"নিশ্চয়ই। আপনাদের কথাবার্তা হয়ে যাক।"

মল্লিকা বলতে লাগল, "আমার তের-চোদ্দ বছর বয়সে মা অসুখে পড়লেন। এমন এক অসুখ যা দুরারোগ্য, আমি ক্যানসারের কথা

বলছি। বাবা মাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। অফিসে যেতেন আর আসতেন। পরে যেতেনই না। কাজকর্মে মন ছিল না তাঁর। ব্যবসা দেখতেন তাঁর বিশ্বাসী ম্যানেজার রামকৃষ্ণবাবু—" বলতে বলতে মল্লিকার মুখ কঠিন হয়ে উঠল, "রামকৃষ্ণবাবু কিন্তু বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনিই বাবার সবকিছু আত্মসাৎ করে তাঁকে পথে বসালেন।

মা মারা গেলেন বড় কষ্ট পেয়ে। আমি বড় হতে লাগলাম। বাবা কী রকম হয়ে গেলেন। যা জমানো টাকা পয়সা ছিল তা দিয়ে চলল কিছুদিন ঠিক আগের মতই। আমাদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল।

হয় তো বাবা নতুন করে কিছু আবার শুরু করতে পারতেন। করলেন না। কেন করলেন না জানেন ?"

"কেন ?"

মল্লিকা ম্লান হেসে বলল, "আমার জন্যে, পাছে আমার কোনরকম অযত্ন হয়। তিনি ঠিক মায়ের মত করেই আমার দেখাশোনা করতেন, আমাকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন। পরীক্ষা-টরিক্ষার সময় আমি যখন রাত জেগে পড়তাম উনিও জেগে বসে থাকতেন, আমি শুতে না গেলে কিছুতেই ঘুমতেন না। মা গেলেন, ব্যবসাও গিয়েছিল, বাবা অদ্ভুত স্বরে আমাকে বারবার বলতেন, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই—বুঝলি ?"

মল্লিকার যেন কথা বলার নেশা জেগেছিল, হয় তো একটা ঘোরে এই সময় সে একটানা আরও কিছু বলে যেত কিন্তু বাধা দিল রোহিণী। মল্লিকার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে বলল, "আপনার বলার মধ্যে আপনার মনের একটা দিক বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে মল্লিকাদেবী—"

মল্লিকা প্রশ্ন করল না তবে বেশ কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকল রোহিণীর দিকে। রোহিণী অল্প হেসে বলল, "আপনার বাবার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা অসীম।"

"হ্যাঁ, বাবাকে আমি ভালবাসি, তাঁকে ছেড়ে যাবার কথা হঠাৎ ভাবতে পারি না। বাইরে কোথাও সুটিং-এ গেলে মাঝে মাঝে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।"

রোহিণী হেসে বলল, "সে আমি আগেই বুঝেছি।"

মল্লিকা বলল, "একটু বয়েস হতেই আমাদের সংসারের আসল অবস্থাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম টাকার ভাবনায় কী প্রচণ্ড মনের যন্ত্রণায় বাবা কষ্ট পাচ্ছেন। এদিক-ওদিক এক-একবার বোধহয় কাজের চেষ্টায় বেরোতেন, কিন্তু কী করবেন, কার কাছে যাবেন। বুঝতেই পারেন মুখ ফুটে অভাবের কথা কাউকে বলা বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

"আমাদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর কাছাকাছি কম ভাড়ার খুব ছোট্ট একটা এক তলার ফ্ল্যাটে আমরা উঠে এলাম। সেখানে গিয়ে মনে মনে বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন। বাড়িভাড়া বাকী পড়তে লাগল, ইলেকট্রিক বিল দিতেও অসুবিধা হত। যাহোক আমি এর মধ্যেই বি. এ. পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভরতি হয়েছি—"

পট্ করে হাততালি দিয়ে উঠল রোহিণীবাবু। উচ্ছ্বসিত চোখে ফটোগ্রাফার ভানুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মল্লিকাকে বলল, "অপূর্ব! সত্যি আপনার কথা শুনে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। নিজের সঙ্কটময় অবস্থার কথা এমন করে বলার সাহস আপনার ছাড়া আর কারুর নেই। ওদেশে কেউ কেউ অবশ্য বলে। কিন্তু এদেশে? হুঁ, যত্ত গুলতালের ব্যাপার।"

মল্লিকা হাসল। সে একটু উৎকর্ণ হল। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। আরও দু-একবার বেজেছিল। কাঞ্চী কিংবা সুধা ধরেছিল। মল্লিকাকে কিছু বলার দরকার মনে করে নি। মল্লিকা হঠাৎ ফোন ধরে না। কাঞ্চী আর সুধাই ধরে। আজে-বাজে লোক হলে ওরাই যা হয় বলে দেয়। ওদের সেইরকম বলা আছে।

ধীর পায়ে সুধা এল মল্লিকার কাছে। এসে খুব আস্তে বলল, "বি. আর. প্রোডাকসন্সের অঘোরবাবু ফোনে—"

মল্লিকা বড় মিষ্টি করে হাসল, "টেলিফোনটা দাও আমাকে।"

একটু পরেই সুধা সাদা টেলিফোনটা বয়ে নিয়ে এল মল্লিকার কাছে। সে সেটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে প্রথমে রোহিণীকে বলল, "প্লিজ এক্সকিউস মি ফর এ ফিউ মিনিটস্—" পরে রিসিভার মুখের কাছে এনে ঘাড় ঈষৎ কাত করে হাসিমুখে বলল, "হ্যালো? ···বুঝেছি।···কথাবার্তা বলছি। ছায়াদর্পণের মিস্টার গুহ এসেছেন। ···না না···ভেরি গুড!···বলুন?···ওসব কথা তো ফোনে হয় না। ···আজ? মানে বাবাকে নিয়ে একটু বেরুব—তাছাড়া ছুটির দিনে বিজনেসের কথা-টথা কেন? কাল ফ্লোরে আসুন না লাঞ্চের সময়।···বাড়িতে? ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।···না না, ডেট-টেট দেয়ার কথা এখন কিছু বলতে পারছি না।···আপনি আসুন তো কাল।···আমি খুব চেষ্টা করব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাই-বাই!"

মল্লিকা সোফার ওপর ফোন নামিয়ে রাখল। কাঞ্চী আবার সেটা সরিয়ে নিয়ে গেল এখান থেকে। রোহিণীবাবু অন্যদিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেট টানছিল, ভানু ক্যামেরা নিয়ে ঠুকঠুক করে কী করছিল—মল্লিকার কথা শেষ হতেই আবার তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে নিল।

মল্লিকা রোহিণীবাবুকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে আগের সূত্র ধরে নিজেই বলল, "বাবার কথা ভেবে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এম. এ. টেম-এ পড়া আর আমার হল না। আমি ঠিক করলাম আমাকে টাকা রোজগার করতে হবে। অনেক অনেক টাকা। মানে আমাদের অবস্থা আগে যেমন ছিল আবার সব ঠিক সেইরকম করে তুলতে হবে।"

মল্লিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হালকা হেসে বলল, "ফিল্মে নামার কথা আমার তখন মনে হয়। একটু ভয়ও ছিল প্রথম প্রথম।

যদি কিছু করতে না পারি, যদি নাম-টাম কিছু না হয়। কিন্তু জানেন মিস্টার গুহ, একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। ব্যর্থ হলে চলবে না, সাকসেস আমার চাই। আমাদের অবস্থা আমাকে ফেরাতে হবে। টাকা করতেই হবে।"

রোহিণীবাবু মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "কী গভীর আত্মবিশ্বাস আপনার! এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।"

মল্লিকা সবিনয়ে বলল, "ওটা কপালের ব্যাপার! কোথা থেকে যে রাতারাতি কী হয়ে গেল, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।"

"না-না-না, ওসব বলবেন না, শিল্পের ক্ষেত্রে কপাল-টপালের কোন ব্যাপার নেই, আপনার ক্ষমতা, অভিনয়-নৈপুণ্য—এই হল আসল কথা—" রোহিণীবাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আমার কাজ প্রায় শেষ। আপনাকে আজেবাজে প্রশ্ন আর বেশী করব না, কারণ আর সবই তো আমি জানি। আজ যা শুনলাম শুধু সেটুকুই জানতাম না, তবে হেঁ হেঁ, আর একটা গূঢ় প্রশ্ন আছে।"

"বলুন না?" মল্লিকা তার একটা হাত সোফার পেছনে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল।

তাহলেও একটু ইতস্ততঃ করল রোহিণী। পরে ভূমিকা করার মত বলল, "অন্য কেউ হলে ঠিক কথা বলত না, বানিয়ে বানিয়ে আবোল-তাবোল যা হয় বলত, মেলোড্রামা-ট্রামার মত। তবে আপনি ঠিক ঠিক বলবেন আমি জানি। আর আপনি যেটুকু চাইবেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—একেবারে ওয়ার্ড অব অনার—শুধু সেইটুকুই লিখব।"

"কিন্তু কিছু তো বললেন না এখনো?"

আবার ফোন বেজে উঠল। মল্লিকার কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে এল। সে এ-ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল কাঞ্চা বলল, হ্যালো।

তারপর কী কথাবার্তা হল মল্লিকা শুনল না। কিন্তু কাঞ্চী তার কাছে এল না, তাকে কিছু বলল না। মল্লিকা বুঝল তেমন কারুর ফোন নয়, কাঞ্চী বুদ্ধি খাটিয়ে যা বলবার বলে দিয়েছে।

আর একটু ইতস্ততঃ করে রোহিণী তার শেষ প্রশ্ন করল, "বলছিলাম, কারুর প্রতি আপনার বিশেষ আকর্ষণ আছে কি? মানে বিয়ের কথা-টথা ভেবেছেন?"

মল্লিকা হেসে উঠল, "প্রেমে-টেমে পড়েছি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছেন তো? ভক্ত-টক্ত আছে অনেক। স্বার্থের খাতিরে একটু ঢিলেও যে না হয়েছি তা নয়, তবে বলবার মত কিছু এখনো ঘটে নি। এম. এ. পড়বার সময় ঘটতে পারত—" মল্লিকা অল্প মাথা নেড়ে হালকা গলায় বলল, "ঘটল না।"

বেশ কৌতূহল প্রকাশ করল রোহিণী, "ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় কী ঘটতে পারত? বিয়ে-টিয়ে—"

"সেই রকম কল্পনা করেছিলাম। ছেলেটির নামটা থাক। খুবই বুদ্ধি ছিল। ওদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছি—বাইরে-টাইরেও ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক।"

"কিন্তু শেষ অবধি একটা শুভ পরিণতি কেন হল না?"

মল্লিকা বলল, "ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দেখা-টেখা করার সময় বেশী পেতাম না। ওরও বোধ হয় একটা কমপ্লেক্স হয়ে গেল। তাছাড়া একদিন যাকে ভাল লেগেছিল, পরে তাকে আর তত ভাল লাগল না।"

"বাঃ সুন্দর বলেছেন। এর বেশী আর কিছু আমার জানবার দরকার নেই—" রোহিণীবাবু বললেন, "আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভানু, এবার তুমি কী করবে কর।"

ভানু তৎপর হয়ে উঠে দাঁড়াল, "আলাদা করে একটা ছবি নিতে চাই। এ-ঘরেই নেব?"

মল্লিকা বাধ্য মেয়ের মত বলল, "অ্যাজ ইউ প্লিজ।"

একটু ভাবল ভানু। পরে বলল, "একটা খাট-টাট পেলে ভাল হত। আপনি সদ্য সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন। বেশবাস শ্লথ। দুহাত দিয়ে নিজের ঘাড় চেপে ধরে আড়মোড়া ভাঙছেন—"

মল্লিকা বলল, "বুঝেছি। পাঁচ দশ মিনিট সময় দিন তাহলে আমাকে। একটু তৈরি হয়ে নি। পরে বেডরুমে ডাকব আপনাকে।"

"বেশ, বেশ।"

"এক্সকিউজ মি" বলে মল্লিকা দোতলায় তার বেডরুমে চলে গেল। ভানু তার ক্যামেরা পরীক্ষা করতে লাগল বারবার। রোহিণী এতক্ষণ যা লিখেছে তা খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দু-একবার আপন মনে বিরক্তি প্রকাশ করে কিছু কিছু সংশোধন করে নিল।

এই ঘরের ঠিক ওপরেই আর একটা ঘরে কে যেন চলাফেরা করছে। রোহিণী একবার ওপরে তাকাল। অনেক বাল্বের ঝাড় ঝুলছে। কী সুন্দর রঙ দেয়ালের। গোটা পরিবেশ বড় ভাল লেগেছে তার। ভীষণ ভাল লেগেছে মল্লিকাকেও। এর সঙ্গে আরও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা করা দরকার—রোহিণীর মনে হল। ফোন করতে হবে ঘন ঘন, খবর নিতে হবে। মাঝে মাঝে দেখা করতে হবে। মল্লিকার বাবা অরূপরতনবাবুর সঙ্গে সম্ভব হলে আজই আলাপ করা দরকার। কিন্তু কোথায় সেই ভদ্রলোক? তাঁর কোন সাড়াশব্দ নেই।

রোহিণী দেখল দারোয়ান উঠে এসেছে বারান্দায়। ডোরবেল টিপল। টিনটিন শব্দ খেলতেই এল কাঞ্চী। দরজার কাছে গিয়ে দারোয়ানকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

দারোয়ান বলল, "একজন এসেছে। দিদির সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাবে না। জোর করে চলে আসতে চায় ভেতরে।"

কাঞ্চী হাসল, "বলে কী?"

"খুব জরুরী দরকার। পাঁচ-সাত মিনিট টাইম নেবে। অনেক দূর থেকে এখানে এসেছে।"

"দিদির টাইম এখন হবে না। আধঘণ্টা ওয়েট করাও। আমি টাইম মাফিক দিদিকে বলব।"

কাঞ্চী এ ঘরে থাকতে থাকতেই সুধা এসে রোহিণীবাবুর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, "দিদি আপনাদের ডাকছেন।"

রোহিণীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, "ওয়াণ্ডারফুল! দেখেছ ভানু কত কম সময়ের মধ্যে রেডি হয়ে নিল মল্লিকা! আর কেউ হলে কী হত? পাক্কা দুটি ঘণ্টা ধৈর্য ধরতে হত আমাদের।"

মনে মনে বেশ অপ্রসন্ন হল ভানু। রোহিণীবাবুর এ-সময় ভানুর সঙ্গে মল্লিকার সামনে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। ভানু ফটোগ্রাফার। সে এখন একা নির্জন ঘরে দাঁড়াতে চায় মল্লিকার সামনে। তার সব সঙ্কোচ দূর করে অপূর্ব সব ছবি তুলতে চায়। রোহিণীবাবু উপস্থিত থাকলে ভানুর নিজেরও অস্বস্তি হবে। কিন্তু সেকথা বলে কে? বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল ভানুর কপালে।

যে ঘরে ফোন বেজেছিল, তার পাশেই ছোট একটা বারান্দা। একটু এগিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ি বেশ চওড়া। দোতলায় মল্লিকার শোবার ঘর। সুধা যাচ্ছিল আগে আগে, আস্তে। তার পেছনে রোহিণীবাবু, সব শেষে ভানু।

সুধা আস্তে দরজায় টোকা দিল। মল্লিকা ভেতর থেকে বলল, "আসুন।"

নীল পর্দা সরিয়ে সুধা বলল, "আসুন।"

যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, মল্লিকা বসে আছে খাটের ওপর। বেশবাস শ্লথ। বুকের আভা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চুল ঈষৎ অবিন্যস্ত। খাটের মাঝখানে বসেছিল মল্লিকা। এদের দেখে হেসে বলল, "এই রকম পোজ চলবে?" বলে সোজা হয়ে বসে বুক টান টান করে দু'হাত ঘাড়ের পেছনে দিয়ে যেন তন্দ্রার জড়িমা মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

রোহিণীবাবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মল্লিকার দিকে। ভানু ফোকাস ঠিক করে ইতস্ততঃ করল। মল্লিকার অনেকটা কাছে এগিয়ে এল এবং এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে হেসে বলল, "আপনার মেকআপে কোন ত্রুটি নেই। আপনার ভঙ্গি, চোখ-মুখের ভাব, জামাকাপড় পরার ধরন একেবারে ফল্টলেস। কিন্তু তাহলেও একটা বড় রকমের খুঁত থেকে গেছে।"

রোহিণীবাবু চোখ কুঁচকে তাকাল ভানুর দিকে। ভানু ভ্রূক্ষেপ করল না। মল্লিকা ভানু কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী খুঁত ?"

ভানু হাসল, বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "বেশ পরিপাটি করে বেডকভার পাতা রয়েছে। ছবির মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চাই আপনি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। বিছানা এরকম থাকলে তো চলবে না। একটু এলোমেলো, অগোছালো। দু-একটা বালিশ টালিশ দেখা যাবে।"

"ঠিক ঠিক—" মল্লিকা বেডকভার সরিয়ে একটা বালিশ টেনে নিল। নিয়ে বলল, "সাংঘাতিক আপনার চোখ। ইচ্ছে করলে আপনি পাকা ফিল্ম ডিরেক্টর হতে পারেন।"

ভানু আস্তে শুধু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

বিছানার সামনে বড় ড্রেসিং টেবিল। সেখানে সাজান অনেক রকম বিদেশী পারফিউম। একদিকে আলনা, আলমারি। পাশেই একটা ছোট ঘর। বোধহয় বাথরুম। খাটের কাছে ছোট একটা টেবিল। টেবিলের ওপর নীল শেড দেয়া সুন্দর টেবিল ল্যাম্প। এদিকে ওদিকে ছড়ান দেশী-বিদেশী কিছু বই, পত্রিকা। ভানুর ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্‌ব অতর্কিতে জ্বলে উঠল কয়েকবার। এবং শেষবার ছবি তুলে সে আর একবার বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

মল্লিকা খাট থেকে নামল। স্লিপার পরল পায়ে। পরে বলল, "সব ঠিক ঠিক হল তো ?"

রোহিণীবাবু ঠোঁট দিয়ে জিব চাটতে চাটতে বলল, "অপূর্ব!"

মল্লিকা মনে মনে ভাবল এদের অনেক সময় দেয়া হয়েছে, আর বেশী কথাবার্তা বললে তার ব্যস্ততার কোন প্রমাণ এরা পাবে না। হাসিমুখে এতক্ষণ আলাপ চালিয়ে গেলেও এদের সঙ্গ তার আর ভাল লাগছিল না, এবার একটু ব্যস্ততার ভান করা দরকার। সে দেখল রোহিণীবাবু তার শোবার ঘরের জিনিসপত্র খুব মন দিয়ে দেখছে।

মল্লিকা খুব নরম করে বলবার চেষ্টা করল, "যাক, সব ঠিকঠাক হল তো?" সে পলকে রিস্টওয়াচ দেখল, "আর একটু বসবেন?"

"মানে, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল—"

"আর একদিন হবে'খন। আমি বাবাকে আগে থেকে বলে রাখব। ওর মন-টন ভাল নেই কিনা।"

"বেশ বেশ, আমি আর একদিন আসব।"

"নিশ্চয়ই—" মল্লিকা সেই পোশাকেই রোহিণীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নীচে নেমে এল, একেবারে গেট অবধি ওদের পৌঁছে দিল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে মল্লিকার বেশ শীত শীত লাগল। ছবি তোলবার সময় সে কার্ডিগান খুলে রেখেছিল আলনায়, পরবার কথা আর মনে হয়নি।

"আপনাদের এদিকে বেশ ঠাণ্ডা—" রোহিণীবাবু বলল, "আমি শ্যামবাজারে থাকি, ওদিকে একটু যেন গরম।"

"এদিকটা তো গাঁ।"

"হেঁ, হেঁ, কী যে বলেন! আচ্ছা চলি। বড় আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ভারী ভাল লাগল।"

"ধন্যবাদ।"

ওরা চলে যেতেই যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বাগানে শীতের ফুল দেখতে দেখতে মল্লিকা ফিরছিল, হঠাৎ সে যেন একটু চমকে উঠল। গেটের কাছে অতিথিদের সাধারণ বসবার ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,

"নমস্কার! কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে এসেছি। ক্ষমা করবেন। দয়া করে আমাকে মিনিট দশেক সময় দিলে খুশী হব।"

মল্লিকা মনে মনে বেশ সঙ্কোচ বোধ করল তার শ্লথ বেশভূষার জন্যে। একটু বিরক্তও হল যেন লোকটির ওপর। বছর তিরিশ ওর বয়েস হবে বোধহয়। দেখতে সুন্দর। ওর নাটকীয় কথাবার্তায় একটা ছেলেমানুষী ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছবিতে নামতে-টামতে চায় হয় তো। অন্তত: ওর চেহারা দেখে তাই মনে হল মল্লিকার। মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েদের এইরকম উপদ্রব তাকে সহ্য করতে হয়।

সে বলল ঈষৎ নীরস স্বরে, "কী বলবেন বলুন?"

"দেখুন, বুঝতে পারছি আপনি ব্যস্ত। হয়তো আমার ওপর বিরক্তও হয়েছেন। আপনার এখানে আসবার আগে আমি অনেক ভেবেছি, আমার দ্বিধা হয়েছে, সঙ্কোচ হয়েছে। কতবার এসে গেটের কাছ থেকে ফিরে গেছি। আপনার সামনে দাঁড়াতে আত্মসম্মানে বেধেছে।"

লোকটি কী চায় মল্লিকা এসব কথা শুনে বুঝতে পারল না। ছবিতে হয়তো নামবার কথা বলবে না এ। মল্লিকা দেখল তার মুখের ওপর রোদ পড়েছে, চোখ দুটোতে দৃঢ়তার আভাস। কী বলবে এ? কী চাইবে?

মল্লিকা এবার যথাসম্ভব নম্রস্বরে বলল, "কিছু তো বললেন না এখনো?"

লোকটি বলল, "এক কথায় বললে সব জিনিসটা খেলো হয়ে যাবে। একটু ভূমিকা করা দরকার। এখানেই হয়তো শেষ করে নেয়া যেত—" সে অল্প হাসল, "তবে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন—আমার অস্বস্তি হচ্ছে।"

ওর কথাবার্তা বলার ধরনে মল্লিকা খুশীর একটা আমেজ অনুভব করল মনে মনে। হাসল। পরে বলল, "চলুন বসবেন।"

যে ড্রয়িংরুমে তার সাক্ষাৎকার পর্ব চলছিল এতক্ষণ, নতুন তরুণকে নিয়ে সে আবার এল সেই ঘরে। তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বসুন।" এবং সে নিজেও বসল আগে যে সোফায় বসেছিল সেইখানে। বাইরে তার শীত শীত লাগছিল, এখন লাগল না। শ্লথ বেশবাসের জন্যে যে সঙ্কোচ জেগেছিল, এখন তাও আর ছিল না।

লোকটি বসল। কোনদিকে দেখল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে সম্ভবতঃ ভাবছিল কেমন করে শুরু করবে। মল্লিকার মনে একটা মধুর কৌতূহল চারিয়ে উঠছিল। তবু লোকটি কিছু বলল না।

"বলুন এবার?" কৌতূহলের সামান্য আভাস প্রকাশ না করে মল্লিকা কিছু অধীরতা প্রকাশ করল, "আমার অনেক অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে, পরে কিন্তু আপনার কথা শোনার সময় নাও পেতে পারি. লোকজন এসে যাবে। আমার বাইরের কাজও আছে।"

এত কথা ইচ্ছে করেই বলল মল্লিকা। সত্যি তার জীবনে এখন সময় বড় কম। খুব তাড়াতাড়ি কাটে তার দিন, তার রাত। অপরিচিত একটা লোকের জন্যে সে কত সময় নষ্ট করবে। লোকটা কী বলবে, কী চাইবে কে জানে। আজ ওকে ভেতরে না আনলেই হত। সে বললেই পারত, আর একদিন ফোন করে আসবেন, আজ আমার হাতে এক মিনিটও সময় নেই।

লোকটি মাথা তুলে মল্লিকার দিকে দেখল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল। পরে বলল, "ভূমিকার কথা বলেছিলাম। দেখুন মিস মিত্র, কোন রেফারেন্স, ইণ্ট্রোডাকশন—কিছু আমি নিয়ে আসি নি। আপনার কাছে আমার এইভাবে আসা বড় বেশী নাটকীয়। রাদার মেলোড্রামাটিক—" তার স্বর বেশ জোরে বাজছিল, হঠাৎ সে যেন সচেতন হল এবং যথাসম্ভব আস্তে কথা বলল, "মাপ করবেন, খুব সংক্ষেপে ভূমিকা শেষ করব—"

"বলুন?"

"বলব বলেই শেষ অবধি এসেছি। অন্য কারুর কাছে যাই নি, যাবার কথাও ভাবি নি। আপনার কাছে এসেছি কারণ আমার বিশ্বাস আমার কথা আপনি বুঝবেন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।"

"সাহায্য ?" মল্লিকা এখনো কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে মনে মনে ভাবল, তবে কি লোকটা কোন ছুতোয় অর্থসাহায্য চায় ? কিংবা কোন চাকরি-বাকরি ? এসব ভাবলেও সে মুখে বলল, "কী রকম সাহায্য ?"

"বলছি--" লোকটি হাসল, "আমার একটু পরিচয় আপনাকে দিয়ে নি। মাপ করবেন, আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে আপনার কৌতূহল থাকার কথা নয়। তবু আপনি বেশ কিছুদূর লেখাপড়া করেছেন, তাই আমি ধরে নিয়েছি মোটামুটি ভাল ছাত্রদের ওপর আপনার একটু দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক।"

মল্লিকা বিদ্রূপ করার মত হালকা স্বরে বলল, "আপনি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন ?"

"খুব একটা না। হিস্ট্রিতে এম. এ. পাস করেছি। ওপরের দিকে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিলাম। আত্মজাহির মাপ করবেন, ছাত্রজীবনে ডিবেট-এ একটু নাম ছিল—"

মল্লিকা হেসে বলল, "নামটাই তো বললেন না এখনো।"

"আমার নাম আলোকময় বসু।"

"শোনা শোনা লাগছে। আপনি বোধহয় আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, বছর পাঁচেকের।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে থাকল মল্লিকা। অনেক দূরের আর একটা মোহময় জগৎ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। মনের মধ্যে কী রকম করে উঠল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। মনে মনে এমন

করে তার এতদূরে চলে আসার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! হয়তো জীবিকার জন্যেই মল্লিকার জীবনের ধারাটা এমন করে বদলে গেল। অর্থাৎ এক নতুন এবং কর্মময় পরিবেশ তাকে বড় কঠিন করে বাঁধল।

ঘুমের আগে আগে কিংবা অবসর সময়ের কোন কোন মুহূর্তে মল্লিকার হঠাৎ মনে হয় এখন সে যদি তন্ময়কে একটা ফোন করে—তাকে একদিন আসতে বলে তার বাড়িতে। তন্ময়! মল্লিকার ভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় বেশ কিছুদিন ওরা ছিল স্বপ্নের মধ্যে। মধুর একটা ভবিষ্যৎ আপনা-আপনি ধরা দিচ্ছিল ওদের কল্পনায়।

হঠাৎ কখন এইসব ছেলেমানুষীর কথা ভেবে কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও মল্লিকা জানে তন্ময়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় তার কোনদিনও হবে না। এখন যেখানে সেখানে ইচ্ছে মত চলে যাওয়া যায় না। তার চলা-ফেরার গণ্ডি সীমিত। লেকের ধারে, গঙ্গার কিনারে, ভিক্টোরিয়া কিংবা শিবপুরে যেখানেই সে যাক না কেন, তাকে অনুসরণ করবে তার ভক্ত অগণিত মানুষ। এখন মল্লিকা স্বনামখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কবে! ছাত্রীজীবনের ভক্ত তন্ময়ের কথা এক-একবার মনে খেলে গেলেও এখন এই বিপুল যশের অধিকারিণী হয়ে তাকে কি আর ভাল লাগবে মল্লিকার! লাগবে না। তাই যথাসময় দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে এল আস্তে আস্তে। আপনিই সব চুকে গেল।

এইসব ক্ষণিক চিন্তার জাল ছিঁড়ে ফেলে মল্লিকা হাসি হাসি মুখে বলল, "এখন কি কোন কলেজে পড়াচ্ছেন?"

"না—" আলোক বলল, "ওটা আমার দ্বারা হবে না। যদিও লণ্ডনে বছর দু-এক ছিলাম রিসার্চ-টিসার্চের জন্যে। ভাল লাগল না। একটা ফিল্ম স্টুডিওতে টেকনিক্যাল কাজ শিখে ফিরে এলাম।"

আলোকের আজ এখানে আসার কারণ এবার মল্লিকার কাছে অল্প অল্প পরিষ্কার হয়ে এল। সে বাইরে থেকে ফিল্মের কাজ শিখে এসেছে, বোধহয় ছবি-টবি করবে। হয়তো মল্লিকার সঙ্গে চুক্তি করতে চায় কিছু কম টাকায়। সে সব হবে না—মল্লিকা মনে মনে ভাবল। একবার পারিশ্রমিক কম নিলে বাজারে বিদ্যুৎ গতিতে খবর ছড়িয়ে যায় এবং পরে বেশী টাকা দিতে বড় ইতস্ততঃ করে প্রযোজকরা।

খুব চেনা দুজন অভিনেত্রীর কথা মল্লিকার মনে পড়ে গেল। অনন্যা একটু ভালমানুষ ধরনের মেয়ে। বৈষয়িক বুদ্ধি তার খুব বেশী নেই। নতুন নতুন পরিচালক আর প্রযোজকের কথায় গলে গিয়ে সে কম টাকায় ছবি করতে রাজী হয়। তার ফল এই হয় যে প্রস্তাব আসে একটার পর একটা। কিন্তু কেউই বেশী টাকা দিতে চায় না, কাকুতি মিনতি করে দয়া করে সব অবস্থা বিবেচনা করবার জন্যে এবং শেষ অবধি অনেক কম পারিশ্রমিক নিয়ে একটি ছবিতে কাজ করতে হয় অনন্যাকে।

আর একজনের নাম ধরিত্রী। তার নামডাক খুব। মল্লিকা আসবার আগে অবধি বাংলা ছবিতে সে-ই ছিল অদ্বিতীয়া নায়িকা। বৈষয়িক জ্ঞান তার টনটনে। পয়সা-কড়ির চুলচেরা হিসেব করে তবে রাজী হয় ছবিতে কাজ করতে।

ধরিত্রীর এই বৈষয়িক টনটনে জ্ঞান সম্পর্কে অনেক গল্প ছড়িয়েছে স্টুডিওর লোকদের মুখে মুখে। একটা কাহিনী সত্যিই বড় মজার। মল্লিকারও খুব ভাল লেগেছিল। এখন আলোকের কথাবার্তা শুনে ধরিত্রীর পরিচালক কিংবা প্রযোজক বিদায় করার সেই গল্পটা আবার নতুন করে মনে এসে গেল মল্লিকার।

কয়েকজন ছোকরা গিয়েছিল তার কাছে। খুব বুদ্ধিমান। একটা গাড়িও নাকি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ওরা ধরিত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল গাধা পরিচালকের ছকে বাঁধা তৃতীয় শ্রেণীর ছবিতে অভিনয়

করে করে সে তার প্রতিভা নষ্ট করছে। ভবিষ্যতে তার অভিনয়ের কোন রেকর্ড থাকবে না।

ধরিত্রী অধীরতা প্রকাশ করে তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিল, দেখুন, আপনাদের ভাবগর্ভ জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার এখন আমার একটু অসুবিধা আছে। মানে, আমি খুব ব্যস্ত। আপনাদের বক্তব্য সংক্ষেপে সেরে নিলে আমার বিশেষ উপকার হয়। সোজা কথায় বলুন তো আপনারা কী চান ?

ছোকরাদের মধ্যে একজন যার মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়িও আছে—একটু হিপি হিপি ভাব, সে তার ডান হাত তুলে ইশারায় ধরিত্রীকে থামবার অনুরোধ জানিয়েছিল। পরে অল্প হেসে মিহি গলায় বলেছিল, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে একটা নতুন ওয়েভ এসেছে। পুরানো রীতিটিতি কবে ভেঙেচুরে দিয়েছে আইজেনস্টাইন, ডি-সিকা, ফেলিনি, বার্গম্যান—

তো হয়েছে কী ?

এদেশে অবশ্য বিশেষ কিছু হয় নি। যাও বা একটুআধটু এক-আধজন করার চেষ্টা করছে সে সব ওদেশে হয়ে গেছে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে—

ধরিত্রী পরিষ্কার বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিল, শুনুন, আমি ফিলিম-টিলিমের ওপর কোন প্রবন্ধ কি বই কস্মিনকালেও লিখব না, কাজেই কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কিংবা কে কী করল না করল—এসবে আমার কোন কৌতূহল নেই। কী চাই বলুন না আপনাদের ?

আমরা একটা ছবি করতে যাচ্ছি। একেবারে নতুন ধরনের ছবি। আপনাকে হিরোইন হতে হবে।

এক লাখ টাকা দিতে হবে। পারবেন ?

ছেলেটির বেশ গর্বের সঙ্গে নাকি বলেছিল, এমন ছবি করবার কল্পনা এদেশে আর কেউ করে নি। আমরা জানি কোন

ফাইনানসিয়রের মাথায় আমাদের আইডিয়া ঢুকবে না। কারুর কাছে আমরা যাবও না। আমরা নিজেরাই কোন রকমে টাকা পয়সা যোগাড় করে ছবিটা করবার চেষ্টা করছি—

আপনাদের ইতিহাস শোনার কোন আগ্রহ আমার নেই। আর এক মিনিট সময়ও আমি আপনাদের দিতে পারব না। ওই শুনুন ফোন বাজছে, আমি চললাম—ধরিত্রী উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন ওদেরই মধ্যে একজন আর কোন ভূমিকা না করে আসল কথাটা বলে ফেলেছিল, একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করতে যাচ্ছি বলে আপনি আর সকলের কাছ থেকে যা নেন তার চেয়ে অনেক কম টাকা নিতে হবে আমাদের কাছ থেকে।

অসম্ভব—ধরিত্রী ওদের মুখের ওপর বলেছিল, আচ্ছা নমস্কার!

দেখুন, একটা বড় ব্যাপার—

আরে রাখুন আপনাদের বড় ব্যাপার! আমার যখন বয়েস হবে রূপ যৌবন থাকবে না তখন যদি আপনাদের বলি আমাকে হিরোইন করে এক্সপেরিমেণ্ট করুন—পাত্তা দেবেন আমাকে আপনারা? আমার কথা শুনবেন?

ধরিত্রী ওদের আর কোন কথা বলার সুযোগ দেয় নি।

আলোকের সামনে বসে ধরিত্রীর কথা ভাবলেও মল্লিকা জানত কারুর সঙ্গেই তার মত রূঢ় হতে সে পারবে না। টাকার ওপর তার একটা আলাদা মোহ আছে নিশ্চয়ই কেন না তাকে ভুগতে হয়েছে অনেক. তবু টাকা সে দেখেছে। এখন যশের চেয়ে বড় তার কাছে কিছু নয়। কম টাকায় কারুর অনুরোধেই সে কোন ছবিতে নামবে না কারণ তার ভয় তাহলে তার দাম কমে যাবে, চিত্রজগতে সে সুলভ হয়ে উঠবে।

এই রকম সব টুকরো টুকরো ভাবনা খেলে গেল মল্লিকার মনের মধ্যে শুধু আলোক লণ্ডন থেকে ফিল্মের কাজ শিখে এসেছে শুনে। সে কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করল না। কথাও বলল

না। আলোক কী বলে শোনবার জন্যে অল্প একটু হেসে চুপচাপ বসে থাকল।

আলোক বলল, "আগেই বলেছি আপনার বেশী সময় নেব না, কথা রাখব। আমার ভূমিকা শেষ। এবার আসল কথায় আসছি। মিস মিত্র, ফিল্মের খুঁটিনাটি শিখে এলাম, কিন্তু কাজ করবার বা দেখাবার সুযোগ অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না। যদি আমার সামর্থ্য থাকত তাহলে নিজেই কিছু করতে পারতাম, বড়লোক বন্ধু-বান্ধব থাকলে তাদের শরণ নিতাম—" মল্লিকার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে খুব সহজ স্বরে বলল আলোক।

মল্লিকার এসব কথা শোনার বেশী ধৈর্য ছিল না। বেলা হয়ে যাচ্ছে। এইরকম ছুটির দিনে সে শরীর চর্চা করে, কখনো চিৎ হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে শোয়—কাঞ্চী আর সুধা তার প্রায় নগ্নদেহ মালিশ করে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বাথরুমে অনেক সময় কাটায় মল্লিকা। শ্যাম্পু করে সাবান মেখে স্নান করতে তার প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগে।

মল্লিকার সময় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও তার যে এখন কালক্ষয় হচ্ছে সেকথা আলোককে ইঙ্গিতে বোঝাবার জন্যে সে তার রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে অন্যমনস্কের মত বলল, "কিন্তু আমাকে আপনি কী বলতে চান বলুন?"

আলোক বলল, "আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। আপনি দয়া করে আমাকে সফল হতে দিন। মানে আমি সুযোগ চাই, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে তা দিতে পারেন।"

এই ধরনের কথা লোকে সাধারণতঃ যেমন করে বলে, ম্লান মুখে ভিক্ষে চাওয়ার মত, চোখ দুটো কৃপা পাওয়ার জন্যে করুণ করে, আলোক সেরকম বলল না, একটা মন-গড়া বিশ্বাসের ভারে তার কথাগুলো টুপটাপ ঝরে পড়ল সহজ এবং সচ্ছন্দ গতিতে যা মল্লিকাকে

অবাক্ করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু তবুও কিছু পরে সে অপ্রসন্ন হল মনে মনে এবং তার মুখে বিরক্তির রেখাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মল্লিকা নড়ে চড়ে বসল। পায়ের দিকে শাড়ি একটু টেনে আলোককে বলল, "আপনি কী চান, কী করবেন—বুঝতে পারলাম না। আমিই বা আপনার প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে কী করতে পারি ?"

"সব কিছু—" আলোক হাসল, "আগেই বলেছি আপনার কাছে আমার আসাটাই মেলোড্রামাটিক। প্রস্তাবটাও ছেলেমানুষের মত। আপনি আমাকে চেনেন না, জানেন না। আমার ট্যালেণ্ট সম্বন্ধেও আপনার কোন ধারণা নেই। তাছাড়া আমি জানি আপনি নিজে ভীষণ ব্যস্ত—একজন অজ্ঞাতকুলশীলের প্রতিষ্ঠা লাভের পথ করে দেয়ার সময়ও আপনার নেই—"

মল্লিকা হাসল, "সবই তো বোঝেন।"

"তবুও এসেছি—" আলোক কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে কী ভেবে নিল। পরে বলল, "আমরা তো একেবারে অপরিচিত নই, আপনার গায়ে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ লেগে আছে। মিস মিত্র, আপনার যা নাম হয়েছে আজ অবধি তার চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত হবেন আপনি। আপনাকে আমি আমাদের সম্পদ বলে মনে করি, তাই এসেছি।"

মল্লিকা যেন একটু নরম স্বরে বলল, "আমাকে আপনার জন্যে আপনি কী করতে বলেন ?"

আলোক অল্প ভাবল, ভেবে বলল, "আমার জন্যে শুধু নয়, আপনার জন্যেও। একটা প্রডাকশন করতে চাই। আমরাই প্রডিউসর হব, ফাইনানসিয়র হবে আপনার জানাশোনা কেউ। ছবির উপযোগী গল্প আমরাই ঠিক করব। আমি পরিচালনা করব, আপনি অভিনয় করবেন। আর কে কী করবে না করবে সে সবও আমরা ঠিক করব।"

মল্লিকা খানিক চুপ করে থাকল। আলোক বলল, সে শুনল। কিন্তু তার প্রস্তাব মনে মনে সে গ্রহণ করতে পারল না। এই খ্যাতির মাঝে থেকে এখন ছবি করবার দায়িত্ব নিলে হয়তো তার ক্ষতিই হবে। একটা নিয়েই তাকে থাকতে হবে, দশ জায়গায় কাজ করার সময় হবে না। তাছাড়া এই শিল্পজগতের আলোক কতটুকু জানে। সে কে? তার সঙ্গে মল্লিকাই বা শুধু শুধু কেন জড়াবে তার নাম!

এই রকম উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে সে এসেছে তাকে ধরিত্রীর মত এক কথায় বিদায় করে দেয়াই উচিত। অন্য কেউ হলে হয়তো দিত, কিন্তু আলোককে রূঢ়স্বরে কিছু বলতে তার বাধল। কেন যে বাধল তাও হঠাৎ বুঝল না মল্লিকা। হয়তো সে তার কাছে প্রার্থীর মত এসেছে বলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলে তাকে কিছু দুর্বল করে দিয়েছে বলে—কে জানে!

কিন্তু শেষ অবধি সেই এক কথায় আলোকের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানাল মল্লিকা। সে সোজাসুজি আলোকের মুখের ওপর বলল, "আমি ফিল্মে অভিনয় করি। ইণ্ডাস্ট্রির টেকনিক্যাল দিক সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। সব রোলে অংশ নেওয়ারও কোন ইচ্ছে নেই। কাজেই প্লিজ ফরগিভ মি মিস্টার বাসু, আপনি যা বললেন সে-দায় আমি নিতে পারব না।"

আলোকের দৃষ্টি বিষণ্ণ হয়ে এলেও সে দমল না। কিছু পরে খুব আস্তে বলল, "আপনি কিছু জানেন না হয়তো, কিন্তু জানতে কতক্ষণ সময় লাগে মিস মিত্র, দৈব কিংবা অলৌকিক শক্তির ওপর আমার আস্থা নেই। তবে অনেক ভেবে ভেবে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে আপনার সহযোগিতা পেলে আমার জীবনের চাকাটা অন্যদিকে ঘুরে যায়।"

মল্লিকা হালকা হেসে বলল, "আপনার কথা ছেলেমানুষের মত লাগছে, মায়ের আঁচল ধরা আদুরে ছেলের মত। কেউ কাউকে

প্রতিষ্ঠা দিতে পারে? জীবনের চাকা ঘোরাতে পারে? কী যে বলেন। নিজের ওপর আপনার বিশ্বাস বড় কম দেখছি।"

"বিশ্বাস অগাধ বলেই আপনার কাছে এসেছি—" আলোক বলল, "আপনি ভাবছেন আপনার নাম খারাপ হবে, ছবি ফ্লপ হতে পারে—" সে একটু ভাবল, এদিক ওদিক দেখল। পরে বলল, "আপনার কোন ক্ষতি হবে না মিস মিত্র, মোটে কয়েকটা মাস আমাকে দিলে কী এসে যাবে আপনার! একজন চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে—প্রত্যেক মুহূর্তে মনে রাখবে তার সাফল্যের মূলে আপনি। একটু ভেবে দেখুন।"

"ভাববার কিছু নেই। আপনি হিস্ট্রি পড়েছেন কিন্তু কথা বলছেন ফিলজফির ছাত্রের মত।"

আলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "আমার যা বলবার আপনাকে বলে গেলাম। আপনি ভেবে দেখুন। আর আপনার সময় নষ্ট করব না—" সে পকেট থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে বলল, "আমার নাম ঠিকানা রেখে গেলাম। আমি হঠাৎ একদিন আবার এসে পড়ব।"

মল্লিকাও উঠে দাঁড়িয়েছিল, দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "গল্প-টল্প ঠিক করেছেন?"

"হ্যাঁ, স্ক্রীপ্ট, সিনারিও—সব রেডি। গল্পটা কেনা হয়নি। মানে—" আলোক হালকা গলায় বলল, "টাকাটাই শুধু নেই কিনা।"

ছাত্রীজীবনের সেইসব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে মল্লিকা বলল, "আপনি পরিচালক হতে চান তো? তা অত ঝক্কি ঘাড়ে নেয়ার কী দরকার? গল্প যদি সত্যি ভাল হয়, একজন প্রডিউসারকে দিয়ে কেনাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনিই যদি ডাইরেক্ট করেন—"

আলোক বাধা দিয়ে বলল, "না। আমি বাইরের লোক, একেবারে অখ্যাত। যিনি প্রডিউসার হবেন, তিনি নামেই আমাকে

পরিচালনার ভার দেবেন, সর্দারি করবেন তিনি নিজে। ফলে ফিল্মের ভাষা দুর্বল হবে, গতানুগতিক হবে—আমার কিছুই হবে না। আপনারও নাম বাড়বে না।"

মল্লিকা এবার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, "কোন্ গল্প আপনি পছন্দ করে রেখেছেন বলুন তো?"

"সুন্দর চক্রবর্তীর 'এই কারাগারে' পড়েছেন?"

"বইটার খুব নাম শুনেছি। পড়ি নি।"

"পড়ুন না। মনে হয় আপনার ভাল লাগবে—" আলোক বলল, "লেখক বর্ধমানে পোস্টেড। সরকারী চাকরি করেন। আমি ওঁকে আমার ইচ্ছার কথা ও মাস দু-এক-এর মধ্যে কেনবার কথা লিখেছি। উনি উত্তরও দিয়েছেন। আর কারুর সঙ্গে তিনি এই সময়ের মধ্যে চুক্তি করবেন না।"

"ভালই তো—" মল্লিকা হেসে বলল, "আমি দু-এক দিনের মধ্যে বইটা পড়ে ফেলব—" পরে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে সে বলল, "আপনি যা বললেন তাও ভেবে দেখব, আপনাকে জানাব।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনার মুখ থেকে ঠিক এইরকম কথাই আমি আশা করেছিলাম। আচ্ছা—" আলোক আর একবার বলল, "আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।"

মল্লিকা কিছু বলল না। হাসল। আলোক আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে দেখল, মল্লিকা তখনো দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আলোক হাসল, হাত নাড়ল। মল্লিকাও ঠিক আলোকের মত ভঙ্গী করল।

(২)

বাগানের পাশেই মল্লিকার ড্রয়িংরুমের লাগালাগি যে বারান্দা তার ঠিক ওপরেই দোতলায় আর একটা বারান্দা আছে। একটু বেশী চওড়া। সেখানে নীল বেতের গোটা তিনেক চেয়ার, একটা গোল টেবিল। এপাশে ওপাশে দু-একটা গদি আঁটা শান্তিনিকেতনী মোড়াও আছে। নীচু রেলিং-এর ওপর সাজান ফুলের টব। দেয়ালে টাঙান মল্লিকা আর অরূপরতনের একটা ছবি। কয়েক বছর আগেকার। তার পাশে আরও একটা ছবি আছে। মল্লিকার মা'র। সে-ছবিটা বেশ বড়। অয়েল পেন্টিং।

ছবিটা এই বারান্দার দেয়ালে না টাঙালেই ভাল হত কারণ বর্ষার সময় জলের ঝাপটা আসে, গ্রীষ্মকালে যখন এক-এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয় তখন উড়ে আসা ধুলোবালির আঘাতে ছবিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবুও মল্লিকা ছবিটা টাঙিয়েছে এই বারান্দায়। কারণ অরূপরতনের বেশির ভাগ সময় কাটে এখানেই।

অরূপরতন সিল্কের শার্ট আর পায়জামার ওপর একটা দামী ড্রেসিংগাউন চড়িয়ে সকালে প্রাতঃরাশের পর চলে আসেন এই বারান্দায়। তাঁর হাতে থাকে একটা ইংরেজী খবরের কাগজ। বাণিজ্যের পাতাটার ওপর অনেকক্ষণ চোখ বুলোন তিনি। তারপর পৃথিবীর বাণিজ্য জগতে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মনে মনে গবেষণা করেন। তখন তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হয়। তিনি যেন একটা পুরু জাল ছেঁড়বার চেষ্টা করছেন। পরে তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি এসে দাঁড়ান স্ত্রীর ছবির সামনে। বোবা চোখে চেয়ে থাকেন, বিড়বিড় করে কী সব বলেন। তারপর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ান অনেকক্ষণ। কাঞ্চী

কিংবা সুধা এক-একবার আসে তাঁর কাছে। কী লাগবে না লাগবে জেনে নেয়। কখনো কফি চান অরূপরতন, কখনো সিগারেট। যথাসময়ে ছোট একটা আয়না আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম এখানেই দিয়ে যায় কাঞ্চী। এই বারান্দা ছেড়ে সহজে নড়তে চান না অরূপ-রতন। কী তার কারণ মল্লিকা বোঝে না।

আলোকময় চলে যাওয়ার পর মল্লিকা ভেতরে এল, কাঞ্চীকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে সুধাকে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, অরূপ-রতন চান-টান করেছেন কিনা।

সুধা বলল, "না। আমি দু-একবার বলেছি। উনি বললেন. পরে। দাড়ি-টাড়িও কামান নি আজ।"

"বাঃ—" মল্লিকা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "আজেবাজে লোক এসে আমাকে আটকে রাখবে আর ভণ্ডুল হয়ে থাকবে। ছুটির দিনে চান করতে আমার সময় লাগে, এখন কত বেলা হয়ে যাবে—" সে ওপরে উঠল না, আবার নেমে এল টেলিফোনের কাছে।

কাঞ্চী ড্রয়িংরুমের দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল, মল্লিকার কথা শুনে সাহস করে বলল, "আজেবাজে মানুষ কে দিদি? বড় রামরো মানুষ। কোন ফিলিমের হিরো?"

মল্লিকা ফিক করে হাসল, "ফিল্মের হিরো হওয়া অতই সোজা নাকি? আজেবাজে লোক একটা—" কথা বলতে বলতে সে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল, "গুড মর্নিং! খুব তো এলেন।…আমাকে ডিসটার্ব? রাখুন স্যার, ভুলে গেছেন বলুন? বড় প্রডিউসার, আমাদের মত চুনোপুঁটির কথা কি আর মনে থাকে! …আরে, হাসলে কী হবে?…যাক, একটা বই যে আজকেই চাই। মানে সব বই-এর দোকান আজ বন্ধ কি না। আপনার কাছে আছে সুন্দর চক্রবর্তীর 'এই কারাগারে?' আছে। যাক। না না, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না এই অবেলায়। সন্ধ্যেবেলায়

ফ্রি আছেন? তাহলে দয়া করে আটটায় আসুন ব্লু এঞ্জেলে। বাবাকে নিয়ে খেতে যাব। আপনিও খাবেন আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বইটা তখন পেলেই চলবে।···ঠিক আছে।···রাখি।"

মল্লিকা টেলিফোন রেখে তরতর করে উঠে এল দোতলার বারান্দায়। ড্রেসিংগাউন খুলে বেতের চেয়ারের ওপর রেখেছেন অরূপরতন। চাঁপা রঙের শার্ট তাঁর গায়ে। পায়জামা সাদা ধোপদুরস্ত। পায়ে লাল বিদ্যাসাগরী চটি। হাওয়ায় খবরের কাগজ উড়ে পড়েছে মাটিতে। বারান্দা ভরে গেছে কড়া রোদে। এখানে এসে মল্লিকার বেশ গরম লাগল। সে এসে দাঁড়াল অরূপরতনের একেবারে পাশে। দুটো ফুলের টবের মাঝে বারান্দার রেলিঙে দু'হাতের কনুই রেখে তিনি ঝুঁকে পড়ে বাগান দেখছেন।

"বাপি—" মল্লিকা শাসন করার মত বলল, "দাড়ি-টাড়ি কামাও নি, চানও কর নি। খাবে-টাবে কখন? বেলা চারটেয়?"

মল্লিকার দিকে ফিরে অরূপরতন হেসে বললেন, "চান আজ আর করব না ভাবছি। শেভ করে নিচ্ছি এখুনি। আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ। ওয়েল লিকি, এই যে একটু আগে বেরিয়ে গেল দেখলাম —হু ওয়াজ দ্যাট হ্যাণ্ডসাম ইয়ংম্যান?"

"কেন? চেন নাকি?"

"আমি চিনি না ঠিক—" অরূপরতন ফিল্মের খবর খুব বেশী রাখেন না, তাই মল্লিকার সামনে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "কি নাম বল তো?"

"আলোক বোস।"

"ওঃ, তাই বল। ওই তো এখন সবচেয়ে বড় ফিল্ম আর্টিস্ট? তোর সঙ্গে অনেকবার অ্যাক্টিং করেছে না?"

অরূপরতনের কথা বলার ধরন দেখে কুলকুল হাসিতে ভেঙে পড়ল মল্লিকা, তাঁর একটা হাত আস্তে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার

কিচ্ছু মনে থাকে না বাপি। এখনকার ফিল্ম ওয়ার্লড-এর সবচেয়ে পপুলার অ্যাক্টরের নাম অভিজিৎ বোস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অভিজিৎ। কারেক্ট—" অবোধ শিশুর মত মুখে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে অরূপরতন জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ওই হ্যাণ্ডসাম ইয়ংম্যান কি রকম অ্যাক্টর ?"

"ও অ্যাক্টর হতে যাবে কেন ? ফিল্ম লাইনের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই—"

"বাট হি লুকস্ লাইক এ ফিল্মস্টার। ছবিতে নামলে খুব নাম করতে পারবে।"

মল্লিকা কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে ঠোঁট টিপে বলল, "নাম করা অতই সোজা নাকি ? কত রাঙা মুলো ধর্ণা দেয় স্টুডিওতে, কেউ পাত্তা দেয় না। যাক, তুমি শেভ-টেভ যা করবার করে নাও, আমি ম্যাসেজ করিয়েই বাথরুমে ঢুকব—" সে বেতের টেবিল আর একটা চেয়ার তার মা'র ছবির কাছে একটু ছায়া ছায়া জায়গায় টেনে এনে বলল, "বাপি, ছায়ায় সরে এস।"

মল্লিকা আস্তে পা ফেলে তার বেডরুমে এল। সুধার রান্নাঘরের কাজ শেষ হয়ে গেছে, শালটা ছেড়ে সে অপেক্ষা করছে মল্লিকার জন্যে। কাঞ্চী পুরো এক গেলাস আঙুরের রস করে রেখেছে। মালিশ করার সময় মল্লিকা আস্তে আস্তে চুমুক দেবে।

মল্লিকার শোবার ঘরের দক্ষিণে দুটো জানলা। পুরু পর্দা টেনে দিয়েছে কাঞ্চী। তবুও রোদ খেলছে ঘরে। কাঞ্চী শতরঞ্জি পেতে রেখেছে মেঝের ওপর। ছুটির দিনে এই রকম মালিশের সময় মল্লিকার মেজাজ বেশ প্রফুল্ল থাকে। সে গল্প করে কাঞ্চী আর সুধার সঙ্গে। অনেকবার শুনলেও সে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের জীবনের কাহিনী শোনে।

সুধা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বড় নম্র স্বভাব। চেহারায় একটা কমনীয় ভাব আছে। কয়েক বছর আগে বাড়ির সব বাধা অগ্রাহ্য

করে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছিল তাদের পাড়ারই একটি সুদর্শন ছেলেকে। বিয়ের কিছু পরেই সুধা আবিষ্কার করল যে ছেলেটি রাজনীতি করে এবং একদিন খুব ভোরে সুধা নিজের চোখে দেখল তার বর তাদেরই বাড়ির দোরগোড়ায় নিহত হল বিরোধী দলের এক আততায়ীর গুলিতে।

মাথার মধ্যে কি রকম করে উঠেছিল সুধার। চিৎকার করে কাঁদবার শক্তি ছিল না, মাটি কাঁপছিল, চারপাশ দুলছিল ভূমিকম্পের মত। সুধা অজ্ঞান হয়ে যায় নি কিন্তু তার যেন কোন বোধ ছিল না। তার ইচ্ছা-বিবাহের জন্যে শ্বশুরবাড়িতে তার আদর ছিল না প্রথম থেকেই, এই অতর্কিত মৃত্যুর পর আরও অনেক বেশী অবহেলা অপমান এল তার শ্বশুরকুল থেকে।

তবুও সুধা বিশ্বাস হারায় নি জীবনের ওপর এবং লাঞ্ছনা গঞ্জনায় জর্জরিত হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয় নি নিজেকে। যেহেতু তার শ্বশুরবাড়ি এই অঞ্চলের বুড়ো শিবতলার কাছাকাছি— সে সাহসে বুক বেঁধে সোজা এসে আশ্রয় চেয়েছিল মল্লিকার কাছে। আশ্রয় পেয়েও গেল। এখন মল্লিকা, অরূপরতন এবং এই সংসার ছাড়া তার আর কেউ নেই, কিছু নেই। তার বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে আগেই, শ্বশুরবাড়ি থেকে সে বিতাড়িত। এই বাড়িতে আশ্রয় না পেলে সে কোথায় যেত, কি করত, কিভাবে জীবন কাটাত—সে কথা ভাবলে এখনো একটা আতঙ্কে তার দেহে মনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

কাঞ্চীর জীবন সুধার মত এমন করুণ কিংবা জটিল নয়। গত বছরের গোড়ায় দার্জিলিং-এ সুটিং-এ গিয়েছিল মল্লিকা। একটা সুন্দর বাড়ি যোগাড় করেছিল প্রডিউসার। সেখানে তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করত সেই মধ্যবয়েসী লাল বাহাদুরের মেয়ে কাঞ্চী। বয়েস কম এবং পরিবেশ অনুকূল না হলেও মল্লিকাকে দেখে কাঞ্চী ভীষণ রকম অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সে কলকাতায় আসবেই। উজ্জ্বল

জীবন যাপন করবে। সে থাকবে মল্লিকার সংসারে। তার হুকুম মত কাজ করবে। কাঞ্চীর বাবা মা শুনল তার ইচ্ছার কথা। বাপ-মায়ের বিশেষ আপত্তি ছিল না। মল্লিকা স্যুটিং শেষ হওয়ার পর সঙ্গে করে কাঞ্চীকে নিয়ে এল কলকাতায়।

শোবার ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার খুব কাছে মুখ নিয়ে এল মল্লিকা, ভুরু দেখল, চুলের মধ্যে আঙুল চালাল। হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে সময়মত এবার একদিন যাওয়া দরকার। এই সপ্তাহে হল না, আগামী সপ্তাহেও কেশ প্রসাধনের জন্যে সে সময় দিতে পারবে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না। সারা সপ্তাহ ভরে তার স্যুটিং আছে, ডিনার আছে তিন-চারটে, অভিজিতের জন্মদিনের পার্টি আছে। গতকাল তার মোটামুটি কম কাজ ছিল, চুলটা একটু ঠিক করিয়ে নিলেই হত।

"দিদি ?" আঙুরের রস ভর্তি গেলাস মল্লিকার সামনে তুলে ধরে কাঞ্চী হাসল।

মল্লিকা কাঞ্চীর হাত থেকে পাতলা কাচের গেলাস নিয়ে দু-একবার চুমুক দিল। দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। সুধা দুটো বালিশ ঝপ ঝপ করে ফেলল শতরঞ্চির ওপর। মল্লিকা পিছন ফিরে তা দেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ব্লাউজ খুলল, হলদে ব্র্যা খুলল। পরে পেটিকোট ছেড়ে ফেলে শাড়িটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। মালিশের আগে কয়েকটা আসন করে নেয় সে। আজ দেরি হয়ে গেল। অন্যান্য দিনে ভোর ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে তার এই কাজটা সারা হয়ে যায়। মিসেস সরকার আসে সপ্তাহে দু'দিন তাকে শরীরচর্চার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

আজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যায়াম সেরে নিল মল্লিকা, পরে পেটের কাছে শাড়িটা আরও ঢিলে করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল শতরঞ্চির ওপর। তার একধারে কাঞ্চী আর একধারে সুধা। মল্লিকার চোখ বন্ধ।

দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়েছে মল্লিকা। জোরে জোরে টিপে দিচ্ছে কাঞ্চী আর সুধা। মধুর একটা আলস্যের ভারে তন্দ্রা এসে যাচ্ছে মল্লিকার চোখে—কি রকম সুখের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। এই রকম অনুভূতি তার থেকে থেকে হয়। যখন সে কাব্যের মধ্যে ডুবে থাকে তখনও। যখন পড়াশুনো করত মল্লিকা, যখন তার বয়স কম ছিল, প্রেমের অনুভূতি জেগেছিল মনে, তখন সুখের এই রকম স্বাদ সে পায় নি। এই অনুভূতির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন আছে এক অদ্ভুত অহঙ্কার।

একটু আগে পত্রিকার সম্পাদককে মল্লিকা বলেছে, ছবিতে নামবার তার কোন শখ ছিল না, সে নেমেছে শুধু টাকার জন্যে। কথাটা মিথ্যে নয়। একটা অপ্রকৃতস্থ বিশৃঙ্খল মনের অবস্থা নিয়ে প্রবেশ করে চিত্রজগতে। আস্তে আস্তে তার ভয় ভাঙল এবং সে যা মনে প্রাণে চেয়েছিল তা এসে গেল তার আয়ত্তে। গভীর সমুদ্র থেকে যেন একটা তলিয়ে যাওয়া জাহাজ টেনে তুলল মল্লিকা। সংসারের শ্রী ফিরল, অরূপরতনের ম্লান মুখ প্রসন্ন হল—দূর হল তাঁর যত দুর্ভাবনা, মনের বিমর্ষভাব কেটে গেল একেবারে।

কিন্তু এই রকম গা হাত পা মেলে দেহের খাঁজে খাঁজে সুখের মধুর স্বাদ অনুভব করতে করতে মল্লিকার এক-এক সময় মনে হয় ছবির জগৎ থেকে সে যা চেয়েছিল তার চেয়ে একটু বেশিই যেন পেয়ে গেছে। অভাবের ঝাপটায় দিশাহারা হয়ে সে চেয়েছিল শুধু অর্থ কিন্তু মল্লিকা তখন বোধহয় ভাবতে পারে নি যে ব্যাপক শিল্পের ক্ষেত্রে নিজেকে পুরোপুরি মেলে দিয়ে সার্থক হতে পারলে আরও একটা কিছু পাওয়া যায় যা একান্তই দুর্লভ। যে বিপুল যশ আজ মল্লিকাকে করে তুলেছে অনন্যসাধারণ, সৃষ্টি করেছে দেশে দেশে অসংখ্য ভক্তের দল—অন্য কিছু করলে এ তো পাওয়া যেত না।

এখন অর্থের কথা আর ভাবে না মল্লিকা, ভাববার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু একটা কথা তার প্রায়ই মনে হয় সিনেমা থেকে কিছু

উপার্জন না করতে পারলেও জীবনে এই জগৎ ছেড়ে সে বেরুতে পারবে না। এই শিল্পকে সে যত ভালবেসেছে আর কোন মানুষকেও তত ভালবাসে নি। সে অভিনয় করছে বলেই আজ তার চলাফেরা, ভাবনা চিন্তা তার জীবনের সব খুঁটিনাটির কথা প্রকাশিত হয় বাংলা হিন্দী ইংরেজী আর কত রকমের কত পত্রিকায়। তার সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায় কত মানুষ! কত প্রেমপত্র, অভিনন্দন, একান্তে দশন পাওয়ার অনুরোধ! কত আমন্ত্রণ, সভা-সমিতির আয়োজন, কত পুরস্কার। তার নাম প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। এসব ভাবতে ভাবতে হাসি উছলে উঠল মল্লিকার ঠোঁটের ফাঁকে। একজন অখ্যাত মানুষকে সে দিতে পারে জনসাধারণের স্বীকৃতি, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। একজন সুদর্শন শিক্ষিত মানুষ সেকথাই তো তাকে নিজের মুখে বলে গেল একটু আগে।

"দিদি—" মল্লিকার উরু টিপতে টিপতে সুধা বলল, "উপুড় হয়ে শোও এবার, নাকি আর একটু দেব ?"

কাঞ্চী মল্লিকার পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, মল্লিকা তার কয়েকটা আঙুল চেপে স্নেহভরে বলল, "কী কাঞ্চী, হাত ব্যথা হয়ে গেছে, না ?"

"না দিদি, একদম না।"

"সুধা, আজ থাকবে নাকি ?"

সুধা স্বভাবতঃই একটু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু এখন মল্লিকার কথা শুনে সে হেসে বলল, "থাকবে কেন দিদি ? একটুও বিশ্রাম করতে পার না আজকাল, এখন উপুড় হয়ে শোও দেখি—প্রাণভরে তোমার সেবা করি খানিক।"

মল্লিকা শাড়িটা একটু ঠিক করে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে থুতনি ঠেকিয়ে বলল, "তোমাদের জন্যেই তো টিকে আছি, এমন করে আমার সেবা আর কে করবে বল।"

কাঞ্চী কুলকুল করে হাসল মল্লিকার কথা শুনে। বলল, "অনেক

মানুষ হুকুম পেলে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। বড় খপসুরৎ হিরোইন আছ তুমি।"

"শোন সুধা, কাঞ্চীর কথা শোন—" মল্লিকা হালকা স্বরে বলল, "তোমার কথা আমার মনে আছে কাঞ্চী। একটা সুযোগ পেলেই তোমাকে ঠিক ফিল্মে নামিয়ে দেব।"

"তোমার বহুৎ মেহেরবানি দিদি। আমি আউর আচ্ছা বাংলা শিখব। তোমার নয়া পিকচার কবে হবে ?"

মল্লিকা দৈহিক আরাম উপভোগ করতে করতে বলল, "রোজই তো হচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা কর।"

কলকাতায় আসবার পর থেকে সুযোগ পেলে কাঞ্চী মল্লিকাকে মনে করিয়ে দেয় তাকে ছবিতে নামবার সুযোগ করে দেয়ার কথা। লেখাপড়া না জানলেও চটক আছে তার চেহারায়। মল্লিকার ব্যবহার করা লাল বেলবটস্ পরে সে যখন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তখন তাকে বিদেশী অভিজাত পরিবারের মেয়ে বলেই অনেকের মনে হয়। মল্লিকা তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয় নি, সত্যি সত্যিই ছোটখাট কোন ভূমিকায় সে তাকে অভিনয়ের সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করবে।

তবু কাঞ্চীর জীবনে আশা আছে, সাধ আছে কিন্তু এখন সুধার একাগ্র সেবা পেতে পেতে মল্লিকার মনে হল সে কি করবে ভবিষ্যতে। কাঞ্চী চঞ্চল, মল্লিকা তাকে চোখে চোখে রাখে, উপদেশ দেয়—বারবার বলে, কলকাতা বড় খারাপ জায়গা। অচেনা কারুর সঙ্গে বেশী কথা বলবে না, কোথাও যাবে না। সুধাকে এসব কিছু বলবার দরকার নেই। জীবনের সব আড়ম্বর কোলাহল থেকে সে যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ম্লান মুখ, বেশভূষায় মন নেই। সিনেমা থিয়েটার দেখার আগ্রহ নেই। মল্লিকা জোর করে তাকে আমিষ খাওয়া ধরিয়েছে এবং সেই তাকে বলে বলে রঙিন শাড়ি পরায়। সুধা কিন্তু কথা বলে সুন্দর। তার জীবনের একটা নিজস্ব দর্শন আছে। মল্লিকা এক এক সময় তার কথা না মেনে পারে না।

মল্লিকার উন্নত নিতম্বের ওপর গায়ের জোরে চাপ দিচ্ছিল সুধা, তার সেবা গ্রহণ করতে করতে মল্লিকা বলল, "কাঞ্চীর তো সব কিছু ঠিকঠাক করা আছে। ও ফিল্ম করবে, নাম করবে, তারপর একটা মনের মত ছেলেকে বিয়ে করবে—" সে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে পরে বলল, "সুধা, তুমি কি করবে?"

"আমি তোমার সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেব দিদি।"

"ওসব হবে না সুধা—" মল্লিকা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "তোমার জীবনটা এমন করে আমি নষ্ট হতে দেব নাকি? আমি তোমার বিয়ে দেবই দেব।"

সুধা দৃঢ়স্বরে বলল, "না।"

"কেন নয়? কি এমন বয়েস তোমার? একটা দুর্ঘটনা তোমার জীবনে বড় হয়ে থাকবে নাকি?"

সুধা কিছু বলল না, ম্লান হাসল। মল্লিকা উপুড় হয়ে শুয়েছিল সে তার মুখ দেখতে পেল না, বলল, "ঘরে বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিলে শরীর মন—দুই-ই ভেঙে পড়ে। কাঞ্চী এত বেড়াতে চায়, আমি ওকে একা ছাড়তে সাহস পাই না, তোমরা দুজনে যাও না একটু বাইরে খুশীমত এখানে ওখানে।"

সুধা আস্তে বলল, "যাব।"

মল্লিকার বোধহয় সময় হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথমে চিৎ হল, পরে উঠে বসে সুধাকে বলল, "জীবনকে এত ছোট করে দেখতে নেই সুধা, জীবন অনেক বড়। সৌভাগ্য আপনি আসে না, তাকে চেষ্টা করে টেনে আনতে হয়।"

মল্লিকা দাঁড়িয়ে পড়ে অভ্যাসমত আয়নায় নিজেকে দেখছিল, সুধা শতরঞ্জি গুটিয়ে রাখতে রাখতে অল্প হেসে বলল, "পেতে চেষ্টা করেছিলাম দিদি, পেলাম না। ইচ্ছে করলেই কিছু বোধহয় পাওয়া যায় না, হাজার চেষ্টা করেও না, কপালে যা আছে তা হবেই।"

সুধাকে মল্লিকা তার কথা খণ্ডন করে হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু ভাষা দিয়ে এই মুহূর্তে সাজিয়ে তুলতে পারল না বলে কাঞ্চীকে বলল, "যাও কাঞ্চী, বাথরুমের টবে ঠাণ্ডা গরম জল ভর। আজ আর শ্যাম্পু-ট্যাম্পু করব না, দেরি হয়ে গেছে। সুধা, বাবাকে নিয়ে রাত্তিরে বাইরে খেতে যাব, কাছাকাছি সিনেমায় চলে যাও না তোমরা বিকেলে।"

সুধা বলল, "যাব।"

স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিতে আজ বেশ বেলা হয়ে গেল। শীতের দুপুর বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এ-সময় রোজই অরূপরতন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। আজও তিনি তাঁর শোবার ঘরে একটা দামী কম্বল গায়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে পরিচ্ছন্ন বিছানায় পড়েছিলেন।

দুপুরে মল্লিকার ঘুমাবার অভ্যাস নেই। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে এ-সময় আপনি তার চোখ বুজে আসে কিন্তু শীতকালে জ্বর জ্বর লাগলেও সে দুপুরে শুয়ে থাকতে পারে না। ঘুমন্ত অরূপরতনকে পলকে দেখে এসে দোতলার বারান্দায় রোদ্দুরে এসে বসল মল্লিকা। খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করল, পড়তে ইচ্ছে করল না, রেখে দিল। হাতের কাছে কোন পত্রিকা কি গল্পের বই থাকলে সে এখন পড়তে পারত। এখনও হঠাৎ এক এক সময় তার খুব পড়াশুনো করার ইচ্ছে হয়। 'এই কারাগারে' বইটা থাকলে সে এখুনি শেষ করে ফেলতে পারত। মনে মনে কৌতুক বোধ করল মল্লিকা। এত তাড়াতাড়ি বইটা পড়ার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন! কী এমন বই। তেমন কিছু হলে তো এতদিনে কেউ না কেউ কিনেই ফেলত —ছবিও হয়ে যেত। একজন হুপ করে এসে তাকে একটা বই-এর কথা বলে গেল আর হন্যে হয়ে সেটা খুঁজে বেড়াতে হবে?

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বসে মল্লিকা দেখল ভরা দুপুর আস্তে আস্তে নিভে আসছে, ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে ধোঁয়া

ধোঁয়া মনে হচ্ছে। একটা বুড়ো বটের মাথায় ঘন পাতার ওপর যাবার আগে হালকা রোদের আভা থরথর করে কাঁপছে। মল্লিকা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, এখন দেখল সামনের ফাঁকা জমির ওপারে নতুন বাড়ির তেতলার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। মল্লিকা এই বারান্দায় এলেই কি করে যেন টের পেয়ে যায় লোকটা। ঠিক এসে দাঁড়াবে জানলায়, তাকিয়ে থাকবে মল্লিকার দিকে একদৃষ্টিতে। কথা বলবে না, কোন ইশারা করবে না, শুধু তাকিয়ে থাকবে তার দিকে যতক্ষণ সে বারান্দায় থাকবে ততক্ষণ।

আরও পরে ঘুম থেকে উঠলেন অরূপরতন। কেক পেস্ট্রির সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম নীচে খাবার টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে কাঞ্চী। আজ সুধা তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে রাজী হয়েছে বলে বড় তাড়া কাঞ্চীর। সে তার প্যাণ্ট আর টপ ইস্ত্রি করে রেখেছে দুপুরে।

দেখতে-দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। ধোঁয়ার মত ছেঁড়া-ছেঁড়া কুয়াশা বাইরে থিকথিক করছে। উত্তুরে হাওয়া বইছে থেকে থেকে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। আশেপাশে নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠলেও সেগুলো বেশ দূরে-দূরে, কারণ মল্লিকার বাড়ি প্রায় বারো কাঠা জমির ওপর। সামনেও পিছনে অনেক জায়গা ছাড়া আছে। এই অঞ্চলে এখনো অনেক বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে আছে। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখলেও মশা শীতকালে বড় বিরক্ত করে।

অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে আসার পর মল্লিকার প্রসাধন শেষ হল। আয়নায় নিজেকে আর একবার দেখে সে ওয়ার্ডরব খুলে দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। শীতের পোশাক তার আছে অনেক রকম। শাল, কোট আর বোধহয় পৃথিবীর সব দেশের তৈরি অসংখ্য কার্ডিগান। আজ কোন্‌টা পরবে সে নীল শাড়ির ওপর—কার্ডিগান পরবে না শাল নেবে হঠাৎ স্থির করতে পারল না।

যশ অপযশ ছাড়িয়ে—৪

"আই অ্যাম রেডি লিকি—" মল্লিকার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অরূপরতন বললেন।

"আমারও হয়ে গেছে বাপি। এক মিনিট—" বলে মল্লিকা একটা দুধের মত সাদা কার্ডিগান টেনে নিয়ে ওয়ার্ডরবের পাল্লা ঠেলে দিল।

ড্রাইভার বড় গাড়িটা বের করেছে। মল্লিকা নিজেও খুব ভাল গাড়ি চালায়। তার বড় প্রিয় আর একটা ছোট গাড়ি আছে। এটা মল্লিকা বিশেষ করে অরূপরতনের জন্যে কিনেছে। ড্রাইভার এই গাড়িটাই চালায়। হঠাৎ কখনো এক-একদিন মল্লিকা বড় গাড়ি নিয়ে বার হয়।

সন্ধ্যেবেলা যখন সেজেগুজে বেরোন অরূপরতন তখন তাকে ভীষণরকম তাজা দেখায়। তাঁর ভাবভঙ্গী চলাফেরা একজন নবীন যুবকের মত। ব্লু এঞ্জেল রেস্তোরাঁয় যেতে-যেতে অরূপরতনের পাশে বসে মল্লিকা তার মাত্র কয়েক বছর আগেকার চেহারাটা একবার ভাববার চেষ্টা করল। ভাঙাচোরা একটা মানুষ। ম্লান, বিবর্ণ। মুখে হাসি নেই, কথা নেই। সব সময় তাঁর চোখে একটা ভয়-ভয় ভাব। মল্লিকার সঙ্গে অরূপরতন কথা বলতেন খুব আস্তে, ভাঙা গলায় অপরাধীর মত। তিনি নিজেকে সংসারের সব কিছু থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। এক-একবার মল্লিকার মনে হত অরূপরতন যে কোন সময় আত্মহত্যা করতে পারেন। আর তাঁর শ্রান্ত শীর্ণ মুখ তখন মল্লিকাকে প্রবল যন্ত্রণা দিত। সে ঠিক করল অরূপরতনের এই রূপের, এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

মল্লিকা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল সেই সময়ের। সময় হল। মল্লিকা দামী দামী স্যুটের কাপড় কিনল অরূপরতনের জন্যে, গাড়ি কিনল, বাড়ি করল। আরও একটা জিনিস যা প্রত্যেক সন্ধ্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল অরূপরতনের, মল্লিকা তাঁর জন্যে সেই স্কচ হুইস্কিরও ব্যবস্থা করল।

অরূপরতন পূর্বজীবনের ঘ্রাণ ও আস্বাদ পেয়ে নির্বোধ বিস্ময়ে শুধু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতেন মল্লিকার দিকে। বোবা দৃষ্টি। কোন জিজ্ঞাসা নেই। কিন্তু তিনি বিমূঢ়, স্তব্ধ। আনন্দ ঐশ্বর্য আড়ম্বর তাঁকে যেন আর স্পর্শও করে না। মল্লিকা এই আহত বিচ্ছিন্ন মানুষকে আস্তে আস্তে আবার টেনে আনল তাঁর পুরনো অভ্যাসের মধ্যে—তাঁর হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে। অরূপরতন হাসলেন, কথা বললেন, জীবনের স্বাদ আবার পেলেন নতুন করে।

"বাপি—"অরূপরতনের গায়ে গা ঠেকিয়ে মল্লিকা প্রথমে ফিক করে হাসল। পরে জিজ্ঞেস করল, "বল তো আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

অরূপরতনের হাতে দামী সিগারেট জ্বলছে। তিনি তা ঠোঁটে চেপে বললেন, "আই নো, ব্লু এঞ্জেলে।"

"তোমার ফেভারিট প্লেস, না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভেরি কোয়ায়েট প্লেস। তবে বাইরে-টাইরে আমার বেশী ভাল লাগে না। তোকে কোম্পানি দিতেই আসি। আই লাভ ছাট বারান্দা অব মাই ওন।"

মল্লিকা বলল, "শীতের সন্ধ্যায় ওই বারান্দায় বসা যায় না বাপি, বড় কনকনে হাওয়া দেয়।"

"আই ডোণ্ট মাইণ্ড, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারি।"

মল্লিকা হাসল। অরূপরতন যা বলেছেন তা মিথ্যে নয়, দোতলার সেই বারান্দায় সকাল থেকে রাত্ত অবধি তিনি চুপচাপ একা অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারেন। মল্লিকা আর কথা বলল না, বাইরে তাকিয়ে বসে থাকল। শহরে আজ ঠাণ্ডা একেবারেই নেই। রাস্তায় লোকের ভিড়। ড্রাইভার চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক নির্জন পরিচ্ছন্ন রাস্তায় ব্লু এঞ্জেলের সামনে গাড়ি থামাল।

ব্লু এঞ্জেল রেস্তোরাঁ এবং বারও। খাবার-টাবারের দাম অনেক বেশী বলে ভিড় কিছু কম। রেস্তোরাঁর পাশে খানিকটা জায়গা

—বাগানের মত। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় বাইরে বাগানে পানাহারের ব্যবস্থা থাকে। মল্লিকা অরূপরতনের সঙ্গে সব সময় এখানেই আসে।

তারা ব্লু এঞ্জেলে ঢুকতেই ম্যানেজার কৃতার্থ হয়ে অভ্যর্থনা করল। চেনা বয় ছুটে এসে তার টেবিলের দিকে এদের নিয়ে যেতে চাইল। মল্লিকা যেতে যেতে হাসল, "টেবল্ ফর থ্রি। আউর এক সাব আয়গা।"

শেষ প্রান্তে বসল মল্লিকা আর অরূপরতন। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ লোক বেশী এসেছে। ছেলেমেয়েরা বারবার দেখছে মল্লিকাকে, নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে।

মল্লিকা বয়কে বলল, "সাব কা লিয়ে বড়া স্কচ।"

"হোয়াট অ্যাবাউট ইউ লিকি ?"

মল্লিকা হেসে বলল, "আপেল জুস।"

দু-চারজন ছোকরা বসেছে একটু দূরে। বড় চুল, কারুর-কারুর দাড়ি। কথা বলছে আস্তে আস্তে। এরা বোধহয় মল্লিকাকে চেনে না। সম্ভবত অবাঙালী। ইংরেজী কায়দা কানুন পুরো রপ্ত করেছে।

মল্লিকা অন্যমনস্কের মত আস্তে আস্তে আপেল-জুসের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। অরূপরতন হুইস্কি খাচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি। বিলিতী একটা সুর বাজছে। আলো মৃদু নীল। একটু দূরের মানুষের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না।

"বাপি, ফুড-টুড কিছু নেবে এখন ?"

"ওঃ নো, আমি ড্রিঙ্কের সঙ্গে কিছু খাই না। ডোণ্ট ইউ নো লিকি ?"

মল্লিকা হেসে নরম করে বলল, "ভেরি ব্যাড।"

আটটা বাজতে যখন আর মিনিট পাঁচ-সাত বাকি তখন এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে আর একজন—যার শরীর হ্রস্ব, কালো রঙ, আর পেটটা বেশ মোটা—এসে দাঁড়াল মল্লিকার সামনে এবং হাসি

মুখে অরূপরতনকে বলল, "গুড ইভনিং স্যার—" পরে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে ওই এক কথাই উচ্চারণ করল আবার। তার বড়-বড় চোখে এবং বোকা-বোকা মুখে খুশীর একটা আভা বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

মল্লিকা লোকটিকে প্রথমে চিনতে পারে নি, পরে স্থান কাল ভুলে জোরে বলে উঠল, "সবিতবাবু!"

সবিতবাবু গদগদ স্বরে বলল, "আপনি বলেছিলেন স্যুট পরলে আমাকে অনেক ভাল দেখাবে। হেঁ-হেঁ গোলাম মহম্মদ থেকে করালাম—" কথা বলতে-বলতে সে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিজের নতুন স্যুটটা বেশ ভাল করে দেখে নিল।

প্রবল হাসির একটা বেগ অনেক কষ্টে দমন করে নিল মল্লিকা। নিয়ে বলল, "আরে সবিতবাবু! না-না, এখন বাবু-টাবু নয়, ভড় সাহেব। সত্যি আপনার চেহারাই ঘুরে গেছে। একেবারে পাক্কা সাহেব। ওন্ট ইউ প্লিজ সিট ডাউন মিস্টার ভড়!"

"হেঁ-হেঁ, এই যে আপনার বই।"

"ওঃ, থ্যাঙ্ক ইউ—" মল্লিকা বইটা নেচে-চেড়ে দেখে টেবিলের একদিকে রেখে দিল।

সবিতবাবু বসে পড়ার একটু পরেই বয় মেন্যু হাতে এগিয়ে এল, অপেক্ষা করতে লাগল ফরমাশের। অরূপরতন জানতে চাইলেন সে কিছু পান করবে কি-না। সবিতবাবু জিব কাটল, "না স্যার।"

মল্লিকা পরিহাসের ছলে বলল, "এমন সুন্দর স্যুট পরেছেন। বাবাকে একটু সঙ্গ দেবেন না? অন্ততঃ একটা বিয়ার—"

"অ্যাঁ, বলছেন? স্যুট পরলে একটু মদ-টদ খেতে হয়, না? আপনি হুকুম করলে আমি এখ্খুনি খাব—"

মল্লিকা বলল, "আপনি এত বড় প্রডিউসার, আমি আপনাকে হুকুম করতে পারি কখনো?"

"আহা, হুকুম কেন? মানে আপনি যদি আমার মদ খাওয়া

লাইক করেন—মানে, এই ধরুন, আমাকে স্যুট পরলে অনেক ভাল দেখাবে—এই রকম যেমন আপনি বলেছিলেন—"

"তেমন যদি বলি মদ খেলেও আপনাকে দিব্যি মানিয়ে যাবে ?"

"হেঁ-হেঁ।"

"যাক, ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক আজ থাক। পরে দেখা যাবে। এই যে মেনু। কী খাবেন বলুন ?"

"হেঁ-হেঁ, আপনারা যা খাবেন তাই। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল—হেঁ-হঁ, এখানকার সব খাবারই চমৎকার—"

মেনুর ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে মল্লিকা বয়কে পছন্দ মত খাবারের কথা বলল। অরূপরতন আঙুল ছুঁইয়ে হুইস্কির খালি গেলাস দেখাল তাকে। বয় দ্রুত পা ফেলে সরে গেল ওদের হুকুম তামিল করতে।

একটু পরে মুখরোচক নানারকম খাবার খেতে খেতে ওরা তিনজন ফাঁকে-ফাঁকে কথাবার্তা চালাতে লাগল। অরূপরতনের কোন কৌতূহল ছিল না, তিনি দু-একবার হুঁ-হাঁ করে একমনে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছিলেন। খেতে-খেতে রোস্ট চিকেনের টুকরো কাঁটায় বিঁধে মুখে ফেলে বড় তাড়াতাড়ি চিবোচ্ছিলেন।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে মল্লিকা অল্প জল খেল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। পরে হঠাৎ সবিতবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, "আচ্ছা সবিতবাবু, একটা ছবির প্রডিউসার হলে কেমন হয় ?"

সবিতবাবু মল্লিকার কথাটা ভাল বুঝতে পারল না, প্রাণপণে রোস্ট চিকেনের ওপর ছুরি চালাতে চালাতে বলল, "কী বই বলুন না ? এখ্খুনি ফ্লোরে নামিয়ে দিচ্ছি। আপনার ওপর ম্যাডাম, আমার খুব—কী বলে ? ইয়ে—"

মল্লিকা সবিতবাবুর রকমসকম দেখে হেসে ফেলল, "আপনি তো নামকরা প্রডিউসার। আপনার কথা বলছি না। বলছিলাম, আমি যদি একটা ছবি করি নিজে খরচপত্র করে তাহলে কী রকম হয় ?"

মল্লিকার কথাটা এবার বুঝতে পেরে চোখ গোলগোল করে কিছু সময় চুপচাপ থাকল সবিতবাবু। সে বুঝতে পারল না মল্লিকা হালকা চালে কথা বলছে কি-না। একটু পরে খাওয়া থামিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল সে, "ওসব নোংরা কাজ আপনার নয় ম্যাডাম। এর তার হাতে-পায়ে ধরা, কথায় কথায় গালাগাল খাওয়া—মানে স্রেফ ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ হাতে করে বসে থাকতে হয়!"

"তবু তো আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"আমার কথা আলাদা—" একটু ভারিক্কী চালে সবিতবাবু বলল, "ঝড় ঝাপটা সহ্য করে-করে আমার চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। ও কাজ আপনার নয়, চেহারার বারোটা বেজে যাবে ম্যাডাম।"

মল্লিকা এখন সবিতবাবুর দিকে দেখল না, কী ভাবতে-ভাবতে মুখ নামিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল। কাঁটা-চামচের টুংটাং শব্দ তখনো বেড়াচ্ছে ঘরময়। মৃদু নীল আলোর আভা সয়ে গেছে চোখে। দূরের মানুষের মুখ এখন যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। বিদেশী গানের সুর মল্লিকার কানে বড় মধুর লাগছিল।

সবিতবাবু তাকে নীরব থাকতে দেখে হঠাৎ মনে মনে বেশ বিচলিত হল। ভাবল তাকে নিরাশ করে দেয়ায় সে সম্ভবতঃ আহত হয়েছে। সবিতবাবু এই মুহূর্তে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না কী বললে আবার মল্লিকা হাসবে, কথা বলবে। অর্থাৎ সে খুশী হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে সবিতবাবু যেন একটা জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে এমন খুশী-খুশী ভাব প্রকাশ করে বলল, "একটা ছবি ডাইরেক্ট করুন না, হই চই পড়ে যাবে। দারুণ পাবলিসিটির ব্যবস্থা করব। বলুন, রাজী?"

মল্লিকা অল্প হেসে আস্তে বলল, "পরিচালনার আমি কী জানি!"

"আরে জানাজানির কী আছে ম্যাডাম? দুটো পাকা সহকারী রেখে দেবেন, আর হেঁ-হেঁ, আমি তো আছিই। না খেয়ে না দেয়ে আপনার পাশে থেকে সাহায্য করব সর্বক্ষণ। বলে দেব নায়িকাকে

দিয়ে কখন গান গাওয়াবেন, নাচ-টাচ ক'টা থাকবে। হিরোর আত্মত্যাগ, ভিলেনের শয়তানি—একটা গল্প আপনার খাতিরে আমিই খাড়া করে দিতে পারি ম্যাডাম—"

মল্লিকা আবার হাসল। হেসে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "দেখি ভেবে। ওসব করতে গেলে আপনার সাহায্য তো নিতেই হবে।"

"হেঁ-হেঁ, আমি জানি ম্যাডাম আপনি আমাকে আপনার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড বলে মনে করেন।"

"তা আর বলতে।"

অরূপরতন হাতের ইশারায় বয়কে ডাকতে যাচ্ছিল, মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, "বাপি, তিনটে লার্জ হয়ে গেছে, আর নয় কিন্তু—"

"এই লিকি—" মিনতি করার মত করুণ স্বরে বললেন অরূপরতন, "আর একটা প্লিজ, লাস্ট ফর দি রোড—"

একটু যেন ক্লান্ত মল্লিকা, বিরক্তও। সে বলল, "আবার অনেক সময় নেবে তুমি। কাল আমার ভেরী ইম্পরটেণ্ট স্যুটিং ডে। বাড়ি ফিরে রোলটা নিয়ে একটু ভাবতে-টাবতে চাই—"

"না-না—" অস্থিরতা প্রকাশ করে বললেন অরূপরতন, "আই সাণ্ট টেক মাচ টাইম। কুইক সিপ করব।"

"থাক, তাড়া করে শরীর খারাপ করতে হবে না। আস্তে আস্তেই খাও।"

কিন্তু শেষ অবধি মল্লিকার কথা রাখলেন না অরূপরতন, তাড়াতাড়িই খালি করলেন গেলাস। বিল-টিল চুকিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এল। সবিতবাবু মল্লিকা আর অরূপরতনকে তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে বলল, "গুড নাইট স্যার! গুড নাইট ম্যাডাম! থ্যাঙ্ক ইউ!"

সবিতবাবুর গাড়িটাও বেশ বড়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলল কিছুক্ষণ, পরে একটার পিছনে আর একটা। তারপর দুটো গাড়ি দুদিকে চলে গেল।

প্রায় বেহুঁশের মত একদিকে হেলে পড়ে আছেন অরূপরতন। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর এইরকম অবস্থা হয়। রাস্তা ফাঁকা হলেও কুয়াশা বেশ ঘন। হেড লাইটের আলোয় তা কেটে-কেটে যাচ্ছিল। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার।

বাইরে তাকিয়ে মল্লিকা রেসকোর্সের শূন্য নির্জন প্রান্তর দেখছিল। বিষাদের ভারী একটা আবরণ যেন রাতের রিক্ত প্রান্তরে পাতা আছে। শূন্যতার সিক্ত স্পর্শ অকারণে মল্লিকাকেও বিষণ্ণ করে তুলেছিল। অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতা বোধ তাকে অবশ করে রাখল অনেক সময়। যে বইটা তাকে সবিত ভড় দিল একটু আগে মল্লিকার শীতল হাতের কঠিন চাপে সেটা যেন বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

মল্লিকা জানে না বইটা কীরকম, সেটা তার ভাল লাগবে কি-না তবু পড়বার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠেছিল। অন্য সময় রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সে আপন মনে তার চলতি ছবির অভিনয়ের কথা ভাবে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক-একবার এক-এক ভঙ্গিতে কথা বলে—ঠিক করে নেয় পরদিন ফ্লোরে কীভাবে সে তার সংলাপ উচ্চারণ করবে। প্রায় প্রতি রাতের অভ্যাস হলেও আজ মল্লিকার এইরকম কিছু করবার ইচ্ছে ছিল না, সে ঠিক করে রেখেছিল আজ রাতেই 'এই কারাগারে' বইটা শেষ করে ফেলবে। এর মধ্যেই মল্লিকার একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে বইটা তার ভাল লাগবেই। কেন ভাল লাগবে সে জানে না। বই তাকে মাঝে মাঝে পড়তেই হয় পরিচালকের কথায় কিংবা প্রযোজকের অনুরোধে। অনেক লেখকও তাকে নিয়মিত বই পাঠায়। সে সব বই মল্লিকা পড়ে খুশীমত এড়িয়ে-গড়িয়ে। কিন্তু আজ যে বইটা সে চেপে ধরে আছে, তা পড়ার জন্যে সে যেমন মনে মনে ছটফট করছে তেমন আগ্রহ সম্ভবতঃ তার আগে কখনো জাগে নি।

গাড়ি বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতেই হাসিখুশী কাঞ্চী আলো জেলে দরজা খুলে দিল। অরূপরতন আস্তে আস্তে পা ফেলে দোতলায়

নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন। সুধাও গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দরকার মত জিনিস-পত্র তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিতে।

কোন পরিশ্রম না করলেও মল্লিকাকে যেন অল্প ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। কাঞ্চীর সঙ্গে ওপরে যেতে-যেতে সে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরলে তোমরা ?"

"সাড়ে ন' বাজে দিদি।"

"ছবি কেমন ? ভাল ?"

কাঞ্চী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "খু-উ-ব ভাল। বহুৎ ফাইটিং আছে। তুমি জরুর দেখবে দিদি।"

মল্লিকা একটা ক্লান্ত ভঙ্গি করে বলল, "দেখব। তোমরা যাও কাঞ্চী, শুয়ে পড়। আমার আর কিছু দরকার নেই। ঘুম পাচ্ছে। এখুনি শুয়ে পড়ব।"

নিজের ঘরে ঢুকে মল্লিকা দরজা বন্ধ করে দিল। মশারী টাঙিয়ে সুন্দর করে বিছানা সাজিয়ে রেখেছে সুধা। মল্লিকা শাড়ি ব্লাউজ খুলে নাইটি পরে নিল। ঠাণ্ডার চাপে তার বুকের মধ্যে কনকন করে উঠল হঠাৎ। মল্লিকা আলো নেভাল। মশারীর মধ্যে ঢুকে বেড-সুইচ টিপে ঠিক তার মাথার কাছের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিল। পরে বালিশে কনুই ঠেকিয়ে আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে 'এই কারাগারে'র পাতা ওলটাতে লাগল একটি-একটি করে।

বইটা একেবারে নতুন। সবিতবাবু বোধহয় একটাও পাতা ওলটায় নি। মল্লিকা নাকের কাছে বইটা এনে কাগজের ঘ্রাণ নিল। এটা তার ছোটবেলার অভ্যাস। নতুন বই পেলেই গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে। কাগজের গন্ধ বড় মিষ্টি লাগে তার। বইটা দু-একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে গন্ধ শুঁকে মল্লিকা পড়তে শুরু করে দিল।

"এই কারাগারে" কোন জেলখানার কাহিনী নয়, যদিও মল্লিকা বই-এর নামকরণ দেখে প্রথমে সেইরকম ভেবেছিল। কাহিনী এই কলকাতা শহরের। মহানগরীর বহু স্তরের নর-নারীর ভিড় এই

উপন্যাসে। তবে জোরালো একটা মূল কাহিনী আছে। নায়িকা মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে। তার গোপন প্রেম দিয়েই উপন্যাসের শুরু। প্রেম বিবাহ বিচ্ছেদ—পরে তার মুক্তি সংসার থেকে, সমাজ থেকে, প্রচলিত রীতিনীতি থেকে অখণ্ড বিচ্ছিন্নতায়। উপন্যাসের নামকরণের ব্যাপক অর্থ স্পষ্ট হল মল্লিকার কাছে। লেখক সুন্দর চক্রবর্তীর মতে বর্তমান এই সমাজ আমরা যেখানে বাস করি তা যেন একটা বিশাল কারাগারের মত। আমাদের হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি। কেউ-কেউ খুশী মনে মেনে নেয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এর বাইরে যে আর এক জীবন তার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। আর কেউ-কেউ হাত ও পায়ের বেড়ি ছিঁড়ে ফেলে কঠিন কারা-প্রাচীর ভেঙে পালাতে চায়। তাদের জীবনে আসে বাধা, বিপর্যয়।

মুক্তির অনেকরকম বর্ণনা আছে এই উপন্যাসে। কেউ মুক্তির চেষ্টা করে প্রেমের আভায়, কেউ রাজনৈতিক চেতনায়, ধর্মে কিংবা সংসার ত্যাগে এবং কেউ-কেউ বীভৎস আত্মহননে। মূল কাহিনী হল নায়িকা সোহিনীর প্রেম।

বই শেষ করে মল্লিকা কয়েক মুহূর্ত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল স্তম্ভিতের মত। সাধারণতঃ ছবিতে যেরকম কাহিনী হয়, এ গল্প সেরকম নয়। ছবি হলে দর্শক সাধারণের কী রকম সমাদর এ কাহিনী পাবে তাও সে বুঝল না—বোঝবার চেষ্টাও করল না, শুধু সোহিনীর দুঃসাহস, তার প্রেম, ব্যথা বেদনা ও বিচ্ছেদ তাকে যেন এক নতুন উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিল।

বেড স্যুইচের টুক শব্দ হল, ঘর অন্ধকার করে দিল মল্লিকা, বইটা রাখল তার মাথার কাছে। মশারীর বাইরে এক-একবার মশার ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে। একটা অতি শীতল নির্জনতা ছড়িয়ে আছে সবখানে। রাত বেশ হয়েছে। মল্লিকা ভাল করে কম্বল টেনে নিল। পাশ ফিরল। তার বন্ধ চোখের পাতার ওপরে নাচানাচি করছে অসংখ্য অনুকণা। চোখে ঘুম নেই। কী রকম একটা উত্তেজনা

ফেনিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে। তৃষ্ণাও পাচ্ছে। কিন্তু একটা মিষ্টি আলস্য জড়িয়ে আছে তার দেহ, বিছানা ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

'এই কারাগারে'র নায়িকা সোহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে একটা ঘোরের মধ্যে আপনমনে বিচরণ করে যাচ্ছে মল্লিকা। সে সোহিনীকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে—তার কিছু সংলাপও একবার পড়ে মল্লিকার মুখস্থ হয়ে গেছে। বইটা বড় অর্থবহ হয়ে তার বন্ধ চোখের সামনে আরও অনেক নতুন পাতা মেলে ধরছে।

সকালবেলায় আলোকময় কী যেন বলেছিল তাকে ?···

মনে হয় আপনার ভাল লাগবে। একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল যেন। কী ভেবেছিল আলোক তাকে ? ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার লোপ পেয়েছে। সে কি ভুলে গিয়েছিল যে মল্লিকা তারই মত পড়াশুনো করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ? যদিও মল্লিকা জানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে পৌঁছলেই সাহিত্য বিচারের বোধ গভীর হয় না।

আলোকময়কে মল্লিকা মাত্র একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখেছে। তার নাটকীয় আবির্ভাব, অপরিণত কল্পনা, টুকরো টুকরো আলোচনা—সব জড়িয়ে তাকে মল্লিকার গুরুত্ব দেয়ার কথা নয়, সে দেয়ও নি। তবু এক ফাঁকে মল্লিকার মনে হয়েছিল সামান্য বিশেষত্ব যেন আছে তার। একটা দীপ্ত ভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস, কথাবার্তার দৃঢ়তা। মল্লিকার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে যাদের দেখা দু-বেলা, যারা তার কর্মক্ষেত্রের সঙ্গী—আলোক তাদের সকলের চেয়ে একেবারে আলাদা।

আর ঘুম আসবার আগে আগে এখন তন্দ্রাঘোরে তার মনে হল যে লোক এইরকম একটা কাহিনী ছবির জন্যে নির্বাচন করতে পারে, ভবিষ্যতে সে কখনো মিশে যাবে না গড্ডালিকা প্রবাহে, ব্যতিক্রম

হিসেবেই দেখা দেবে। নতুন ভঙ্গিতে যদি নতুন কথা বলা যায় ছায়াচিত্রের মাধ্যমে, দর্শকসাধারণ তা গ্রহণ করবে না কেন? কিন্তু সে-ভাবনা মল্লিকার নয়।

কম্বলের নীচে শীতের রাতে গুটিসুটি শুয়ে আবছা-ধোয়াটে কল্পনায় মল্লিকার মনে হচ্ছিল ধরিত্রী আর অনন্যার মত সে যেন নিছক অভিনেত্রী নয়, এই শিল্পের জন্যে সে আরও কিছু করতে পারে। এই বোধ, এই বিশ্বাস এতদিন তার ছিল না। কেন?

ঘুম এসে গেল মল্লিকার। সকালের নরম রোদ, শীত-শীত ভাব। অস্বস্তি। সঙ্কোচ। বিরক্তিও। আলোকময় কথা বলছে। বলছে। বলছে। বলছে। বলছে…

(৩)

এখনো শীত যায় নি, সরছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মত বেশ অনিচ্ছায়। কিন্তু উষ্ণ একটা আমেজ ছড়িয়ে থাকে দিনের আলোয় এবং হঠাৎ কখন ঋতু পরিবর্তনের টুকরো টুকরো সঙ্কেত চকিতে খেলে যায়। প্রজাপতি যায় এক গাছ থেকে অন্য পাতায় আর এক-এক সময় হিম হিম সকালের ভিজে রোদে দূরের কোন গাছের ঘন পাতার ফাঁক থেকে কোকিল ডেকে ওঠে থেমে থেমে কয়েকবার।

ভিতরে ভিতরে মল্লিকার কী যে হয়ে যায়! বিদ্যুতের তার যেমন চিনচিন করে ওঠে বাজনার মত, কম্পনের ছন্দ অনুভব করে কিছুক্ষণ এবং পরেই স্থির নিঃসাড় হয়ে যায় সেইরকম সকালবেলা অসময়ের কোকিলের ডাক মল্লিকার দেহেমনে, তার শিরায় স্নায়ুতে একটা আকুল আলোড়ন তুলে গেল। সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ক্ষণিক ধ্বনির তরঙ্গ তাকে ঝাপসা স্তিমিত আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল শৈশবে কৈশোরে, কুয়াশা ছাওয়া বিদেশী নদীর তীরে, তার মার অন্তিম শয্যার পাশে, ছাত্রী-জীবনের বর্ষায় বসন্তে। মল্লিকার বুকের ভেতর হু-হু করে উঠল।

কিন্তু এখন সে ভীষণ ব্যস্ত। দশটার মধ্যে তাকে স্টুডিওতে পৌঁছতে হবে। একটা ব্যয়বহুল ছবির শেষ দৃশ্য তোলা হবে আজ। স্নান সেরে নিয়েছে মল্লিকা। কাঞ্চী ঘুরছে তার পায়ে পায়ে, ব্যাগে দরকারী জিনিসপত্র ভরে দিচ্ছে। সুধা রান্নাঘরে। স্টুডিওর লাঞ্চ মল্লিকা খায় না, কাঞ্চী তার খাবার নিয়ে যায় লাঞ্চের সময়।

মল্লিকা আলতোভাবে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে কাঞ্চীকে জিজ্ঞেস করল, "একটু আগে ফোনে কে ডাকছিল কাঞ্চী?"

"তোমার সঙ্গে বকবক করার মতলব ছিল বাবুজীর। বলে খুব জরুরী। নাম পুছলে চুপচাপ থাকে—"

"নাম বলেছে?"

"হাঁ দিদি। কী বলল যেন, আলোকময়—"

কোকিলের ডাকের মত আবার একটা তরঙ্গ বয়ে গেল মল্লিকার মনের মধ্যে। সে অসংলগ্ন স্বরে বলল, "আমাকে ডাকলে না কেন?"

কাঞ্চী অসঙ্কোচে বলল, "চেনা জানা কেউ না। ভাগিয়ে দিলাম। বললাম, এখন দিদির টাইম নেই। সুটিং আছে। স্টুডিওতে টেলিফোন করতে বললাম—"

কাঞ্চী নিজের মনে বকে যাচ্ছিল, সে লক্ষ্য করল না মল্লিকার মুখে চাপ চাপ রক্ত জমে উঠছে, মুখ কঠিন হয়ে আসছে। কাঞ্চী থামবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল, "আমাকে একটু বলতে পারলে না? কে তোমাকে সব সময় সর্দারি করতে বলেছে?"

মল্লিকাকে এইরকম রেগে উঠতে কাঞ্চী কখনো দেখে নি। ভয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। কাঞ্চী বুঝল না মল্লিকার এত রেগে ওঠার কী কারণ। সেই তো তাকে হুকুম দিয়েছে খুব চেনা জানা মানুষ না হলে কাটিয়ে দিতে। কাঞ্চীর চোখ ভিজে উঠল।

পরেই নিজেকে সামলে নিল মল্লিকা। কাঞ্চীর কী দোষ! তার ওপর মেজাজ করার কোন মানে হয় না। তার সময় হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। অরূপরতনের কাছে বিদায় নিয়ে মল্লিকা নীচে নেমে এল। গাড়িতে ওঠার আগে সে নরম স্বরে কাঞ্চীকে বলল, "ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার জরুরী দরকার ছিল। যাক্, স্টুডিওতে ফোন করতে বলেছ তো?"

কাঞ্চী কান্না কান্না গলায় বলল, "হ্যাঁ, দিদি"

মল্লিকা মনে মনে বেশ কয়েক দিন ধরে আলোকময়ের প্রতীক্ষা করছিল। তার ধারণা ছিল প্রথম দিনের মত খুব শীগগিরই আর এক

ছুটির সকালে সে এসে উপস্থিত হবে। কত লোক এল গেল, কত কথা হল, শুধু আলোক এল না। একটা টুকরো কাগজে লেখা তার ঠিকানা আছে মল্লিকার কাছে, কিন্তু তাতে লাভ কী! সে কেন যোগাযোগ করবে তার সঙ্গে? আলোকই তো বলেছিল, আসবে—তার সাহায্য নেবে। সেটা পরের কথা। মল্লিকা শুধু তাকে বলতে চায়, 'এই কারাগারে' বইটা তার আশ্চর্য রকম ভাল লেগেছে। কিন্তু কোথায় আলোক! তার ফোন বাজল, মল্লিকা কথা বলার সুযোগ পেল না।

স্টুডিওতে বড় অন্যমনস্ক হয়ে থাকল মল্লিকা। মেক-আপ ম্যানকে বিশেষ নির্দেশ দিল না। সহকারী পরিচালকের সঙ্গেও কথাবার্তা বলল কম। সকলকে শুধু বারবার বলে রাখল তার একটা খুব দরকারী টেলিফোন আসবে—আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন খবর দেয়া হয়। সাধারণতঃ স্টুডিওতে ফোন ধরে না মল্লিকা, তাই এইরকম বলে রাখল।

আলোকময়ের ফোন এল পড়ন্ত বেলায় সুটিং-এর শেষে স্টুডিও ছেড়ে যাবার আগে আগে। প্রথম প্রথম কথা বলতে ইতস্ততঃ করল মল্লিকা। হয় তো আলোক নয়, অন্য কেউ। নিজেকে যে সংযত করল। তার আগ্রহ কিংবা উত্তেজনার কথা অল্পপরিচিত একজন মানুষকে জানিয়ে লাভ নেই।

"হ্যালো?"

"আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম জোর করে। সেই যে ইউনিভার্সিটিতে ডিবেট-টিবেট করতাম—"

মল্লিকা অল্প হেসে বলল, "আলোকময়বাবু?"

"আপনার স্মরণশক্তি অসামান্য—" একটু চুপ করে থেকে আলোক বলল, "ফোনে বেশীক্ষণ বিরক্ত করব না, একদিন দেখা করার অনুমতি দেবেন কি?"

"আপনি কোথা থেকে বলছেন?"

"আপনাদের স্টুডিওর খুব কাছাকাছি আছি—" আলোকের নম্র হাসির শব্দ খেলে গেল ফোনের ভেতর, "সুটিং-এর সময় আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাই নি, ইচ্ছে করেই দেরি করলাম। সব চুকে গেছে তো?"

"হ্যাঁ। কবে দেখা করতে চান?"

আলোক হেসে উঠল, "আমার ইচ্ছেয় তো আর হবে না। আপনার সুবিধা মত আপনিই বলুন?"

মল্লিকা ভাবল। গলার স্বর শান্ত সংযত করবার চেষ্টা করল। তবুও যেন দ্বিধা মিশে থাকল। মল্লিকা থেমে থেমে মৃদুস্বরে বলল, "পর পর কয়েক দিন ভীষণ কাজের চাপ। ছুটির দিনেও ফ্যাকড়া আছে—"

আলোক করুণ করে বলল, "তবে তো মুশকিল।"

"তবে আজ আমি একেবারে ফ্রী। আপনি বললেন কাছাকাছি আছেন—ইচ্ছে করলে আজ আসতে পারেন—"

"স্টুডিওতে?"

"না না, বাড়িতে। আমি এখুনি ফিরছি।"

আলোক উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছি।"

মল্লিকা গলার স্বর খুব নরম করে বলল, "ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।"

আলোক আর একবার বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

সারাদিন জোরালো আলোর নীচে একই কথা বারবার বলে বলে সুটিং-এর পর মল্লিকার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সাধারণতঃ স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরে সে গা হাত-পা বেশ ভাল করে ধুয়ে নেয়, পরে খাটে শুয়ে বিশ্রাম করে কিছুক্ষণ। এই সময় অন্য খাবার খেতে খেতে অরূপরতনের বোতল থেকে বেশ খানিকটা হুইস্কি নিজের জন্যে অন্য একটা গেলাসে ঢেলে নেয় মল্লিকা।

আজ মল্লিকা সেরকম কিছু করল না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে

এল খুব তাড়াতাড়ি। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরল। সুধাকে বলল, এখন সে কিছু খাবে না। একটু পরে যেন দুজনের মত খাবার সে নীচে দিয়ে আসে। অরূপরতনকে বলল, একটু কম মদ খেতে। বলল, আমার কলেজের এক বন্ধু আসবে, তোমাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

মল্লিকা চলে এল ড্রয়িংরুমে, একটা ইংরেজী পত্রিকা হাতে নিয়ে বসল। দারোয়ানকে তার বলাই আছে। আলোক এলে সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। হালকা শীতের স্বাদ বেশ মিষ্টি লাগছে মল্লিকার। একটু আগে মশা তাড়াবার জন্যে পিচকিরি চালিয়ে গেছে কাঞ্চী। উগ্র গন্ধ লাগছে মল্লিকার নাকে।

আলোকময় এল ঠিক সময়। দরজা খোলাই ছিল। মল্লিকা তাকে দেখতে পেয়ে বসে বসেই বলল, "আসুন।"

পাপোষ চেপে চেপে জুতো ঘষল আলোক। পরে ঘরে ঢুকল। বলল, "কেমন আছেন মিস মিত্র?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। ভালই।…'এই কারাগারে' এর মধ্যে পড়ে ফেলেছি। আমার খুব ভাল লেগেছে।"

আলোকময় যেন জানত মল্লিকা এইরকম বলবে। সে অল্প অল্প হাসছিল, "আমি জানতাম আপনার ভাল লাগবে—" একটু ইতস্ততঃ করল সে। তার ঘন ছাই রং-এর স্পোর্টস কোটের পকেটে সাদা রুমাল ছিল, সে সেটা আস্তে টেনে নিয়ে নাকে বুলিয়ে বলল, "আর কিছু ভেবেছেন? আমি যে-বিষয়ে বলেছিলাম?"

"ভাবছি—" মল্লিকা ফিক করে হাসল, "আসলে আমি কি করতে পারি বলুন তো? বইটা সত্যি ভাল। ছবিও হয়তো খুব ভাল হবে—"

"তাহলে এত ভাবাভাবির কী আছে? আমার প্রস্তাব মেনে নিন। আমার জন্যে নষ্ট করুন কয়েকটা মাস—"

"নষ্ট করার কথা কেন বলছেন?" মল্লিকা বলল, "আমার

চেনাশোনা দু-একজনের সঙ্গে কথা বলব? কেউ যদি ফাইনান্স করে?"

আলোকময়ের মুখে খুশীর যে আভা উজ্জ্বল ছিল এতক্ষণ তা হঠাৎ ম্লান হয়ে এল। মল্লিকার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে করুণ করে বলল, "অন্য কেউ যদি টাকা দেয় তাহলে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাবে না, কাজ করতে হবে যে টাকা দেবে তার কথা মত। গল্পটা এরকম থাকবে না, অন্যরকম হয়ে যাবে মিস মিত্র—" আলোকের স্বর এইবার বেশ দৃঢ় হল, "পরের গোলামী করে একটা গতানুগতিক কমার্সিয়াল ছবি আমি করতে চাই না।"

মল্লিকা একটু চিন্তিত হল। আলোকের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে কী করতে পারে? একটা ছবি করতে হলে প্রথমে যে মূলধন দরকার নগদ অত টাকা মল্লিকার নেই। টাকা সে ঋণ হিসেবে নিতে পারে অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তারও কতগুলো বাধা আছে। তার সুযোগ নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবে—অনেক কিছু আশা করবে।

এই রকম সব কথা ভাবতে ভাবতে মল্লিকা বলল, "আপনার কথা আমি খুব ভাল করে বুঝেছি। যা বললেন তাও মিথ্যে নয়। কিন্তু কীভাবে একটা প্রডাকশন শুরু করব, ক্যাশ টাকা আমার খুব বেশী নেই।"

"না থাক—" আলোক দরাজ গলায় বলল, "আপনি যে ইন্টারেস্টেড হয়েছেন সেই যথেষ্ট। আর একটা কথা মিস মিত্র, টাকা ঢালবার কথা তো আমি আপনাকে একবারও বলি নি, আমি চেয়েছিলাম আপনার সহযোগিতা—আই মীন, ইওর হোল হার্টেড কো-অপারেশন।"

মল্লিকা খানিক হাসল, "আমি রাজী।"

আলোকময় বলল, "শুধু আমার জন্যে নয়, বইটা আপনার ভাল লেগেছে বলেও নয়, আসুন, আমরা দুজনে মিলে সমস্ত শক্তি ব্যয়

করে দেখি মৃতপ্রায় ইণ্ডাস্ট্রির চেহারাটা একটু ভাল করতে পারি কিনা।"

"কিন্তু প্রথমে আমাদের কী করতে হবে?"

"প্রথমে?" আলোক একটানা বলে গেল, "এক সঙ্গে অনেক কাজই করতে হবে। বইটা কিনতে হবে। একটা অফিস করতে হবে। কাস্টিং যোগাযোগ। মিউজিক, ক্যামেরা—এইসব আর কী। তারপর ডিস্ট্রিবিউটার, পাবলিসিটি। এবং সব শেষে রিলিজ—মুক্তি। না-না, তারপরেও আর একটু আছে—আমাদের ভাগ্যের লিখন—"

মল্লিকা চট করে প্রশ্ন করল, "আপনি ভাগ্য মানেন?"

"সময়-সময় মানতে হয় বইকি—" আলোকের স্বর নম্র, মুখে হাসি, "শিল্পের ক্ষেত্রে বোধহয় না মেনে উপায় নেই।"

"কী রকম?"

আলোক বলল, "ভাল জিনিসের আদর সব সময় মানুষ করে না। জানেনই তো কত প্রতিভাবান শিল্পী ভুগে মরে আর কত অক্ষম অপদার্থ শিল্পী গাড়িঘোড়া চড়ে। ফিল্ম আর সাহিত্য—দুই শিল্পের ক্ষেত্র যদিও ভিন্ন তবুও একজন লেখক হাতে-হাতে নগদ বিদায় না পেলেও হয়তো দশ বছর কিংবা আরও পরে পেতে পারেন। কিন্তু একজন ফিল্ম ডিরেক্টরের কথা ভেবে দেখুন! ছবি মুক্তি পাওয়া মাত্র না হিট হলে তার হয়ে গেল।"

মল্লিকা বলল, "কিন্তু তার ছবিতে বিশেষত্ব থাকলে সে যে একটা আলাদা সম্মান পায় তা তো মানেন?"

"সেই আশায় তো বুক বেঁধেছি।"

এই সময় একটা বড় ট্রেতে, অনেক প্লেট সাজিয়ে কাঞ্চী ঢুকল, তার পেছনে সুধা। তার হাতেও আর একটা ট্রে। কাঞ্চী স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুধা সাবধানে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল, পরে মল্লিকা আর আলোকের সামনে দুটো টি-পয় রেখে তার আর কাঞ্চীর আনা খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিল।

এইসব দেখে শুনে আলোক বেশ অস্থির হয়ে পড়ল, বিব্রত ভাব প্রকাশ করে বলল, "এ কী!"

"সামান্য কিছু—" মল্লিকা আলোকের বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে পরিহাস করার মত বলল, "স্টুডিও থেকে ফিরে আমি সামান্য আহার করি—"

"কিন্তু আমি তো স্টুডিও থেকে ফিরি নি।"

"শীগগিরই ফিরবেন তো—" মল্লিকা হেসে বলল, "শুরু করুন, না হলে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি আবার ঠাণ্ডা কফি একেবারেই খেতে পারি না।"

খেতে খেতে আরও কথা হল। বইটার চিত্রস্বত্ব অবিলম্বে কেনা দরকার। লেখক সুন্দর চক্রবর্তী থাকে বর্ধমানে। চিঠিপত্রে কাজ হবে না। বর্ধমানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হয়।

"বেশ তো, চলুন রবিবারে—" মল্লিকা বলল।

আলোকের দু-চোখ খুশীর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আপনি যাবেন?"

মল্লিকা বলল, "আমি গেলে যদি কিছু সুবিধা হয়, নিশ্চয়ই যাব।"

আলোকময় কৃতার্থ হয়ে হাসল, "সুবিধা অনেক হবে—" সে যেন অন্ধ ভক্তের মত গুণগান করল মল্লিকার, "আপনাকে লোক একডাকে চেনে। আপনি প্রখ্যাত শিল্পী। আপনার উপস্থিতি আমার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দেবে।"

আলোকময়ের মুখে নিজের অকৃত্রিম প্রশংসা শুনে কান জুড়িয়ে গেল মল্লিকার, মন ভরে গেল। সে দেখল কয়েক মুহূর্তের জন্যে অপলক দৃষ্টিতে আলোকের কমনীয় মুখ, তার সুঠাম দেহ, তার নিখুঁত পোশাক এবং কোটের বুকপকেটে ভাঁজ করা সাদা রুমাল।

দেখে নিয়ে মল্লিকা বলল, "রবিবারে যাবেন বর্ধমানে?"

একটু ভেবে আলোক বলল, "এ রবিবারে না। কাল চিঠি

লিখব সুন্দরবাবুকে পরের রবিবার যাব জানিয়ে, তার উত্তর পেলে—"

"ঠিক। বেশ তো, লিখে দিন।"

আলোক অল্প অল্প খেল এটা-ওটা, মল্লিকার সামনে বসে খেতে তার যেন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কিংবা খাওয়ায় তার মন ছিল না, মল্লিকার সহযোগিতার আশ্বাস তাকে একটা উজ্জ্বল স্বপ্নে বিভোর করে রেখেছিল বলে হঠাৎ যেন তার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হ্রাস হয়ে গিয়েছিল।

আলোক যাহোক করে খাওয়া শেষ করল। ন্যাপকিনে আলতো ভাবে মুখ মুছে একটা আবেগের ভারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চেষ্টা করল, "আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব মিস মিত্র! আমি কেউ নই, কিছু নই—কী আমার ভবিষ্যৎ তা-ও জানি না—"

আলোককে বাধা দিল মল্লিকা, তার কাপে কফি পট থেকে কফি ঢালতে-ঢালতে ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল, "এ রকম কথা আপনার মুখে মানায় না। প্রথম যেদিন এসেছিলেন আপনার স্বরে সেদিন দৃঢ়তার আভাস ছিল—সেদিন আপনার চরিত্রের মধ্যেই ধরা ছিল আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—"

"সেদিন হয় তো ছিল মিস মিত্র—" অন্য দিকে চেয়ে ঈষৎ আর্দ্রস্বরে আলোকময় বলল, "সেদিন যে মনের জোর ছিল আজ তা যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে, ভয় হচ্ছে—"

"কেন বলুন তো ?"

আলোকময় চামচ দিয়ে কফির কাপে খুব আস্তে দু-একবার টুংটাং করে বাজনার মত মধুর ধ্বনি তুলে বলল, "আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাকে আপনার ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হচ্ছে। এ দায়িত্ব অনেক বড়, তাই বিচলিত হচ্ছি।"

আলোকের আশঙ্কা, তার এই আন্তরিক ভাবনা সুখের একটা আমেজ বুলিয়ে দিল মল্লিকার মনে, তার ছাপ মুখেও ফুটে উঠল।

প্রশান্ত হাসি বিলিয়ে সে বলল, "আমার ভবিষ্যতের ওপর তে আপনার কোন হাত নেই, তা নিয়ে ভাবনা করা বৃথা। ব্যাপারটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।"

"অগত্যা তাই হতে হবে—" বলে আলোক বড় মধুর করে হাসল।

এই সময় বেশ জোরে-জোরে পায়ের শব্দ হল। মুহূর্তের জন্যে উৎকর্ণ হল মল্লিকা। সে বুঝল ওপর থেকে নীচে নেমে আসছেন অরূপরতন। তার ডাক নাম ধরে তিনি বেশ জোরে ডাকলেন একবার। তা শুনে আলোকময়ও এদিক-ওদিক দেখল। মল্লিকা একবার ভাবল উঠে গিয়ে অরূপরতনকে বাধা দেয়—তিনি যেন এখন আলোকের সামনে না আসেন। সে ভেবেছিল, আজ সুযোগমত অরূপরতনের সঙ্গে আলোকময়ের আলাপ করিয়ে দেবে—কিন্তু এখন সে ইচ্ছে আর ছিল না মল্লিকার। মল্লিকা জানত অরূপরতন এখন বেসামাল—তাঁকে সে আলোকময়ের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল। কিন্তু তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে বেরোবার আগেই অরূপরতন সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

অল্প অল্প টলছেন তিনি, চোখ দুটো বেশ লাল, অরূপরতনের গাল দুটোও ফোলা-ফোলা। তিনি ঘরে ঢুকেই মল্লিকার পাশে ধপ করে বসে পড়ে বললেন, "অনেকক্ষণ তোকে দেখি নি লিকি, কী করছিস—বিজনেস টক্?" কথাগুলো মল্লিকাকে বললেও তার চোখ ছিল আলোকময়ের দিকে। একটু হেসে তিনি তাকে বললেন, "হ্যালো?"

মল্লিকা নড়ে চড়ে ব্যস্ত হয়ে আলোকময়কে বলল, "আমার বাবা—" তারপর অরূপরতনের দিকে ফিরল, "ইউনিভারসিটির খুব নামকরা ছাত্র আলোক বোস—"

আলোকময় অরূপরতনকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল তিনি কে। এখন মল্লিকার মুখে তার পরিচয় পেয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গী

করল। অরূপরতন বসে-বসেই তার একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন, আলোকময় কাছে এগিয়ে যেতেই তিনি তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

অরূপরতন বললেন, "ওয়েল ইয়ং ম্যান, ইউ আর ভেরি হ্যাণ্ডসাম।"

আলোকময় এই রকম কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ইয়ং ম্যান, কী খাবে বল?"

"থ্যাঙ্ক ইউ, অনেক খেয়েছি, আর কিছু খাব না।"

মল্লিকা মনে মনে বড় অস্থির হয়ে পড়ল। সে বুঝল, এর পর কী বলবে আলোকময়কে অরূপরতন। মল্লিকা তা শুনতে চাইল না। অরূপরতনকে সম্ভবতঃ জীবনে এই প্রথম সহ্য হল না মল্লিকার। কিন্তু কিছু তার করবার ছিল না। চোখ কুঞ্চিত করে অসহায়ের মত সে বসে থাকল চুপচাপ।

সামনের টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট দেখে হা-হা করে অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠলেন অরূপরতন। পরে প্রবল উৎসাহ নিয়ে কথা বললেন, "ওহে ইয়ংম্যান, 'খাবে' কথাটা বলে আমি বোধহয় ভুল করেছি। বলা উচিত্ত ছিল, পান করবে। নাঃ, এসব কেসে বাংলা ভাষাটা বড় গোলমেলে। ওয়েল ইয়ংম্যান, আই অ্যাম সিওর ইউ লাইক স্কচ?"

অরূপরতনের প্রশ্ন শুনে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল আলোকময়ের মুখে। মদ যে খায় না তা নয়, তবে তার যে নিত্য প্রয়োজন তা-ও নয়। শীতের সময় এক এক সন্ধ্যায় সে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় একটু ড্রিঙ্ক-টিঙ্ক করলে মন্দ হত না। কিন্তু পরেই পয়সার প্রশ্ন ওঠে এবং নিজের ভাবনাও তার মাথায় খেলে যায়। লেখাপড়া করুক কিংবা বিদেশে কাটিয়ে আসুক—আসলে সে তো এখনও বেকার। তার বাবা নেই। সে-ও একমাত্র সন্তান। একমাত্র

সুবিধা যে ছোটখাট একটা বাড়ি আছে উত্তর কলকাতায় তার মার নামে। একতলায় ভাড়াটেও আছে। মা গয়নাগাটি বিক্রি করে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। আলোকময় শিক্ষকতা করল না, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকল না তবুও অখুশী হলেন না তার মা। এই বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল যে জীবনে আলোক যা-ই করুক না কেন, সফল সে হবেই।

অরূপরতনকে কী উত্তর দেবে আলোকময় স্থির করতে পারল না। পলকে সে মল্লিকাকে দেখে নিল। গম্ভীর, অপ্রসন্ন। আলোকময় থেমে থেমে বলল, "এক্সিউজ মি, আজ আমার আর একটা অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে, এখুনি চলে যাব—"

"সো হোয়াট?" কাঞ্চীকে ডাকলেন অরূপরতন। ডেকে বললেন পানীয়র সব সরঞ্জাম এ ঘরে নিয়ে আসতে।

কাঞ্চী অরূপরতনের হুকুম তামিল করতে চলে যাচ্ছিল তখন একটু চড়া স্বরে মল্লিকা বলে উঠল, "থাক কাঞ্চী, এখানে ওসব আনবার দরকার নেই।"

আহত বিস্ময়ে অরূপরতন চোখ তুলে মেয়ের দিকে দেখলেন। বললেন, "লিকি, আর্নট ইউ টায়ার্ড দিস ইভনিং? রোজ গ্লাস নিয়ে আমার কাছে যাস, আজ যাস নি তো। কেন?"

মল্লিকার মনের মধ্যে যেন কঠিন একটা কিছু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল। অরূপরতন তার কোন আব্রুই রাখতে দিলেন না আলোকময়ের সামনে। রাগ এবং দুঃখ একসঙ্গে মিশে তার মনের অবস্থা অদ্ভুত করে তুলল। আলোককে সে এখনও ভাল চেনে না, আলোকেরও তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় নেই, সে এসেছে মল্লিকার ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে, তাই প্রথম দিনই সে তাকে তার খোলামেলা রূপটা দেখাতে চায় নি। অরূপরতন সব নষ্ট করে দিলেন। মল্লিকার মনে হল যে এসেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে, তিনি যেন তাকে তার কাছে অনেকটা হেয় করে তুললেন।

মল্লিকা অপ্রসন্ন চোখে অরূপরতনকে দেখতে দেখতে বলল, "বাপি, আমরা এখন খুব ব্যস্ত, একটা সিরিয়াস আলোচনা করছি, উইল ইউ প্লিজ গো আপ স্টেয়ার্স ?"

মল্লিকার কাঠ-কাঠ কথা শুনে বেসামাল অবস্থাতেও দম্ভে আঘাত লাগল অরূপরতনের। তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া হল। তিনি রাগ-রাগ চোখে আলোকময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে হোক, হোয়াই স্যুড আই গো আপ স্টেয়ার্স ?"

অরূপরতনের উদ্ধত স্বর শুনে চমকে উঠল মল্লিকা। এ রকম ভাবে তিনি কথা বলেন না, নেশার ঘোরেও তাঁর মেজাজ সাধারণতঃ বিগড়ে যায় না। আজ তিনি কেন এলেন এ ঘরে ? মল্লিকা না ডাকলে তিনি তো কখনও আসেন না। মল্লিকাও অসংযত স্বরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তাঁকে, বলল না। আলোকময়ের সামনে অশোভন কিছু করা যায় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস কোন রকমে সে চেপে নিল। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার কথা ভেবে হয় তো এখন আলোকময় বাইরে গিয়ে হাসবে।

আলোকময় বোকা নয়, পরিস্থিতি বুঝে কাজ করার মত বুদ্ধি তার আছে। অপ্রস্তুতের মত আর বসে না থেকে সে উঠে দাঁড়িয়ে অরূপরতনকে সবিনয়ে বলল, "আমাদের আলোচনা আজকের মত শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসুন না এখানেই। মিস মিত্র, সুন্দরবাবুকে বর্ধমান যাওয়ার কথা কালই লিখব। তৈরি থাকবেন, তার উত্তর পেলেই আপনাকে জানাব।"

মল্লিকা যথাসাধ্য সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। সুন্দর করে হেসে বলল, "এ কি, আপনি চললেন নাকি এখুনি ?"

"হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।"

মল্লিকাও উঠে দাঁড়াল। তার এক পাটি স্লিপার সোফার নীচে চলে গিয়েছিল, সে নীচু হয়ে পা দিয়ে তা টেনে আনল, "চলুন গেট অবধি যাই।"

আলোকময় অরূপরতনকে 'গুড নাইট' বলে বেরিয়ে এল মল্লিকার সঙ্গে। অরূপরতন দেখলেন না। তাঁর নেশা বেশ ঘন হয়ে এসেছে, তিনি তখন সোফার এক দিকে হেলান দিয়ে ঢুলছিলেন।

দারোয়ান গেট খুলে দিল। বাইরে বেরিয়ে আলোক বলল, "এবার বিশ্রাম করুন, খুব ক্লান্ত লাগছে নিশ্চয়ই।"

"বিশেষ না। আপনাকেও তো অনেক দূর যেতে হবে।"

"কী আর এমন দূর, যাতায়াতের অনেক রকম সুবিধা হয়েছে আজকাল। আচ্ছা, গুড নাইট।"

"গুড নাইট!"

ফিকে জ্যোৎস্নায় চারপাশ ভরে ছিল। ভিজে-ভিজে করুণ একটা আভা মল্লিকার সারা বাগানের ওপর অপরূপ সুষমা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আলোকময় চলে গেল। বাস স্টপ একটু দূরে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডও। মল্লিকা তার কথা ভাবল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আলোকময় চলে যেতেই মল্লিকার মনে হল এতক্ষণ মনের মধ্যে সে একটা প্রচণ্ড জ্বালাকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে রেখেছিল, সে দ্রুত পা ফেলে ফিরে এল ড্রয়িংরুমে, অরূপরতনের সামনে দাঁড়াল।

মল্লিকা একটা অপ্রকৃতিস্থ মেয়ের মত ডেকে উঠল, "বাপি?"

সেই ডাক শুনে চমকে চোখ খুললেন অরূপরতন। কথা বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মল্লিকার দিকে।

"তোমাকে ওপরে চলে যেতে বলেছিলাম, গেলে না কেন? কেন একজন অচেনা বাইরের লোককে তুমি ড্রিঙ্ক অফার করলে?"

মল্লিকার এমন রুক্ষ স্বর, এই রকম কঠিন চেহারা—ভাবতেও পারেন না অরূপরতন। এখনো কোন উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। কাঞ্চী ভয়ে-ভয়ে উঁকি মেরে মল্লিকাকে দেখে গেল। সুধাও তার তীক্ষ্ণ স্বর শুনে অবাক্ হয়ে গেছে।

মল্লিকা আরও জোরে বলল, "আমি স্টুডিও থেকে টায়ার্ড হয়ে ফিরে তোমার সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করি—এসব কেন বললে তুমি ?"

অরূপরতনের মাথায় হঠাৎ যেন ভারী আঘাত পড়েছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে কিন্তু এখনো তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে তাঁর সঙ্গে মল্লিকা এই রকম ভাবে কথা বলছে।

অরূপরতন অসহায়ের মত ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললেন, "তা-তা-তা, এসব বললে হয়েছে কী ? আই ডু নট ফল্ ইন দি ক্যাটিগোরি অব মিডল ক্লাস। তুই আমার মেয়ে—"

"না না না—" মল্লিকা কান্না কান্না গলায় চিৎকার করে উঠল, "আমি একজন অ্যাকট্রেস—ফিল্ম স্টার। আমার যথেষ্ট সুনাম আছে, লোকে আমাকে শ্রদ্ধা করে—অন্য চোখে দেখে। আমার বাড়িতে বসে যে-কেউ ড্রিঙ্ক করলে কী ধারণা হবে লোকের ?"

অরূপরতন অল্পক্ষণের জন্যে চোখ বন্ধ করলেন। কী তিনি করে ফেলেছেন যেন তা বোঝবার চেষ্টা করছেন। মল্লিকার ভাবান্তরের কোন কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। তর্ক করার মত করে নয়, অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় ম্রিয়মাণ হয়ে বেশ করুণ করে তিনি বললেন, "আমি ড্রিঙ্ক করছিলাম, তাই অফার করেছিলাম—"

"যদি সে রাজী হত ড্রিঙ্ক করতে, অনেক রাত অবধি বসে থাকত এখানে ?" মল্লিকা এক এক রকম ভঙ্গী করে অরূপরতনকে খোঁচা মেরে-মেরে কথা বলছিল, "যদি আমাকে যা তা বলত, গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করত ?"

"না-না, সেসব করলে আমি—"

"কী করতে তুমি ?" কান্নার প্রবল বেগ উথলে উঠছিল মল্লিকার গলায়, "কী করেছ তুমি এতদিন আমার জন্যে ? শোন বাপি, আমার ক্যারিয়ারের চেয়ে বড় আমার কাছে আর কিছু নেই, তুমি যদি আর কখনো আমার ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা কর—"

অসুস্থ মানুষের মত খোলা দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অরূপরতন সে তাঁকে কী বলে শোনবার জন্যে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল, বুক খালি খালি লাগছিল, কনকন করছিল সারা শরীর। কিন্তু কথা শেষ করল না মল্লিকা, উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

অরূপরতন আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেক—অনেক দিন পর একটা বড় করুণ নিঃসঙ্গতা বোধ তাঁকে এই ঘর থেকে, এই জীবন থেকে, উজ্জ্বল আলোর তলা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারের মধ্যে দিয়ে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পার হয়ে আসা তাঁর বড় চেনা দূরের অন্ধকারে। গভীর বেদনা ফেনিয়ে উঠছে তাঁর বুকের মধ্যে।

ছায়াছবির মত নিজের জীবনের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য চোখ বন্ধ করে দেখে নিলেন অরূপরতন। মা তাঁকে বকেছেন, বাবা শাসন করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যেও উত্তাপ ছিল, প্রশ্রয়ের আভাস ছিল। আজ মল্লিকার কথার ভিতরে সে সবের লেশমাত্র ছিল না। এই রকম শাসন সহ্য করার অভিজ্ঞতা তার নেই, শক্তিও নেই।

আমি কে? অরূপরতনের মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন বার বার বেজে উঠল, আমি কে? কে আমি? আমি কে? ভাবতে ভাবতে দিশা হারিয়ে ফেললেন অরূপরতন। নিজেকে খুঁজে পেতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। সত্যিই তিনি বুঝতে পারছিলেন না তিনি কে। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল থর থর করে। তিনি কোথায় আছেন, কেন আছেন—তাঁর থাকা-না-থাকায় কারুর কিছু এসে যায় না এই রকম একটা যন্ত্রণাকর বোধ তাঁকে বড় পীড়া দিচ্ছিল।

অতীতে সঙ্কটের করাল ছায়া যখন তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল শূন্যতার অন্ধকারে, চিন্তায়-চিন্তায় যখন তিনি প্রায় মৃতের মত তখনো এক-একবার অলৌকিক একটা সঙ্কেতে তিনি সান্ত্বনা পেতেন। মনে হত মল্লিকা আছে—তার সামনে পড়ে আছে সমস্ত জীবন। অরূপ-রতনের কাজ এখনো শেষ হয় নি। বাইরের কর্মজীবন থেকে সরে

আসতে বাধ্য হলেও ভিতরে-ভিতরে মল্লিকাকে উপলক্ষ্য করে কর্মের বিপুল প্রেরণা তিনি অনুভব করতেন। কিন্তু চারপাশ ধোঁয়া-ধোঁয়া, ঝাপসা। মল্লিকার দায়িত্ব বহন করে এগিয়ে যাওয়ার কোন পথই তখন তিনি দেখতে পেতেন না।

এখন মল্লিকার জন্যেই একটা অলৌকিক বিশ্বাসে ভর করে বেঁচে ছিলেন অরূপরতন। তাঁর মনে হত একজন কেউ এসে পড়বে হঠাৎ, তাকে মুক্ত করবে এই অন্ধ সঙ্কট থেকে—আবার চারপাশ হয়ে উঠবে সরল, সুন্দর। অরূপরতনের ভাবনা ক্লান্তি যন্ত্রণা—সব ঘুচে যাবে।

ঘুচে গেলও। কেমন করে—বুঝতে পারলেন না অরূপরতন। বোঝবার চেষ্টা করার মত বোধও সম্ভবতঃ তাঁর ছিল না। যে মেয়ের ভাবনায় তাঁর ঘুম হত না, সে-ই তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিল বড় শীতল করস্পর্শে। যেন নিদ্রার মধ্যেই চলাফেরা করে এসেছেন অরূপরতন এতদিন।

তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে। আবার সব ঝাপসা, অন্ধকার। অলৌকিক কোন আশ্বাসের অনুভূতিও এখন তিনি অনুভব করতে পারছিলেন না। তাঁর মাথা হেলে পড়েছিল একদিকে। তা সোজা রাখার মত শক্তিও তাঁর নেই। জিব তেতো-তেতো, গলা শুকনো, পেটে ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অরূপরতনের চোখ থেকে জলের রেখা তাঁর গালের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল।

(৪)

পূর্ব দিগন্তে রঙের আভা লেগেছে। বাতাস ঠাণ্ডা। হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে অবাধে। মল্লিকা গাড়ি চালাচ্ছে নিজেই। ড্রাইভারকে সে সঙ্গে আনে নি। তার পাশে চুপচাপ বসে আছে আলোকময়। তার মুখ বড় প্রসন্ন, মনে উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠছে। কৃতজ্ঞতার আবেগে তার চোখ দুটো খুশীতে ভরে উঠেছে।

স্পীড মিটারের কাঁটা থর থর করছে—চল্লিশ, পঞ্চাশ—ষাটের কাছাকাছি হেলছে। ভোরের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রায় ফাঁকা। এপাশে-ওপাশে মাঠ, পুকুর, দু-একটা কুঁড়ে ঘর, উঠোন আর অবারিত ধানক্ষেত —এইসব পিছলে যাচ্ছে, পিছনে সরে যাচ্ছে গাড়ির গতির ঝাপটায়।

পর পর কয়েকটা লরী আসছিল উলটো দিক থেকে। মল্লিকা স্পীড অনেকটা কমিয়ে দিল, সতর্ক হল। যথাসম্ভব বাঁ দিক ঘেষে আস্তে গাড়ি চালাতে-চালাতে সে আপনমনে হাসল—এক চুল এদিক-ওদিক হলেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ নেমে আসবে। সে হাসল কারণ হঠাৎ তার মন থেকে সব রকম ভয়-টয় উবে গেছে। মরতেও তার আর ভয় নেই। সে অনুভব করছিল হঠাৎ একটা বেপরোয়া ভাব তাকে পেয়ে বসেছে।

হুড়মুড় করে লরীগুলো কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার পর আবার স্পীড বাড়িয়ে দিল মল্লিকা। তার সাদা ফ্রেমের রোদ এড়াবার চশমার নীল কাচের ভেতর দিয়ে পলকে একবার আলোকময়ের প্রসন্ন মুখ দেখে নিল। হাওয়ার জোর ছিল বলে তার শাড়ির অংশ এক-একবার আলোকের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

মল্লিকার শাড়ির মধুর ঘ্রাণ এমন স্নিগ্ধ সকালেও আলোকের চোখে ঘুমের আমেজ এনে দিচ্ছিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সে চোখ

বন্ধ করল না। তার মনের মধ্যে একটা তাপ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল: সে প্রাণভরে মল্লিকার শাড়ির ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল। এবং স্বপ্নের ঘোর চোখে নিয়ে দেখছিল পথের ধারে-ধারে সিক্ত বাঁকা নারকেল গাছ, ঝোপ-ঝাড় আর উপভোগ করছিল মল্লিকার সান্নিধ্য। আলোক মল্লিকার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "খুব জোরে চালিয়ে এলেন, আমরা শক্তিগড়ের কাছাকাছি এসে গেছি।"

মল্লিকা হেসে দু-একবার হর্ন টিপল, পরে লঘু স্বরে বলল, "ড্রাইভিং-এ আমার খুব সুনাম আছে। জানেন, গত বছর কার রেসে ফার্স্ট হয়েছিলাম।"

"জানি—" আলোকও হাসল, "তবে অনেকে জানে না, কারণ বাংলা ফিল্মের পত্রিকাগুলো এ সম্বন্ধে কিছুই লেখে না।"

"ভালই করে। ফিল্মের কাগজ ফিল্ম ছাড়া গাড়ি ঘোড়ার কথা লিখতেই বা যাবে কেন বলুন ?"

"এ দেশের কথা বাদ দিন, আমেরিকা-টিকা হলে দেখতেন কী হই চই হয়—" আলোকময় মোটামুটি একটা পরিচ্ছন্ন চায়ের দোকান দেখতে-দেখতে বলল, "চা-টা কিছু খাবেন ? পরে কিন্তু কোথাও আর গাড়ি থামাতে পারবেন না—"

"কেন বলুন তো ?"

আলোক ঘাড় বাঁ দিকে ঈষৎ হেলিয়ে একটা ছোট ডোবার জল দেখতে দেখতে হাসল, "বেলা বেড়ে যাবে তো, লোক চলাচলও বেড়ে যাবে। তখন থামলে-টামলে আপনাকে দেখবার জন্যে কী রকম ভিড় হবে বুঝতেই পারছেন।"

মানুষের ভিড়, মল্লিকাকে ঘিরে তাদের চাঞ্চল্য, বন্য উল্লাস এবং উচ্ছৃঙ্খলতা—এসবের করুণ অভিজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু অস্বস্তি হলেও তার মধ্যে যেন একটা তৃপ্তিও ছিল। সে পরিচিত, প্রসিদ্ধ—জনসাধারণ তাকে দেখলে বিস্মৃত হয় স্থান কাল, সমাজের নিয়ম কানুন।

আজ এই ভাবনার ভিতরে তৃপ্তির কোন স্বাদ অনুভব করতে পারল না মল্লিকা। তার নিজেকে অসহায়, পরাধীন মনে হচ্ছিল। ঠিকই বলেছে আলোকময়—এই নতুন পরিবেশেও তার খুশীমত চলাফেরা করবার স্বাধীনতা নেই। জনতার আক্রমণ তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। মল্লিকার মুখ ম্লান হয়ে এল। আপনমনে কথা বলার মত সে খুব নীচু স্বরে বলল, "এক-এক সময় হাঁপিয়ে উঠি, বড় ক্লান্ত লাগে—এই যশ-টশ ভাল লাগে না।"

আলোকময় বলল, "ক্লান্তি আমাদের চিরকালের সঙ্গী। সুখ-যশ ঐশ্বর্য—এসবও সম্ভবতঃ আমাদের হঠাৎ একসময় ক্লান্ত করে তোলে। আপনি তো জানেন হিপির সংখ্যা দিনে দিনে এই কারণেই বেড়ে যাচ্ছে।"

"তা ঠিক জানি না। কিন্তু দেখুন, কলকাতার চাকায় বাঁধা একঘেয়ে জীবন থেকে বাইরে এসে কত ভাল লাগছে! মনে হচ্ছে, হাত-পা থেকে ভারী শেকলের ভারটা একেবারে নেমে গেছে। আপনার সঙ্গে বেরিয়ে না পড়লে এসব বুঝতে পারতাম না—" মল্লিকার গলায় অন্তরঙ্গতার সুর খেলছিল, "আউটডোরে গেলে কিন্তু এ রকম মনে হয় না। সেখানেও যে রুটিন মাফিক কাজ।"

আলোকময়ের মুখ আরও প্রসন্ন হয়ে উঠল, "যাক, ভয় ছিল, আপনি কাজকর্ম ছেড়ে আমার কথায় কোথায় চলেছেন—যদি বিরক্ত হন, সুন্দরবাবু কেমন ব্যবহার করবেন তা-ও তো বুঝতে পারি নি।"

মল্লিকা বলল, "ওঁর কথাবার্তা আমার খুব ভাল লেগেছে। এত নামকরা লেখক, কিন্তু অহঙ্কার নেই একটুও। ওঁর স্ত্রীও খুব ভাল—এত খাইয়েছেন, বাব্বা।"

"আপনাকে পেয়ে ওঁরা খুব খুশী হয়েছিলেন—" আলোকময় একটু চুপচাপ থাকল। কিছু ভাবল। ভেবে বলল, "আমি আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম শুধু কথাবার্তা বলবার জন্যে, আপনি চেক দিয়ে দিলেন—এখনো কোম্পানির নামই ঠিক হল না—"

মল্লিকার মিষ্টি স্বর খেলল, "না হোক। বইটা কিনে রাখতে তো দোষ নেই। আবার কবে আসতে পারি না পারি—আচ্ছা, 'এই কারাগারে'র জন্যে উনি এত কম টাকা চাইলেন কেন? শুনেছি নামকরা লেখকরা খুব দরদস্তুর করেন?"

আলোকের মুখ হাসিতে ভরে গেল, "শুনেছি, ঠিক জানি না! তবে সুন্দর বাবু আপনাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে লাভ-লোকসানের কথা ওর মাথায় আসে নি। তা ছাড়া আপনি সোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন শুনে উনি আরও খুশী হয়েছেন। নিজেই তো বললেন, তুমি ছাড়া ওটা আর কেউ করতে পারবে না।"

মল্লিকা তৃপ্তি অনুভব করল। কিছু প্রকাশ করল না, শুধু বলল, "উনি খুব ভাল লোক, ভীষণ ভদ্র।"

গাড়ি হু-হু করে ছুটে যাচ্ছিল। মল্লিকা কোথাও থামল না, নামল না। ভোরের স্নিগ্ধ আমেজ কেটে গেছে, সকালের নরম রোদ ঝলমল করছে। আজ স্যুটিং আছে মল্লিকার, তাকে খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় পৌঁছতে হবে। বাড়ি হয়ে ঠিক সময় স্টুডিওতে কোন মতেই যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ি ফিরলেই সবিতবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে।

রবিবার মানে গত কাল সকালে মল্লিকা আলোকময়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। বর্ধমানে পৌঁছল দুপুর দেড়টায়। যে কাজের জন্যে আসা, তা চুকে গেল বিকেলের আগেই। কাল রাতে মল্লিকা কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারত—সেই রকম ঠিক করেই সে বেরিয়েছিল, কিন্তু সুন্দরবাবু ফিরতে দিলেন না। বললেন, কলকাতায় পৌঁছবার আগেই অন্ধকার নামবে, রাতে গাড়ি চালিয়ে ফেরা নিরাপদ নয়। তাঁর স্ত্রী বললেন, এলেই যখন সামান্য কিছু না খাইয়ে তোমাদের ছাড়ব নাকি। অনেক খালি ঘর আছে আমাদের, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়বে। রাত থাকতেই উঠে আমি চা তৈরি করব। তার কথা থাকবে না জেনেও মল্লিকা মৃদু

আপত্তি করে বলেছিল, শুধু শুধু কষ্ট করবেন—ভাবতেও আমার খুব খারাপ লাগছে।······

আহা, থাক আর ভাবনা করে কষ্ট পেতে হবে না।

মল্লিকা আর আলোকময়ের সঙ্গে অনেক রাত অবধি গল্প করলেন সুন্দরবাবু আর তাঁর স্ত্রী। সাহিত্যের কথা হল, ফিল্মের গল্প হল, সুন্দরবাবু তাঁর নতুন ভাবনার কথাও বড় সুন্দর করে বললেন। আগ্রহ নিয়ে শুনল মল্লিকা। তার খুব ভাল লাগল।

আসলে একটা সুচারু সংসারের মধুর পরিবেশ তার প্রথম থেকেই ভাল লেগেছে। চারপাশে তাকিয়ে বার বার তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কী রকম যেন উল্টে পাল্টে গেছে সব এখন। এই রকম শান্ত সংসারে বাস করার কথা মল্লিকা আর কল্পনাও করতে পারে না।

দুটো আলাদা ঘরে মল্লিকা আর আলোকময়ের বিছানা করা হয়েছিল। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রাত। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ছিল। তবুও এপাশ-ওপাশ করেছে মল্লিকা। অরূপরতনের কথা ভেবেছে, কাঞ্চী আর সুধার কথা তার মনে পড়েছে। যেন সে অনেক—অনেক দূরে চলে এসেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি।

মল্লিকার মনে হয়েছিল নতুন জায়গায় ভয়-ভয় চোখে খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আলোয় দূরের একটা বড় গাছের দিকে তাকিয়ে অরূপরতন আহত হয়েছেন, বিমূঢ় হয়েছেন। শুধু তাই নয় একটা জ্বালায়ও তিনি জ্বলে যাচ্ছেন। মল্লিকা তাঁর দৃষ্টি দেখলেই সেকথা বুঝতে পারে। বুঝতে পারলেও সে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে আর কথা বলতে পারে না। কী রকম অস্বস্তি হয়। অরূপরতন তাকে এড়িয়ে যান আর সে-ও যথাসম্ভব দূরে-দূরে থাকে। সে-রাতের পর দুজনের সম্পর্ক আপনাআপনি বড় অদ্ভুত হয়ে উঠল।

মল্লিকার ভাবনা ছিঁড়ে গেল। আলোকময় অস্ফুট একটা

নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "এই রকম জায়গায় এলে মনে হয় প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা কত দূরে সরে গেছি।"

মল্লিকা ধরতে পারল না আলোক কী বলতে চায়। সে তার দিকে দেখল, আরও কথা শোনার অপেক্ষা করল। আলোকময় মুগ্ধ নয়নে গাছপালা ঝোপঝাড় দেখতে দেখতে বড় আস্তে বলল, "শহর আমাদের অনেক সুখ-সুবিধা দিয়েছে। দিয়ে-দিয়ে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আমাদের চোখ কান মন—সব অন্য রকম হয়ে গেছে।"

মল্লিকা গাড়ি চালাতে চালাতে একটু অসতর্ক হল, মন দিয়ে আলোকময়ের কথা শুনল। শুনে বলল, "আপনার শহর ভাল লাগে না?"

আলোকময় হাসল। বলল, "ভাল লাগে বলেই তো কত গাছ চিনি না, কত ফুলের নাম জানি না, পাখি-টাখি নিয়েও মাথা ঘামাই না।"

আলোকময় কী বলতে চায় এত পরে মল্লিকা স্পষ্ট করে বুঝল। বুঝে ও দেখল তাকিয়ে এপাশে ওপাশে। বড় ভাল লাগল। আলোকের কথাগুলো তখনও ওর মাথায় খেলছিল অর্থবহ হয়ে। তাকে তার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হল। মল্লিকার তাকেও বড় ভাল লাগল।

আলোকময় হাসি-হাসি মুখে বড় নরম করে বলল, "এই যে এখন আমরা যে সাহিত্য পড়ি, গদ্য পদ্য—যাই বলুন, পড়লেই তো বোঝা যায় ঋতুর পরিবর্তন, প্রকৃতির এক-এক রূপ আর আমাদের মনকে তেমন করে টানে না। আমরা শহরবাসী। প্রকৃতিও আমাদের কাছে নিজেকে আড়াল করে রাখে। এই যে, এখন যেমন দেখছি এত বড় আকাশ, এমন সবুজের মেলা—এসব তো আমরা দেখি না, দেখতে পাই না।"

আলোকময়ের কথা শুনতে-শুনতে মল্লিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে

ফেলল, "আপনি খুব ভাল ডিরেক্টর হবেন, খুব নাম করবেন—দেখবেন।"

আলোক হেসে উঠল, "হঠাৎ একথা কেন মনে হল আপনার?"

মল্লিকা একটু লজ্জা পেল। গাড়ির গতি অল্প কমিয়ে দিল। একবার হর্ন বাজাল। বলল, "আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হল, জীবন সম্পর্কে আপনার বোধ গভীর।"

গতির উজানে বয়ে যেতে যেতে খুশীর তোড়ে আলোকের শরীর যেন ভেঙে পড়ছিল। সে অনুভব করল মল্লিকার কথাগুলো তার মুখ থেকে যেন শ্রদ্ধার ভারে নুয়ে-নুয়ে বেরিয়ে এল। একটা উত্তেজনায় হাওয়ার ঝাপটায়ও তার অল্প-অল্প গরম লাগছিল। সে তার ডান হাত আস্তে প্রসারিত করে মল্লিকার ঘাড়ের ঠিক পিছনে নরম গদির ওপর রেখে যেন গভীর শান্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আলোক মল্লিকার কথার উত্তরে বলল, "আমার বোধ যে গভীর—আপনি যেমন বললেন, তা আর কারুর মনে হয়েছে কি-না জানি না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—" সে বেশ হালকা চালে এবার বলল, "মা অবশ্য আমার ওপর খুব আশা রাখেন, যদিও উনি এখনো ভাল করে জানেন না, আমি কী করব, আমি কী করতে যাচ্ছি—"

মল্লিকার স্বরও হালকা, "সময়মত সবই জানবেন।"

"তা তো বটেই—" আলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "কী ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে, আমার জীবনে সার্থকতা কতখানি আসবে তা ভাবতে এখন মন চায় না। যা পেয়েছি আপনার কাছে থেকে এখন শুধু সে-ই আমার আনন্দ—আমার ভাবনা।"

বড় প্রসন্ন হয়ে এল মল্লিকার মুখ। সে একদিকে মাথা হেলিয়ে স্পীড মিটারের কাঁপা কাঁপা কাঁটার দিকে চোখ রেখে পাখির মত পিক করে উঠল, "কী এমন পেলেন বলুন তো?

আলোক ভাবল না। মল্লিকা থামবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, "খুব বড় কিছু নয়। ছোট্ট একটা জিনিস। এক কথায় তার নাম, প্রেরণা।"

মল্লিকার শরীর রিমঝিম করে উঠল। আলোককে সে স্পর্শ করে আরও সবল করে তুলতে চাইল। কিন্তু তার আরও কাছে সরে যেতে সঙ্কোচ হল। মল্লিকা তার ঘাড় গাড়ির গদির ওপর হেলিয়ে দিয়ে আলোকের হাতের স্পর্শ গ্রহণ করল।

লজ্জার ভারে মল্লিকার স্বর বেশ নাচু, নম্রও। সে আলোককে জিজ্ঞেস করল, "সিনারিও তো আপনার তৈরি বলেছিলেন। আর কিছু ভেবে রেখেছেন? এই অ্যাকটর অ্যাকট্রেস, মিউজিক ক্যামেরা প্লে-ব্যাক—এই সব?"

"মোটামুটি ভাবা আছে। আপনাকে যে হিরোইন হিসেবে পাব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি অভিজিৎ, অনন্যা আর ধরিত্রীকে পাওয়া যায়—"

"পাওয়া যাবে। আমি আপনার হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলব।"

"তাহলে তো কথাই নেই—" আলোকময় বলল, "মিউজিকের পুরো ভার তিমিরবরণের ওপর দিতে চাই। উনি একজন জিনিয়াস, আজকের মানুষ এতবড় প্রতিভার কোন মূল্যই দেয় না।"

"পাবলিকের কথা ছেড়ে দিন।"

"রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে গোটা তিনেক নায়িকার। বইটা পড়েছেন তো? বইতেই আছে। গানগুলো হল, "মরি গো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে, মন যে বলে চিনি চিনি, আর কে গো অন্তর-তর সে। প্লে ব্যাকে আমি বনানী ঘোষের কথা ভেবে রেখেছি। ওর গলার কাজ খুবই ভাল। আর আপনার গলার সঙ্গে ওর গলা চমৎকার মিলবে।"

মল্লিকা বলল, "বনানীর গান আমারও খুব ভাল লাগে।"

"ব্যস, এবার আপনি কী চান, কাকে চান বলুন?"

মল্লিকা কুলকুল করে হাসল, "বারে, আমি আবার কী বলব ? আপনি ডিরেক্টর, আপনার খুশীমতই তো সব হবে।"

আলোকও হাসল, "ডিরেক্টর কিন্তু ডিক্টেটর তো হতে পারি না। আপনি সব ঝক্কি নিচ্ছেন, আপনার মতামত থাকবে না ?"

"না—" মল্লিকার স্বর একটু যেন দৃঢ় হয়ে এল, "আমি অভিনেত্রী, শুধু অভিনয় করব। আপনি ডিরেক্টর কিংবা ডিক্টেটর যাই বলুন—ছবি সুন্দর করে তৈরি করার ভাবনা আপনার একার।"

পরিতৃপ্তির আমেজ আলোককে অন্যমনস্ক করে তুলল। তার হাত আপনা আপনি এসে পড়ল মল্লিকার কাঁধের ওপর। সে কথা বলল না, শুধু একটা নতুন নামে আপনমনে মল্লিকাকে বারবার ডাকল, প্রেরণা।

কলকাতায় পৌঁছে মল্লিকা আলোককে জিজ্ঞেস করল, "এখন সোজা বাড়ি যাবেন তো ? কোথায় আপনাকে নামিয়ে দেব বলুন ?"

আলোক বলল, "আপনি নিজে আগে নামুন তো। আমার ব্যবস্থা আমি করব। চলুন, আগে আপনাকে নিউ আলিপুরে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কোন দরকার নেই। একা চলাফেরা করার অভ্যাস আমার আছে, বলুন কোন্ দিকে যাব ?"

আলোক রাস্তা চিনিয়ে চিনিয়ে মল্লিকাকে উত্তর কলকাতায় তার বাড়ির সামনে নিয়ে এল। বেলা হয়েছে বেশ। ট্রাম বাসে মানুষের ভিড়। কালকাতায় পৌঁছতে এত দেরি হয়ে যাবে মল্লিকা ভাবে নি। গাড়ি চালিয়ে এলেও এখন তার বেশ ক্লান্ত লাগছে—ঘুম পাচ্ছে। অন্য সময় স্যুটিং-এ যাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে মল্লিকা। চুম্বকের মত স্টুডিওর মেঝে তাকে আকর্ষণ করে।

আজ হঠাৎ তার মন যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। সে ক্লান্তি অনুভব করছে। কাজে আর মন নেই মল্লিকার। দুপুরের এই রোদ, শহরের এই কোলাহল তাকে বড় বেদনা দিচ্ছে। দূরের যে পথ ধরে

সে এল এখানে, সেই পথ তাকে টানছে আবার। সেই পরিচ্ছন্ন সকাল ফুটে উঠছে মনের মধ্যে স্বপ্নের মত।

আলোক তার বাড়ির বাইরে থেকে মল্লিকাকে চলে যেতে দিল না কিছুতেই। তার স্যুটিং আছে—অনেক দেরি হয়ে গেছে জেনেও সে বলল, "আর একটু দেরি হোক, আপনি বাইরে থেকে চলে যাবেন, তা হয় না।"

মৃদু আপত্তি করল মল্লিকা। সামান্য হেসে বলল, "আজ থাক না। আপনিও ক্লান্ত। তাছাড়া আমাকে স্যুটিং-এ ছুটতে হবে।"

"এক মিনিট। আমার বাড়িতে মা ছাড়া আর কেউ তো নেই। তাঁর সঙ্গে শুধু একবার দেখা করে যাবেন।"

গাড়ির দরজাগুলো ভাল করে বন্ধ করল মল্লিকা, আলোক তাকে সাহায্য করল। পরে ওরা এল বাইরের ঘরে। হিরন্ময়ী অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আলোককে দেখতে পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নেমে এসেছিলেন নীচে।

"কাল ফেরবার কথা ছিল, এলি এত বেলায় কী রকম ভাবনা হয় বল তো?"

আলোক হিরন্ময়ীকে মল্লিকার সামনে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখে হেসে ফেলে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল। এত ভাবনা কর কেন মা? যাক, ইনিই মল্লিকা মিত্র—কে, বুঝছ তো?"

আলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই মল্লিকা প্রণাম করল হিরন্ময়ীকে। তিনি তাকে বুকে চেপে ধরে আশীর্বাদ করলেন। পরে বললেন, "তোমার কথা আলোকের মুখে এত শুনেছি! বস মা, বস!"

"না, আজ বসব না। ফিরতে দেরি হল বলে সব চেয়ে বেশী মুশকিল হয়েছে আমার। শীগগিরই আর একদিন আসব। আজ—"

"হ্যাঁ মা, মিষ্টিটিষ্টি আর একদিন না হয় খাইয়ো। আজ সত্যি ওঁর বড় দেরি হয়ে গেছে—" আলোক হিরন্ময়ীকে লক্ষ্য করে বলল।

কিন্তু কারুর কথা শুনলেন না হিরন্ময়ী, খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা মিষ্টির প্লেট এনে মল্লিকার সামনে ধরে বললেন, "বসতে হবে না তোমায় মা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাও। এস আমি খাইয়ে দি—" তিনি সত্যি মল্লিকার মুখে একটা সন্দেশ পুরে দিলেন।

এমন আন্তরিকতার মায়া কাটিয়ে জোর করে চলে যাওয়া মল্লিকার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তবু সে আর অপেক্ষা করতে পারল না, হিরন্ময়ী আর আলোকময়ের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠল। আলোকও এসেছিল মল্লিকার গাড়ির কাছে। যাবার আগে মল্লিকা তাকে বলল, সম্ভব হলে কাল সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরে যেতে।

মল্লিকা গাড়ি চালাচ্ছে সাবধানে। কলকাতার রাস্তায় ভিড়। লাল আলোর সঙ্কেতে গাড়ি দাঁড়ালেই অবাক্ হয়ে এদিক-ওদিক থেকে তাকে দেখছে মানুষ। কেউ কেউ চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করছে। মল্লিকা মাথা তুলে এক দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।

নিউ আলিপুরে এই অসময়ে গেল না মল্লিকা তাহলে আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে সোজা চলে এল স্টুডিওতে, কাঞ্চীকে টেলিফোন করল লাঞ্চের কথা বলে। ঠিক ঠিক অভিনয় করে গেল মল্লিকা. প্রশংসা পেল পরিচালকের—আর সকলের। কিন্তু মল্লিকা জানে আজ কাজে তার মন ছিল না। সে বড় অন্যমনস্ক। বাড়ি ফিরে বিশ্রামের জন্যে সে অধীর হয়ে উঠল।

মল্লিকার গাড়ি যখন তার নিউ আলিপুরের বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হাওয়া বইছে জোরে। চৈত্রেই কাল বৈশাখীর মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে মল্লিকা যেই ঘরের ভেতরে পা দিয়েছে অমনি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকালের মত ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

সুধা তাড়াতাড়ি মল্লিকার কাছে এসে দাঁড়াল, "বড় ভাবনা হচ্ছিল দিদি তোমার জন্যে, দুপুরে ফোন পেয়ে বাঁচলাম।"

মল্লিকা মিষ্টি হেসে বলল, "কাজেকর্মে একটু দেরি হয়ে গেল—" আলোকের মার কথা মনে হচ্ছিল তার। ভাবতে ভাবতে সে সুধাকে জিজ্ঞেস করল, "বাপি কেমন আছেন?"

করুণ একটা ছায়া নামল সুধার মুখে। ঈষৎ বিব্রত হয়ে সে খুব নীচু স্বরে বলল, "চুপচাপ থাকেন, কথাটথা একেবারেই বলেন না আমাদের সঙ্গে।"

"খাওয়া দাওয়া ঠিক ঠিক করেছিলেন তো?"

"তা করেছিলেন—" সুধা কুন্ঠিত হয়ে বলল, "তবে খেতে চান না, জোর করতে হয়।"

সুধার কথা শুনে মল্লিকার চোখ কুঞ্চিত হয়ে এল। এই দুটি দিনের সুখের যে স্বাদ সে মনে মনে এতক্ষণ ধরে বহন করছিল তা বিস্বাদ হয়ে গেল। সে বিরক্ত হয়ে বলল, "যার যা খুশী করুক, পরের বোঝা আর বইতে পারি না।"

সুধা আরও বলল, "উনি ড্রিংকও করেন না একেবারে। মালী কাল নতুন বোতল আনে নি। বলে, অনেক বোতল জমা হয়েছে, উনি একটাও খোলেন নি—আর এনে কী হবে।"

মল্লিকা সুধাকে আর কিছু বলল না। আস্তে পা ফেলে দোতলায় অরূপরতনের ঘরে চলে এল। ঝড় উঠেছিল বলে কাঞ্চী তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করছিল—সেই শব্দ বড় কর্কশ মনে হচ্ছিল মল্লিকার। সে কাঞ্চীকে বলল, একটু আস্তে জানলা বন্ধ করতে।

একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন অরূপরতন গদিওলা শান্তিনিকেতনী মোড়ার ওপর পা রেখে। মুখে ক্লান্তির ছাপ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাঁর চুল উস্কো-খুস্কো। অরূপরতনের বিমর্ষ চেহারা দেখে দুঃখ পেল মল্লিকা। ভাবল তাঁর বুকের ওপর ছোট মেয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, বাপি, এমন হয়ে গেছ কেন? বাইরের লোকের সামনে যা-তা কাণ্ড করলে তোমায় বকব না? বাপি, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে!

এত কথা মনে মনে ভাবলেও মল্লিকা মুখে বলল না। শুধু বলল, "বাপি, চুপচাপ বসে আছ? দাড়ি কামাও নি কেন? শরীর খারাপ?"

যেন ভয় পেয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন অরূপরতন, "না না, শরীর-টরীর খারাপ না, আই অ্যাম ফাইন।"

"ড্রিংক করছ না? দেব?"

অরূপরতনের মনে কোন সাধ-আহ্লাদের অনুভূতি ছিল না। বেঁচে থাকার কষ্ট তিনি অনুভব করছিলেন ভীষণভাবে। মাথায় যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা। যন্ত্রের মত নড়াচড়া করেন, কথা বলেন—এ সব করতেও তাঁর বড় কষ্ট হয়। সুখ সাধের অনুভূতি স্থূল হয়ে এলেও একটা চাপা ঈর্ষা তাঁর মনের মধ্যে আস্তে আস্তে দানা বাঁধছিল। কে ওই সুন্দর ছেলেটি? যার সামনে লিকি তাঁকে বকল? আলোকময়কে আর সুন্দর বলে মনে হল না অরূপরতনের। সেই রাতেই নেশার ঘোরে অরূপরতন তার চেহারার সঙ্গে আর একজনের মুখের মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। তিনি হলেন রামকৃষ্ণবাবু—যিনি অরূপরতনের ম্যানেজার ছিলেন—যিনি তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছেন। এ কথা অরূপরতনের কেন মনে হয়েছিল তিনি বুঝতে পারেন নি।

মল্লিকা অরূপরতনকে চুপ করে থাকতে দেখে কাঞ্চীকে বলল গেলাস আর সোডা নিয়ে আসতে। তখন অরূপরতন বললেন, "দরকার নেই। লিকি, কাঞ্চীকে বারণ করে দিস—আই ডোণ্ট নিড এনি বটলস্।"

মল্লিকা বুঝল এ অরূপরতনের রাগের কথা, অভিমানের কথা। কিন্তু তাঁর রাগ-অভিমান ভাঙাবার মত মনের অবস্থা এখন তার ছিল না। প্রথমতঃ, সে ক্লান্ত, দ্বিতীয়তঃ তার মনে একটা নতুন সুর বেজে উঠছিল, সে ভাবল আর কিছু সময় অরূপরতনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সে সুর কেটে যাবে। আজ নিরানন্দের প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল তার অরূপরতনকে। অন্য সময় আউটডোর থেকে ফেরার

পর ব্যাকুল হয়ে কত প্রশ্ন করতেন তিনি মল্লিকাকে! বলতেন, বড় একা একা লেগেছে, ভাবনায় ভাবনায় তাঁর ঘুম হয় নি। কেমন ছিল লিকি—আজ কিন্তু তিনি একেবারেই নীরব—কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না।

মল্লিকা বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। বাথরুমে গেল, স্নান করল। অন্যান্য দিন স্যুটিং থেকে ফিরে যেমন খায়, আজ তেমন কিছুই খেল না। কফির কাপ সামনে নিয়ে একা একা বসে থাকল অনেকক্ষণ। অরূপরতনের কথা ভেবে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। তাঁর ভাবনা অপ্রসন্ন করে তুলল মল্লিকাকে।

টেলিফোন বাজল। বেজেই থেমে গেল। সুধা কিংবা কাঞ্চী কেউ ধরেছে। পরেই সুধা ফোন নিয়ে এল মল্লিকার কাছে, "দিদি, আলোকবাবুর ফোন।"

মল্লিকার মুখে একটা আভা দপ্ করে উঠল। সে স্পষ্ট করে জানে না, কিন্তু বাড়ি ফিরে যে অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধে ছিল তার মনে তা ছাড়িয়ে অস্ফুট ভাবনার ভিতর দিয়ে সে অনুভব করছিল তার মনের অবচেতনের কোথাও একটি নাম থিরথির করে কাঁপছিল শান্তির জন্যে, আনন্দের জন্যে। আর সেই মুহূর্তেই তার ডাক এল।

"বলুন?"

"বিরক্ত করলাম। খুব ক্লান্ত তো?"

মল্লিকা মৃদু শাসন করার মত বলল আলোকময়কে, "এসব মামুলী লৌকিকতা ছাড়ুন তো এবার। ফিল্ম লাইনে কাজ করতে হলে একটু খোলামেলা হতে হয়।"

"কাজ শুরু হলেই হয়ে যাব।"

"কবে শুরু হবে?"

"বলুন?"

মল্লিকাও ভিন্ন আর এক অনুভূতির চাপে নতুন কিছু করার মোহে

উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সে একটু ভেবে বলল, "এ সপ্তাহের মধ্যে যতটা পারেন এগিয়ে যান। টেকনিশিয়নদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন; দরকার মত অ্যাডভান্স করুন—"

"অ্যাডভ্যান্স ?"

মল্লিকা হালকা হাসল, "আমার চেক বই আছে দু একটা। আপাততঃ তা দিয়েই কাজ চলুক, অ্যাডজাস্টমেণ্টের কথা ফাইনানসিয়র যোগাড় হলে ভাবব। আপনি কোম্পানির নামটা ভাবুন, আমার এখানেই অফিস হবে এখন।"

একটা আবেগ, ভিতরে ভিতরে বিস্ময় ও হর্ষ আলোককে মূক করে রাখল কিছু সময়। মল্লিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আলোকময় কেন নীরব তা বুঝলেও সে বলল, "গুম মেরে গেলেন যে, কী হল ?"

আলোক বলল ঈষৎ ধরা গলায়, "আজকের যুগেও যে এমন মানুষ আছে তা ভেবে গুম হয়ে গেছি।"

"তাই নাকি ?" মল্লিকা পরিহাস করে বলল, "তাহলে আমাকে অমানুষ ধরে নিয়েই আমার কাছে এসেছিলেন ? আচ্ছা মশাই শুনুন, বিনয় টিনয় বাদ দিয়ে কোমর বেঁধে কাজে লাগুন। আর একটা কথা, আমারও কিছু দায়িত্ব আছে। অভিনেতা অভিনেত্রী ফাইনানসিয়র—এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তা না হয় আমি টেলিফোনেই করে নেব। কিন্তু আপনার সঙ্গেও তো সকলের আলাপ হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমার এখানে একটা পার্টি থ্রো করব। সকলের সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে নেব। ধরুন শনিবার সন্ধ্যেবেলা ? ফ্রি আছেন ?"

"আমার আর কী কাজ, আমি তো রোজই ফ্রি।"

একটু ইতস্ততঃ করে মল্লিকা বলল, "তাহলে রোজ সন্ধ্যায় আসুন। কালকের মধ্যেই আমার ড্রয়িং রুমের একদিকে অফিসের মত করে ফেলব। স্যুটিং থেকে ফিরে নতুন অফিস করব।"

আলোক সব শুনল। শুনে ধীর স্বরে বলল, "কাল যাব নিশ্চয়ই।

কিন্তু কী যে হবে শেষ অবধি বুঝতে পারছি না, আপনি এত করতে যাচ্ছেন—"

"প্লিজ, এ ধরনের কথা আর আমাকে বলবেন না। আপনার মনে সংশয় থাকলে কেন বোঝেন না যে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়?"

"সরি! ভেরি সরি!"

"কাল সন্ধ্যায় আসুন।"

"নিশ্চয়ই যাব।"

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে শোবার ঘরে মল্লিকা একা একা বসে থাকল অনেকক্ষণ। কফি হয় তো জুড়িয়ে গেছে, চুমুক দিয়ে তাও তার দেখবার ইচ্ছে হল না। তার দেহ অবশ—একটা আবেশে ঝিমঝিম করছে। কিছু পরে তার অনর্গল কথা বলার ইচ্ছে হল। যা ঘটছে, ঘটেছে, ঘটবে—সে ঢেউ-এর আঘাত লেগেছে মল্লিকার মনে তা সে বলতে চাইল পৃথিবীর সব মানুষের কাছে এই মুহূর্তে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না মল্লিকা। উঠতে পারছে না। কিছু করতে পারছে না। শুধু একটা মধুর ভাবনার ভিতরে নিমেষে নিমেষে সে তলিয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে।

(৫)

শনিবার স্যুটিং থেকে ফিরে মল্লিকা দেখল কাঞ্চী আর সুধা তার নির্দেশ মত ড্রয়িং রুম সাজিয়ে ফেলেছে। দুটো বড় বড় টেবিল আনা হয়েছে এ ঘরে, দুধের মত সাদা চাদর পাতা। একটাতে অনেক প্লেট, জলের জাগ, গেলাস, কাঁটা-চামচ-ছুরি, অন্যটাতে ছোট বড় পানীয়ের বোতল, সোডা—এইসব। সুধা এখনো রান্নাঘরে। যদিও ডিনারের কথা বলা হয় নি কাউকে তাহলেও মুখরোচক এত রকম টুকটাক খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা রাতের খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। কাবাব ফ্রায়েড চিকেন পরোটা মাটন রোল স্যালেড—এই সব আর কী।

মল্লিকার আজ বিশ্রাম করবার সময় ছিল না। যদিও সকলের আসবার এখনো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দেরি তবুও তার মনে হচ্ছিল আলোকময় একটু আগেই এসে পড়বে—মল্লিকা তাকে সেই রকম বলেছে। সে আসার আগে মল্লিকা স্নান সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চাচ্ছিল। এই ধরনের পার্টি এ বাড়িতে অনেক হয়েছে। তার জন্যে মল্লিকার কোন ভাবনা ছিল না। কাঞ্চী আর সুধা নিয়মকানুন ভালই জানে—ওরা সুন্দর করে সব দিক রক্ষা করতে পারবে।

মল্লিকা বাথরুমে শাওয়ারের ঝরঝর জলের নীচে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্নদেহ দেখতে দেখতে ভাবল, আলোকময় আসবে সবচেয়ে আগে—সাতটা নাগাদ। তার সঙ্গে থাকবে তার দুজন সহকারী পরিচালক—দুটি ঝকঝকে তরুণ ব্রজেন আর প্রদীপ। ওদের নিয়ে কয়েকবার এখানে এসেছে আলোকময়—মল্লিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মল্লিকার ড্রয়িং রুমে যে অফিস হয়েছে সেখানে দুপুর থেকে থাকে ওরা, আলোকময় আসে পড়ন্ত বিকেলে। সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে মল্লিকা

এসে যোগ দেয়। তারপর রাত দশটা এগারোটা কখন বেজে যায় ওদের খেয়াল থাকে না। ওদের এই নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিক হয়েছে এ, এম. প্রডাকসনস ! নিজের নাম তাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছুতেই জড়াতে দিতে চায়নি মল্লিকা—আলোককে সে বলেছিল, আপনার জন্যে যখন এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল তখন আপনার একার নামই যুক্ত থাক এর সঙ্গে।

না, আলোক বাধা দিয়েছিল। হেসেছিল দুষ্টুর মত। কিছু সময় ইতস্ততঃ করে সাহস করে বলে ফেলেছিল, জন্মরহস্য সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বড় কম মল্লিকা। আপনার নাম যুক্ত না হলে এই প্রতিষ্ঠান গৌরবের সঙ্গে তার পরিচয় বহন করতে পারবে না।

আলোকের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রক্তিম একটা আভা ফুটে উঠেছিল মল্লিকার মুখে—শরীরের মধ্যে কী রকম করে উঠেছিল। এবং সেই সময় এই চিত্র প্রতিষ্ঠানকে সে তার নিজের সন্তান বলেই ধরে নিয়েছিল। আলোক-মল্লিকা—এ. এম. প্রডাকসনস !

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মল্লিকা। চারপাশে একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। তার মনেও থরোথরো উত্তেজনা। ভুরুতে রঙ বুলোতে গিয়ে তার হাত কেঁপে টুপ করে পেনসিলটা মাটিতে পড়ে গেল। মল্লিকা নীচু হয়ে সেটা তোলবার আগেই কাঞ্চী কোথা থেকে হুপ করে এসে তার হাতে আই-ব্রাউ পেনসিল তুলে দিয়ে বলল, "দিদি—"

হাসল মল্লিকা। কাঞ্চী কথা শেষ করবার আগেই বলল, "এবার তোমার চান্স হবেই কাঞ্চী। কাউকে বলাকওয়া ধরাধরি নেই। আমরাই সব করব।"

কাঞ্চী বলল, "আলোকবাবু বলেছেন আমাকে জরুর চান্স দেবে—"

প্রাণ খুলে হাসল মল্লিকা। বলল, "তবে আর আমাকে বলা কেন, খোদ কর্তা যখন তোমায় কথা দিয়েছেন—"

"আপনি জোর করে বললে ওনার খেয়াল থাকবে।"

"বলব বাপু বলব।"

কাঞ্চী জানে আজকের পার্টির উদ্দেশ্য কী। আলোকময়ের সহকারী যে ছেলে দুটি আসে দুপুরবেলা এ বাড়িতে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে কাঞ্চী বারবার চায়ের ট্রে নিয়ে গিয়ে। ব্রজেন—যার দেহ দীর্ঘ, গৌরবর্ণ—সে-ই কাঞ্চীকে খুলে বলেছে আজকের পার্টির মূল উদ্দেশ্য।

আলোকময়ের আসবার সময় হয়েছে। ওয়ার্ডব খুলে অনেক সময় নিয়ে মনের মত একটা শাড়ি বাছল মল্লিকা। পরল। ঘুরে ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখল। নাঃ, শাড়িটা ঠিক যেন মানাচ্ছে না। চার-পাঁচটা শাড়ি বের করে খাটের ওপর ফেলল মল্লিকা। নিজেকে পাগল-পাগল লাগল। কোন্‌টা পরবে?

"কাঞ্চী কোন্‌টা পরব?"

"এইটা দিদি—"

"দূর! না—" বারবার শাড়িগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে সুধাকে ডাকল মল্লিকা। তার পছন্দও মনে ধরল না। পরে—অনেক পরে খানিক ইতস্ততঃ করে যে শাড়ি প্রথমে পরেছিল মল্লিকা সেটাই আবার পরল।

কাঞ্চী মুগ্ধ দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে উঠল, "তোমার মত সুন্দর হিরোইন দুনিয়ায় নাই দিদি।"

মল্লিকা এই সন্ধ্যায় শেষবারের মত আয়নায় নিজেকে দেখে নিতে-নিতে অহঙ্কার-ভরা বুক নিয়ে কাঞ্চীর কথা শুনে হাসল।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার আগে একটু ইতস্ততঃ করল মল্লিকা। নীচে গেল না। এখনো আলোক আসে নি। নীচে তার কোন কাজ নেই। মল্লিকা ধীর পায়ে এল অরূপরতনের ঘরে। তিনি ঘরে নেই। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় মল্লিকার মা-র ছবির কাছে একা চুপচাপ বসেছিলেন অরূপরতন। বারান্দার আলো তিনি

জ্বালান নি। এখন জ্বালাবার দরকারও হয়তো নেই। কেন না শেষ চৈত্রের প্রথম পাতলা আঁধারে এখনো দিনান্তের মরা আলোর ক্ষীণ স্পর্শ লেগেছিল। পাখা চলছে না। মশার ঝাঁক ধেয়ে আসছে। অরূপরতনের খেয়াল নেই।

মল্লিকা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার পায়ের শব্দ হয়েছিল, দেহের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু নড়লেন না অরূপরতন, যে এল তাকে চোখ তুলে দেখলেন না। মল্লিকা বুঝল কোন গভীর ভাবনায় অরূপরতন ডুবে আছেন। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে মল্লিকা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীচের ঘরে জোরালো অনেক আলো জ্বলে উঠেছে, উৎসবের আয়োজন চলছে। আর ওপরের এই ছোট বারান্দায় থমথম করছে আবছা বিষণ্ণ অন্ধকার এবং তার মধ্যে আপনা-আপনি মিশে গেছেন অরূপরতন। দূরে তাকিয়ে দেখল মল্লিকা। যত বাড়ি গাছ আকাশ —সব তার মনে হল ম্লান, সিক্ত। ভয় পেল মল্লিকা। কোথাও আলো নেই, আনন্দ নেই—সব কিছু নির্বাক্ এবং বড় করুণ হয়ে উঠেছে। তার শ্মশানের কথা মনে হচ্ছিল।

ভীত মল্লিকা আকুল হয়ে ডাকল, "বাপি!"

চমকে উঠলেন অরূপরতন। পরে অবাক্ চোখে তাকিয়ে থাকলেন মল্লিকার দিকে। ম্লান মুখ। কাতর দৃষ্টি।

"বাপি—" মল্লিকা অরূপরতনের খুব কাছে এগিয়ে এল। পরে সুইচ টিপে আলো জ্বালল, "অন্ধকারে এমন চেহারা করে বসে আছ, কী হয়েছে তোমার?"

হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলেন না অরূপরতন। তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা সিক্ত অন্ধকার ব্যথার ভুবনে এতক্ষণ তিনি যেন ডুবে গিয়েছিলেন, আচ্ছন্ন হয়েছিলেন অবসাদে, যন্ত্রণায়। সেই দাহ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল। মল্লিকাকে দেখে মাথার মধ্যে একটা প্রবল চাপ অনুভব করলেন তিনি, যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

এর মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে মল্লিকা। মনে মনে অনেকটা সহজ হয়ে সে বলল, "ওঠ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

অরূপরতন বিচলিত হলেন। কোথাও যাবার ইচ্ছে তাঁর নেই। এই চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠতে পারবেন না। ওঠবার ক্ষমতা নেই। অরূপরতন কথা বললেন না শুধু মাথা নেড়ে মল্লিকাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি উঠতে পারবেন না।

মল্লিকার মায়া হল অরূপরতনের করুণ মুখ দেখে। নিজেকেও তাঁর ওপর সে-রাতে অত কঠোর হয়ে ওঠার জন্যে ক্ষমা করতে পারল না। মল্লিকা কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে থেকে অল্প ঝুঁকে পড়ে অরূপরতনের একটা হাত ধরে বলল, "ওঠ বাপি, ওঠ। সকলে এসে পড়বে যে। তোমাকে আজ ড্রয়িংরুমে একবার যেতে হবে।"

"না না—" অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন অরূপরতন, "আমি কোথাও যাব না।"

ম্লান একটা আভা ফুটে উঠল মল্লিকার মুখে। সে আর একটা চেয়ার টেনে এনে অরূপরতনের পাশে বসে ছোট মেয়ের মত বলল, "তোমাকে যেতেই হবে বাপি, না গেলে সকলকে কী বলব আমি? ওরা যে তোমার কথা বলবে. তোমাকে দেখতে চাইবে—"

"না না, আমি যাব না।"

মল্লিকা আব্দার করার মত বলল, "হ্যাঁ যাবে, অল্পক্ষণের জন্যে তোমাকে যেতেই হবে। আমি তোমাকে ডাকব।"

"না লিকি, আমি পারব না। আমার ভাল লাগে না।"

অরূপরতন হঠাৎ রূঢ় একটা আঘাত খেয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। এবং যে-জীবন তিনি এতদিন যাপন করছিলেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন আপনা আপনি। যেখানে তিনি আছেন—অন্ধকারে, করুণ ভাবনার ভিতরে সর্বক্ষণের যন্ত্রণায় সেখান থেকে আর কোথাও যেতে তাঁর মন চায় না। আঘাতের কথা তিনি

ভুলে গেছেন, সে-দুঃখ তাঁর নেই। মল্লিকার কথা ভেবেও তিনি বেদনা পান না, তবু তিনি যেন প্রতীক্ষা করে আছেন একটা অভাবনীয় পরিবর্তনের। ভাবনার ভিতরে অরূপরতন অনুভব করেন এমন কেউ মৃদু চরণ ফেলে দূর-দূরান্ত থেকে এগিয়ে আসছে তাঁর কাছে যে তাঁকে মুক্তি দেবে সব যন্ত্রণা থেকে। একা-একা অন্ধকারে এই বারান্দায় বসে তার পায়ের শব্দ শুনতে পান তিনি। শুনতে শুনতে তাঁর তন্দ্রা এসে যায়, তিনি যেন এক অদ্ভুত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যান।

মল্লিকার ধৈর্য হারিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝল অরূপরতন কিছুতেই তার কথা শুনবেন না—পার্টিতে যাবেন না, আর গেলেও সহজ হয়ে আগের মত কথাবার্তা কারুর সঙ্গে বলবেন না—অসুস্থ মানুষের মত চুপচাপ বসে থাকবেন এক কোণে। এসব ভেবে মল্লিকার আর ইচ্ছে হল না অরূপরতনকে তার পার্টিতে যোগ দেয়ার কথা বলতে। অনেক আগে যখন এমন বিষণ্ণ মূর্তি ছিল অরূপরতনের তখন তা বড় পীড়া দিয়েছিল মল্লিকাকে এবং শুধু তাঁকে প্রসন্ন করে তোলার জন্যেই সে ছবিতে নেমেছিল। প্রথম প্রথম যেমন বিষণ্ণ রূপ অরূপরতনের দেখেছিল মল্লিকা, আজ তাঁর মূর্তি হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী করুণ, তবু মল্লিকা অস্থির হয়ে উঠল না। এবং অরূপরতনের ভাবনা তাকে বেদনাও দিল না। সে তাঁর কথা ভেবে ঈষৎ বিরক্ত হল।

আজ নিছক লৌকিকতার কথা ভেবেই মল্লিকা অরূপরতনকে সকলের সামনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—তাঁর মন প্রফুল্ল করে তোলার জন্যে নয়। যারা আসবে আজ—অনন্যা, ধরিত্রী, অভিজিৎ, আলোকময়, সবিতবাবু—তাদের সকলেই তাঁকে চেনে। অনেকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করবে। কেন না আগে সব সময় এইরকম পার্টিতে প্রথম থেকে শেষ অবধি থেকেছেন অরূপরতন—কৌতুক উপভোগ করেছেন যুবকের মত।

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল। অরূপরতনের জন্যে আগে তার যেমন ভাবনা হত এখন আর তেমন হয় না। তার মন জুড়ে ছিলেন

অরূপরতন—এখন তাঁর স্থান সীমিত হয়ে গেছে। বারান্দার আলো আবার নিভিয়ে দিল মল্লিকা, আর একবার তার শোবার ঘরে এল। পাউডারের পাফ হাতে তুলে নিতেই কাঞ্চী এসে জানাল আলোকময়, ব্রজেন আর প্রদীপ এসে গেছে। গেট খোলার শব্দ শুনে সেকথা আগেই বুঝতে পেরেছিল মল্লিকা।

ড্রয়িংরুমে তাকে আসতে দেখে তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। আলোকময় বলল, "মনে হচ্ছে বেশ আগেই এসে পড়েছি। কই, কেউ তো কোথাও নেই।"

"বসুন বসুন। ব্রজেন প্রদীপ, আরে বাবা! কী দারুণ দেখাচ্ছে তোমাদের! হিরো-হিরো ভাব—" মল্লিকা সোফায় গা এলিয়ে আলোককে বলল, "আগে এসে পড়েছেন মানে? সেই রকম কথা ছিল তো। আমাদের ইউনিটের লোকেরা না থাকলে সকলকে রিসিভ করবে কে?"

"আমাদের চেনে কে?"

মল্লিকা মাথা নেড়ে নেড়ে ভারিক্কী চালে বলল, "চিনবে চিনবে। একটু সবুর করুন না। আজ না চিনলেও কাল হাড়ে হাড়ে চিনবে।"

"হাড়ে হাড়ে? গুড গড! তাহলে দাঁড়াব কোথায়? হাড়ে হাড়ে লোকে তো শয়তানদের চেনে বলেই জানি।"

মল্লিকা খানিক হাসল, "যা বললাম মনে রাখবেন।"

"আপনার বলা প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে—মনে থাকবে।"

মল্লিকা দেখল আলোককে। তার দু' চোখে কথা উপচে উঠল। আলোকও দেখছিল মল্লিকাকে। তার দেহেমনে উষ্ণ স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। বাইরে শেষ বসন্তের হু-হু হাওয়ার শব্দ আলোককে ভিতরে ভিতরে দুরন্ত এবং দুঃসাহসী করে তুলছিল। সে দেখল একটু দূরে টেবিলের ওপর অনেক রকম মদের বোতল সাজান।

আলোকের কণ্ঠে তৃষ্ণা ঠেলে উঠল। আজ এই মুহূর্তে সে সব সঙ্কোচ শোভনতা ভদ্রতা ভব্যতা ভুলে মল্লিকাকে পেতে চাচ্ছিল। নিবিড় করে—একান্ত আপনার করে।

আলোকের ইচ্ছার কথা সম্ভবতঃ কোন অলৌকিক ইঙ্গিতে বুঝে নিয়েছিল মল্লিকা। তার চোখে ছিল প্রশ্রয়ের আভাস। আপনমনে সে কৌতুকের হাসি হাসছিল। এসব ঘটে গেল মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আশ্চর্য, আজ মল্লিকাও মাতাল হলে আলোকময়ের সঙ্গ পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

সময় হল। একের পর এক ছোট-বড় কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল মল্লিকার বাড়ির গেটের বাইরে। অভিজিৎ এল, অনন্যা এল। ধরিত্রী এল কিছু পরে। আলোকময় পরিচালিত 'এই কারাগারে' ছবির কলাকুশলীরা এল দল বেঁধে। সঙ্গীত পরিচালক তিমিরবরণের শরীর বিশেষ ভাল নয়, তবুও মল্লিকার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে খুশী হয়েই তিনি এলেন। নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী বনানী ঘোষ এল। সব শেষে এল মল্লিকার বিশেষ পরিচিত প্রযোজক সবিত ভড়।

মল্লিকার ড্রয়িং রুমে বসবার জায়গার কোন অভাব না থাকলেও অনেকে বসল না। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ঘরে এদিক থেকে ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। শুধু তিমিরবরণ বসে বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলেন। কোন কাজ না থাকলেও প্লেট কিংবা গেলাস সরাবার ছুতো করে কাঞ্চী বার বার আসছিল এ ঘরে—নিজেকে মেলে ধরবার চেষ্টা করছিল সকলের সামনে। তার স্পষ্ট ধারণা ছিল সে মাত্র একবার ছবিতে নামবার সুযোগ পেলে সে ভীষণ নাম করবে।

আলোকময় সবিনয়ে খুব নীচু স্বরে কথা বলছিল তিমিরবরণের গায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে। বনানী শুনছিল। কাছাকাছি ছিল ব্রজেন আর প্রদীপ। একটু দূরে মল্লিকাকে ঘিরে ছিল অনন্যা ধরিত্রী

অভিজিৎ আর সবিতবাবু। মল্লিকা খুব জোরে জোরে হাসছিল। হাসির কোন কথা বলেছিল অভিজিৎ। সবিতবাবু একটু যেন গম্ভীর।

অভিজিৎ বলল, "মিস্ট্রিটা এবার প্লীজ ভাঙ মল্লিকা। ব্যাপারটা কী? তুমি এখন সবচেয়ে বিজি হিরোইন, ছবি প্রডিউস করতে যাচ্ছ কেন?"

"মিস্ট্রিটা মিস্ট্রিই থাক। ওটা আপনারাই সলভ্ করবেন যথা সময়ে। এক মিনিট—"

মল্লিকা দ্রুত পায়ে ব্রজেন আর প্রদীপকে বলল, "একটু দেখ অতিথিদের। ড্রিঙ্ক সার্ভ কর। তোমাদের ওপর আজকের সব ভার। যাও না ভেতরে, সুধা আর কাঞ্চীকে আসতে বল। অলোকবাবু আসুন এদিকে। তিমিরদা, আপনি উঠবেন না, আমরা আসছি আপনার কাছে। বনানী, উঠুন প্লীজ—"

আলোকময়ের সঙ্গে আরও আগে সকলের আলাপ করিয়ে দেয়া উচিত ছিল মল্লিকার। কিন্তু তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। বারবার তার মনে হচ্ছিল আলাপ করিয়ে দেয়ার সময় তার চেহারায় এমন এক আভা ফুটে উঠবে যা প্রকাশ করে দেবে আলোকময়ের প্রতি তার গোপন আকর্ষণের কথা। আজ যা গোপন, মল্লিকা জানে কাল তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে দিনের আলোর মত—ছড়িয়ে পড়বে সবখানে। তবু তার মনে দ্বিধা থরোথরো করে উঠছিল। আলোকময়ের কাছে সবচেয়ে আগে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তারপর জানুক অন্য লোক।

মল্লিকা সব সঙ্কোচ কাটিয়ে অভিজ্ঞ ঘোষকের মত জোর গলায় বলে উঠল, "চিয়ারস্ ফর আলোকময় বোস—ডাইরেক্টর অব 'এই কারাগারে'! এই যে ইনিই আলোকময়!"

অভিজিৎ হাসি মুখে আলোকময়ের দিকে এগিয়ে এল, "আই উইস্ ইউ এভরি সাকসেস্!"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"আর ইনি বনানী ঘোষ। রবীন্দ্র সঙ্গীতের নেপথ্য শিল্পী আমাদের ছবির।"

সকলের সঙ্গে আলাপ হল আলোকময়ের। পরে ওদের নিয়ে তিমিরবরণের সামনে এল মল্লিকা। তাঁকে সকলেই চেনে। অভিজিৎ হাত জোড় করে নমস্কার করল। অনন্যা ধরিত্রী সবিতবাবু —সকলেই তেমন করল।

কাঞ্চী আর ব্রজেন তালে তালে এক সঙ্গে পা ফেলে ট্রে ভরে নিয়ে এল পানীয়র গেলাস। পাশেই আছে সুধা আর প্রদীপ —তাদের ট্রেতে মুখরোচক খাবার। সবিতবাবু একটু যেন শঙ্কিত হয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। মল্লিকা হাসল তার রকম দেখে, সে লক্ষ্য করল না।

অভিজিৎ হুইস্কির গেলাস তুলে নিল, মুখের কাছে তুলে ধরে যেন পরখ করল। পরে বলল, "আর একটু রঙ করতে হবে—" বলে সে এগিয়ে গেল যে টেবিলের ওপর বোতল সাজান ছিল সেদিকে।

আলোকময় নিল হুইস্কির গেলাস। অনন্যা জিন-লাইম। ধরিত্রী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "ব্র্যাণ্ডি নেই?"

"কেন থাকবে না?" মল্লিকা কাঞ্চীকে বলল, "ব্র্যাণ্ডি আন।"

"আমি আনছি—" চৌকো টেবিলের ওপর ট্রে রেখে ব্রজেন ছুটে গেল গেলাস ভরে ধরিত্রীর জন্যে ব্র্যাণ্ডি আনতে।

আলোকময়ের দেখাদেখি মল্লিকাও তুলে নিয়েছে হুইস্কির গেলাস —তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে গেলাসে। হুইস্কির স্বাদ তার মনে হচ্ছে অপূর্ব। একটু পরে মল্লিকা লক্ষ্য করল সবিতবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। কুলকুল হাসি ছড়িয়ে মল্লিকা এসে দাঁড়াল তার পাশে।

"সবিতবাবু, কী দেব? হুইস্কি রাম জিন ব্র্যাণ্ডি?"

সবিতবাবু কিছু বলতে পারল না, মাথা চুলকোতে লাগল।

তার হয়ে মজা করে কথা বলল অভিজিৎ, "সব মিশিয়ে পাঞ্চ করে দাও।"

"বলছেন? কিছু হবে-টবে না তো?" সবিতবাবু করুণ চোখে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে উঠল।

হা-হা করে হেসে উঠল অভিজিৎ, "হবে হবে। জোলো ছবি আর হবে না। সুপার হিট ছবি হবে একটার পর একটা—অনেক।"

সবিতবাবু ভয়ে ভয়ে বলল, "তবে দিন যা হয়।"

মল্লিকার কথা মত ব্রজেন তার হাতে তুলে দিল ভরা হুইস্কির গেলাস। ঘন ঘন গেলাসে চুমুক দিল সবিতবাবু। তেতো-তেতো লাগল। তবু সকলে খাচ্ছে তাদের সঙ্গে তাকেও তাল রাখতে হল।

পানাহারের ফাঁকে ফাঁকে কাজের কথা চলতে লাগল। অভিজিৎ অনন্যা ধরিত্রী—এদের বাড়িতে যাবে প্রদীপ কিংবা ব্রজেন সুটিং-এর বিষয় কথাবার্তা বলবে। মল্লিকার ছবি বলে পারিশ্রমিকের কথা কেউ বলতেই চাইল না। অভিজিৎ বলল তাকে চার আট-আনা যা হয় দিলেই চলবে। অনন্যা আর ধরিত্রী আলোকময়ের দিকে পলকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে মল্লিকাকে বলল যে ছবিটা আগে তৈরি হোক তো। দেনাপাওনার কথা পরে হবে।

সবিতবাবু বসে পড়েছে চেয়ারে। দাঁড়িয়ে থাকবার তার আর বোধহয় ক্ষমতা নেই। তার হাতে খাবারের প্লেট। কিন্তু খাওয়ায় এখন তার মন নেই। সে লাল লাল চোখ মেলে সোজাসুজি দেখছে মল্লিকাকে। মল্লিকার তখন অল্প অল্প নেশা ধরেছে। সে গা ঘেঁষে আছে আলোকময়ের।

সবিতবাবুর সে দৃশ্য ভাল লাগল না। সে টলতে টলতে উঠে এসে দাঁড়াল ওদের মাঝখানে। দাঁড়িয়ে বলল, "মিত্তির সাহেব কোথায়?"

সবিতবাবুর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মল্লিকা। ঈষৎ জড়ান স্বরে ধরিত্রীকে কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আলোকময় সেই

এক কথা জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাবা যোগ দেবেন না আজ আমাদের সঙ্গে ?"

"না—" মল্লিকার মুখ থেকে ছোট একটা কথা যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল। পরেই সে বলল, "এটা আমাদের ব্যাপার কি না। তাছাড়া বাপির শরীর আজ বোধহয় বেশ ভাল নেই।"

"খুব ভদ্র লোক—" হেসে ফুলে বলতে লাগল সবিতবাবু, "আজ আমাকে দেখলে কত খুশী হতেন !"

আলোকময় বলল, "কেন ?"

"টেনেছি যে। ওঁর সামনে টানতে বড় ইয়ে হত। তা ছাড়া—" মল্লিকাকে দেখিয়ে সবিতবাবু বলল, "ইনিও পারমিশন দিতেন না—"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দিল মল্লিকা, "আজ দিলাম তো। কিন্তু আর কখনো টানার পারমিশন দেব না। সাবধান, সবিতবাবু।"

"আপনার অবাধ্য হব ? আমার ঘাড়ে দুটো মাথা নেই হেঁ হেঁ—" সবিতবাবু হঠাৎ চোখ ও মুখ করুণ করে মল্লিকাকে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, "কিন্তু ম্যাডাম আমার বুকে যে বড় ব্যথা, আমার বড় দুঃখ।"

"কেন, কেন, কী হল ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?" মল্লিকা বেশ বিব্রত হয়ে বলল, "ড্রিংক-ট্রিংক আপনার একেবারেই সহ্য হয় না সবিতবাবু।"

"না না না, ড্রিংক জিনিসটা দারুণ। রোজ খাব, বোতল বোতল খাব। আপনাদের সকলকে খাওয়াব—"

সবিতবাবু যে একেবারে বেসামাল হয়ে গেছে তা বুঝতে পেরে আলোকময় হেসে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আসল কথা তো বললেন না ? আপনার ব্যথাটা কোথায় ?"

সবিতবাবু এই প্রশ্ন শুনে চিৎকার করে উঠল, "আমার ব্যথা আপনি মশাই। ব্যথা-ট্যথা নয়, আপনি হলেন আমার শেয়ালকাঁটা।"

"আমি ?"

হাত এবং পা দু-ই নাড়ল সবিতবাবু। তারপর কান্না কান্না গলায় বলল, "আপনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন মশাই ? আমি থাকতে এত বড় দায়িত্ব উনি আপনাকে দিলেন—আমার সঙ্গে একবার গোপনে পরামর্শ করার দরকার মনে করলেন না ?"

সবিতবাবু নেশার ঘোরে এসব বললেও আলোকময় লজ্জা পেল। অভিজিৎ মল্লিকাকে কটাক্ষ করে সরে গেল। খিলখিল করে হেসে উঠল অনন্যা আর ধরিত্রী। মল্লিকাও কয়েক মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে থাকল।

পরে হালকা গলায় বলল, "পরামর্শ করার দরকার মনে করলাম না মানে ? এই তো সবে কাজে হাত দিলাম। একটু এগিয়ে যাই না—"

অভিজিৎ পরিহাস করল, "আপনার আর কোন আশা নেই সবিতবাবু। মল্লিকা এগিয়ে যাবে কিন্তু আপনি পিছিয়ে পড়বেন, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।"

"না না, গাড়ি আসছে।"

"গাড়ি।"

"হ্যাঁ, এবার যখন ম্যাডামের জন্মদিন হবে, আমি গাড়ি উপহার দেব। বিলেতে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।"

সকলে হেসে উঠল। মল্লিকা হাসল না। চুপচাপ থাকল। লক্ষ্য করল আলোকময়ের মুখের ভাব। সেও হাসছিল।

অভিজিতের আর সময় ছিল না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল। বনানীও গেল। তিমিরবরণও উঠলেন। সবিতবাবু যাবার নাম করছে না, একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে ঝিমোচ্ছে। মল্লিকা দেখল পানীয়র টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আলোকময় তার গেলাসে আরও হুইস্কি ঢালছে।

অনন্যা আর ধরিত্রীরও যাবার সময় হল। মল্লিকা এল ওদের

গেট অবধি এগিয়ে দিতে। বাগানে ফুল ফুটেছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। যেতে যেতে মল্লিকার কানের কাছে মুখ এনে ধরিত্রী বলল, "বেশ লাগল তোমার হিরোকে। একটু আগলে রেখ। যা দিনকাল, হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।"

অনন্যা ফিসফিস করে উঠল, "সবিতবাবুটা সব মাটি করে দিয়েছে।"

মল্লিকার মুখে অল্প অল্প হাসি। বাইরের হাওয়ায় সে আরও বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। ইটের টুকরো পায়ে লেগে হোঁচট খেল। ধরিত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে তার গাল টিপে দিল, "বুঝতে পারছি তোমার শরীরে আগুন লেগেছে। বন্ধুকে আজ রাতের মত বন্দী করে রেখ।"

"তুমি বড় অসভ্য।"

ধরিত্রী বলল, "দামী কথা বলে গেলাম। যা বললাম তা না করলে কিন্তু আগুন নিভবে না, সারারাত ছটফট করে জ্বলতে হবে।"

"আর তুমি কী করবে?"

"আমার দুটো গাঁট্টাগোট্টা অ্যালসেশিয়ন আছে, ভাবনা কী। স্বামীটাকে তাড়িয়েছি ঝাঁটা মেরে। একেবারে পাকাপাকি ডিভোর্স—" কথা বলতে বলতে বেসামাল মেয়ের মত ধরিত্রী মল্লিকার গায়ের ওপর পড়ে খানিক হাসল, "শুনছি লোকটা আবার বিয়ে-টিয়ে করে দিল্লীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।"

ধরিত্রীর পারিবারিক কাহিনী শুনতে ভাল লাগল না মল্লিকার, সে অনন্যাকে লক্ষ্য করে বলল, "বেচারী অনন্যা! একেবারে চুপচাপ। তোমাকে কে সঙ্গ দেবে আজ সারারাত?"

ধরিত্রী বলল, "ভিজে বেড়াল। ডুবে ডুবে জল খায়। শেষ অবধি কমলকুমারের সঙ্গেই লটকে যাবে মনে হয়।"

"যাও ধরিত্রীদি, তুমি বড় ইয়ে।"

ধরিত্রীর গাড়িতে উঠল অনন্যা। তার নিজের গাড়ি নেই।

মল্লিকা হেসে হাত নাড়ল। ওরা চলে যাবার পর পিছন ফিরে অবাক্ হয়ে গেল মল্লিকা। সে দেখল, দূরে—তার বাগানের অন্য প্রান্তে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ফিরছে ছায়ামূর্তির মত দুজন। পাতলা অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলোর রেখায় নেশার ঘোরেও তাদের চিনতে দেরি হল না মল্লিকার—কাঞ্চী আর ব্রজেন। সে চলতে চলতে একা একা আপন মনে হাসল, কাঞ্চীর বুদ্ধির প্রশংসা করল। মেয়েটা বুঝে ফেলেছে ছবিতে নামতে হলে সবচেয়ে আগে কী করতে হয়।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে মল্লিকা দেখল আলোকময় বসে বসে একটা পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছে, সবিতবাবু এখনো ঝিমোচ্ছে। প্রদীপ পায়চারি করছে বারান্দায়। আলোকময় পত্রিকা রেখে দিল, উঠে দাঁড়াল। বলল, “এবার তাহলে—”

মল্লিকা তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে তার কাছে এগিয়ে এল। বিরক্ত হয়ে সবিতবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “আপনি আর একটু থাকুন, একে আগে কাটাই! ব্রজেন আর প্রদীপকে কাজে লাগাতে হবে।”

আলোকময় হাসি হাসি মুখে বলল, “কী রকম? ওরা আমার সহকারী, সাহায্য আপনাকে করবেই। বলুন না কী করতে হবে?”

মল্লিকা বলল, “যেন ওদের খুব তাড়া আছে, এখুনি ফিরতে হবে —এসব বলে এই ভাঁড়টাকে তুলতে হবে, ওর গাড়িতে লিফট নিয়ে ওকে কাটাতে হবে। না হলে ব্যাপার দেখছেন তো? ভদ্রলোক নড়বার নামটি করবে না।”

“আর আমি কী করব?”

“একটু পরে যাবেন, কথা আছে। যা বললাম তার ব্যবস্থা করুন না আগে।”

আলোকময় বেরিয়ে এল বারান্দায়। প্রদীপকে বলল কী করতে হবে। কাঞ্চী টুক করে চলে গেছে ভেতরে। ব্রজেন আর প্রদীপ

যাবার জন্যে তৈরি হল। মল্লিকা ডেকে তুলল সবিতবাবুকে, ব্রজেন আর প্রদীপকে দেখিয়ে যা বলবার বলল।

চোখ পিটপিট করে মল্লিকার দিকে দেখল সবিতবাবু। আবার চোখ বন্ধ করল, ঢলে পড়ল একদিকে, জড়ান স্বরে বলল, "ড্রাইভার আছে। কে কোথায় যাবে যাক না। ড্রাইভার, যে যেখানে যাবে, পৌঁছে দাও!"

মল্লিকার আর ধৈর্য ছিল না, সে অসহিষ্ণু হয়ে স্পষ্ট বললে, "আমার ঘুম পেয়েছে। দারোয়ান গেটে তালা দিয়ে শুয়ে পড়বে। পরে আবার আসবেন—"

তাহলেও সবিতবাবু যেতে চায় না। ব্রজেন আর প্রদীপ একরকম জোর করেই তাকে টেনে তুলল, ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাইরে! তার আচরণে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল মল্লিকার। সে কাঠ হয়ে বসে থাকল আলোকময়ের পাশে অনেকক্ষণ।

আলোকময় মল্লিকার রাগ-রাগ মুখ দেখে তার পিঠে আলতো ভাবে হাত রাখল, "বেশ রেগে গেছেন মনে হচ্ছে। সবিতবাবুর ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করা বোধহয় অভ্যেস নেই। আপনারাই তো জোর করলেন।"

মল্লিকার বুকের কাপড় সরে গিয়েছিল, ঘুমের আমেজ এল তার চোখে। আলোকের দিকে তাকিয়ে তার রাগ পড়ে গেল। তার একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে সে বলল থেমে থেমে বেসামাল মেয়ের মত, "আর ভাল লাগে না ফিল্ম লাইনের এই বোকাগুলোর সঙ্গে বকবক করতে—"

মল্লিকার স্পর্শ, তার দেহের ঘ্রাণ, মাতাল-মাতাল চেহারা, তার ধরা-ধরা গলার স্বর আলোকময়কে বন্য হিংস্র করে তুলেছিল। সে অনুভব করতে পারল বিদেশী মূল্যবান হুইস্কি তার রক্তের মধ্যে মিশে কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে তার দেহে।

আলোকময় অন্ধ এক আবেগে মল্লিকাকে কাছে টানল। এদিক

ওদিক দেখল। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মল্লিকা মৃদু হেসে তার বাঁধন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এক মিনিট। কাঞ্চী আর সুধাকে শুয়ে পড়তে বলে আসি।"

মল্লিকা ফিরে এল বেশ পরে। শাড়ি বদলেছে। ঢিলে ব্লাউজ পরেছে। ঘষে-ঘষে ক্রীম মেখেছে বলে তার মুখ চকচক করছে। মল্লিকা টলে-টলে হাঁটছিল। জোরালো যত আলো জ্বলছিল সে নিভিয়ে দিল পটপট করে। মৃদু নীল আলোর আভায় ঘর রিমঝিম করে উঠল। মল্লিকা এগিয়ে আসছে আলোকময়ের দিকে। আলোকময় অস্থির হয়ে উঠল। প্রলয়ের আগে-আগে পৃথিবীর অবস্থা যেমন হয় সে ভাবল, তার অবস্থাও ঠিক তেমন হয়ে উঠেছে। আলোকময় দু হাত বাড়িয়ে মল্লিকাকে তার বুকের ওপর টেনে নিতে চাচ্ছিল।

যেমন বসেছিল তেমন করে আলোকের গা ঘেঁষে আবার বসে পড়ল মল্লিকা, তার বুকে মাথা ঘষে-ঘষে বলল, "একটু বেশী হুইস্কি খেয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস কর, ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক আমি কিন্তু পছন্দ করি না।"

যে সঙ্কোচ আলোকের ভেঙে দেয়ার কথা তা ভাঙল মল্লিকা। সে তাকে আগে 'তুমি' বলল। আলোক বুঝল মল্লিকা একেবারে বেসামাল হয়নি—সে উন্মুখ হয়েছে নিজেকে উন্মোচন করবার জন্যে।

আলোকময় দু হাতে মল্লিকার গাল চেপে ধরে তার মুখ তুলে ধরল। দেখল, তার দু চোখ কামনায় থরো-থরো, ঠোঁট ভিজে-ভিজে। আলোকময়ের শরীর ঝিমঝিম করছে। নিঃশ্বাস তাপ ধিকধিক করছে। তবু ইতস্ততঃ করছিল আলোক—উপভোগ করছিল এই তাপ—এই দাহ।

মল্লিকা তার ভিজে-ভিজে ঠোঁট প্রাণপণে চেপে ধরল আলোকের ঠোঁটে। ওদের দুজনের চোখ বন্ধ। নিঃশ্বাস মৃদু। বাইরে শব্দের

সব তরঙ্গ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। চরাচরে বিরাজ করছে অখণ্ড নীরবতা। কারুর মুখে কথা নেই অনেকক্ষণ।

আলোকময় মল্লিকাকে বাঁধল দৃঢ় বন্ধনে। বলল, "আমি জানি তুমি ড্রিঙ্ক বেশী ভালবাস না, কিন্তু লিকি, আজ আমাদের দুজনেরই ওটা দরকার ছিল।"

"না-না, কোন দরকার ছিল না—" কান্নার সুর প্রচ্ছন্ন ছিল মল্লিকার কথায়, "যা বলব ভেবে রেখেছিলাম আজ তোমাকে পার্টির পরে যখন সকলে চলে যাবে তখন—তা আর বলবার কোন মানে হয় না—"

"কেন, কী হল ? কেন মানে হবে না ?" আলোক মল্লিকাকে নিবিড় করে আদর করল। তার বুকে মুখ চাপল।

মল্লিকা সোফায় গা এলিয়ে দিল। পা টান-টান করল। আলোককে বুকে চেপে ধরে বলল, "না, কোন মানে হয় না। তুমি ভাববে, আমি মাতাল হয়েছি, মদের ঘোরে প্রলাপ বকছি—সব মিথ্যা।"

আলোক মল্লিকাকে সান্ত্বনা দেয়ার মত বলল, "আমাদের মধ্যে কোন মিথ্যা নেই লিকি। যা সত্য তা-ও আর বলার প্রয়োজন নেই। তা আপনি ফুটে উঠেছে ফুলের মত। তবে মদের একটা বিশেষ গুণ আছে—" মল্লিকাকে আদর করতে-করতে সে থেমে থেমে বলল, "যে কথা বলতে দ্বিধা হয়, সহজে বলা যায় না— মদ খেলে তা বেরিয়ে আসে হুড়মুড় করে—সব বাধা ভেঙে চুরে যায়।"

মল্লিকা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল সোফার ওপর, আলোক আরও নিবিড় করে তার দেহের ওপর নিজেকে সঁপে দিল। মল্লিকা পড়ে থাকল মড়ার মত। খুব আস্তে বলল, "মদ না খেলেও আজ এত রাতে আমি তোমাকে দূরে যেতে দিতাম না—" হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় সে আলোকের চুলে দ্রুত আঙুল চালাতে চালাতে একটু

বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা ভাবনা করবেন? তাঁকে খবর দেয়া যায় না?"

চিন্তার কোন রেখা ফুটে উঠল না আলোকময়ের মুখে। সে বলল, "মা বুঝে নেবেন আমি তোমার সঙ্গে আ.ছ।"

মল্লিকা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। ফেলে ওপরে তাকিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল, "আমাকে উনি কী ভেবেছেন কে জানে!"

আলোকময় প্রথমে কিছু বলল না। সে চুম্বন করল মল্লিকার চোখে মুখে কপালে ও কানে। দংশন করল বুকে, পিঠে, গলায়, মল্লিকা তৃপ্তি প্রকাশ করার মত শুধু বলে উঠল, "উঃ!"

আরও কিছু পরে আলোকময় অল্প শান্ত হয়ে বলল, "আমি তোমার কথা যা ভাবি, মা-ও হয় তো তাই ভাবেন।"

মল্লিকা ছোটমেয়ের মত আব্দার করল, "তুমি কী ভাব, বল না এই!"

কামনার যে প্রবল জোয়ারে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছিল আলোক, একটা ভাবের ঘোর তা একটু প্রশমিত করে দিল। তার স্বর কৃতজ্ঞতায় ভারী হয়ে এল। সে বলল, "বর্ধমান থেকে ফেরার সময় সেই সুন্দর সকালে বলেছিলাম, তুমি আমাকে দিয়েছ প্রেরণা। কিন্তু আজ বুঝেছি তুমি আমার শক্তি। তুমি আমাকে গড়ে নিয়েছ নতুন করে।"

"তুমিও আমাকে ঠিক তা-ই করেছ।"

আলোকময় বলল, "কিন্তু আমি তোমার জন্যে কিছুই ছাড়ি নি, তোমাকে গুটিয়ে নিয়েছি তোমার জগৎ থেকে। আমার জন্যে তুমি অনেক ছেড়েছ লিকি।"

মল্লিকা যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বলল, "কি আর ছাড়লাম!"

"কাজ কর্ম সব। আমি শুনেছি নতুন ছবিতে তুমি কাজ করতে চাও না। সকলকে বিদায় করে দাও রুক্ষ হয়ে। কেন?"

মল্লিকা একটা মধুর আলস্যের ভারে ভেঙে পড়ল। পাগল মেয়ের মত খানিক হাসল। পরে বলল, "তা কি তোমার জন্যে ?"

"তবে কার জন্যে ?" অপরাধ বোধের একটা গ্লানি আলোককে বড় বিষণ্ণ করে তুলছিল। সে বলল, "তুমি বলছ সকলকে—আমার ছবি ছাড়া অন্য কারুর ছবিতে কাজ করবে না। আমি কে ? তোমার ক্যারিয়ার তুমি আমার জন্যে নষ্ট করবে কেন ?"

মল্লিকা লাথি মারার ভঙ্গি করে পা ছুড়ে ছুড়ে বলল, "ক্যারিয়ার বি ড্যামণ্ড! দেখ ডার্লিং, এই একঘেয়েমি আর ভাল লাগে না। সেই বোকা-বোকা গল্প, মামুলী ডায়লগ—গাধা ডিরেক্টরগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে-করতে ফেড আপ হয়ে গেছি। আর ভাল লাগে না। বোধহয় এই কারণেই অনেক টপ স্টার ফিল্ম ওয়ার্লড-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিয়ে করে বসে।"

আলোক বলল, "তোমারও কি সেইরকম করতে ইচ্ছে করছে ?"

আলোকময়ের বুকে বেশ জোরে চিমটি কাটল মল্লিকা, "হ্যাঁ গো মশাই। কিন্তু মনের মানুষ পাচ্ছি কোথায় !"

"তা বটে। আমি তো কিছুই নই। একটা গাধা ডিরেক্টারও না।"

মল্লিকা বলল, "প্রমাণ পাওয়া যাবে যথাসময়ে। যদি শেষ অবধি গাধাই বনে যাও তাহলে তোমার ছবিতেও আর কাজ করব না।"

আলোক বলল, "তুমি না থাকলে আমি ছবিই করব না—" একটা ঘুম-ঘুম ভাব পেয়ে বসেছিল তাকে, নীল মৃদু আলোও চোখে লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আর কেউ যেন আছে এ ঘরে। তাদের দেখছে, তাদের কথা শুনছে।

আলোকময় বড় নিশ্চিন্ত হয়ে মল্লিকার বুকে মাথা রেখে অবসন্নের মত পড়ে থাকল। এত দিনে একটা অবলম্বন সে খুঁজে পেয়েছে। মাঝখানে এমন একটা সময় এসেছিল তার জীবনে যে সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে ভবিষ্যতে।

মল্লিকা আলোকময়ের কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আলোটা নিভিয়ে দাও না। আমার বড় লজ্জা করছে।"

"নেশা কেটে যাচ্ছে, না?" আলোক হাসল, উঠে আলো নিভিয়ে দিল। পরে ঠাহর করে-করে আবার এসে বসল মল্লিকার পাশে। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলল, "এ রাত আমাদের। দেখ, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। সব মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ রাতের স্মৃতি কখনো ম্লান হবে না।"

আলোককে কাছে টানল মল্লিকা। তার কোলে মাথা রাখল। বলল, "আমি কি ভেবেছিলাম আমার জীবনে এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন আসবে! কী মোহ ছিল নামের, বড় অহঙ্কার ছিল। সব কোথায় মিলিয়ে গেল।"

আলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ ধরা গলায় বলল, "কিন্তু এমন করে তোমাকে কেড়ে নিতে আমি চাই নি।"

"জানি, জানি—" মল্লিকা কৃত্রিম ঝাজে ফুঁসে উঠল, "তুমি আমাকে চাও নি, সব স্বার্থপর পুরুষের মত কাজে লাগাতে চেয়েছিলে। নিজের সুবিধা দেখেছিলে, আমার ভালমন্দর কথা ভাব নি।"

আলোকময় বিমূঢ় হয়ে থাকল কিছু সময়। মল্লিকার কথাগুলো পুঞ্জ পুঞ্জ অভিমানে ভরে আছে। সে যা বলল তা-ও মিথ্যে নয়! কিন্তু এত স্পষ্ট করে এত কথা সে কেন বলল তাকে! আলোকময় অনেকক্ষণ ভাবল। ভেবে বলল, "শুধু কাজের কথা ভেবে আমি এসেছিলাম, অস্বীকার করব না। কিন্তু কিসের জোরে এলাম? প্রথম দিনই কেন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলাম?"

"কেন?"

"সেটাই রহস্য—" আলোক হেসে বলল, "জালটা থাক না ছড়ান।"

মল্লিকা হাসল, "থাক না।"

অল্পে অল্পে অন্ধকার ওদের চোখে সয়ে গেল। আলোর রেখা ছিটকে এসে পড়েছে ঘরে। মল্লিকা দেখতে পাচ্ছে আলোকের মুখ, মল্লিকাও আলোকের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আবার। ঘরের দরজা ভেজান, জানলা খোলা। থেকে থেকে ছুটে আসছে দমকা হাওয়ার ঝলক। পর্দা উড়ছে। এদিক-ওদিকে ঘরের দু-একটা জিনিস থরথর করে উঠছে। পাখার হাওয়া আর বাইরের বাতাস মিলে মিশে ঝড়ের মত খেলে বেড়াচ্ছে।

আলোকময় বলল, "আর সঙ্কোচ নেই। সব বাধা ভেঙে গেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে পারব এবার। নিন্দা প্রশংসা সব তোমাকেই দেব।"

"না, সব আমরা ভাগ করে নেব।"

আলোক ঝুঁকে পড়ে মুখ ঘষল মল্লিকার গালে, "এমন হবে কে ভেবেছিল দুদিন আগে! এসেছিলাম, নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরেও গিয়েছিলাম কিন্তু ভাবি নি তোমাকেও পেয়ে যাব। ভেবেছিলাম তোমার অনেক প্রার্থী আছে।"

"নেই কে বলল? সবিতবাবু আছে, অঘোরবাবু আছে। বড় বড় সরকারী চাকুরে আছে—" মল্লিকা ভেবে-ভেবে বলল, "যে লাইনে আছি সেখানে কি তোমাদের মত দুষ্টু লোকের ধরা-ছোঁয়া বাঁচিয়ে টিকে থাকা যায়?"

আলোক বিপন্ন বোধ করল, বুঝতে পারল না মল্লিকা পরিহাস করছে কি-না। সে শুকনো হেসে বলল, "সবিতবাবুকে তো দেখলাম।"

মল্লিকা আলোকময়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করল না, হঠাৎ বেশ উৎসাহী হয়ে তার পিঠে চাপ দিয়ে বলল, "ওকেই আমাদের ছবির ফাইনানসিয়র করব ঠিক করেছি। আর একটু এগিয়ে যাই তারপর—"

আলোক বলল, "তোমার কথা ঠেলবে কে? যাক, স্টুডিও ঠিক হয়ে গেছে। এবার স্যুটিং শুরু করে দেয়া যাক।"

“সকলের সঙ্গেই আমার কথা হয়ে গেছে। ব্রজেন আর প্রদীপ অভিজিৎ ধরিত্রী আর অনন্যার ডেট নিয়ে আসুক। তারপরেই স্যুটিং শুরু হবে।”

“আর তোমার ডেট ?”

“পুরো জীবনটাই তো দিয়ে দিলাম তোমার মুঠোয়। আবার কী !”

মল্লিকার মুখের ওপর মুখ রাখল আলোকময়। মল্লিকা নিজেকে আরও ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল আলোকের সামনে। কিন্তু এই সোফায় জায়গা বড় কম। মল্লিকা পরিপূর্ণ ভাবে সুখ উপভোগ করতে পারছিল না। সে আলোকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে নামিয়ে আনল মেঝের ওপর।

আলোকময়ের নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে-জোরে, একটা প্রচণ্ড তাপে শরীর জ্বলছে। মদ খেলেও এ নেশা মদের নয়, তার দেহের রক্তের। আলোক অনুভব করছিল সে এখুনি এক হয়ে যাবে মল্লিকার সঙ্গে। মল্লিকা আলোককে চেপে ধরে গুঞ্জন করার মত কী বলছিল আলোক শুনল না।

কিন্তু দমকা একটা বাধায় আলোকের দেহের তাপ, মনের উত্তেজনা নিমেষে অন্তর্হিত হল। মল্লিকা ত্রস্ত হয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাস ঠিক করে নিয়ে আলো জ্বালল। অরূপরতন আর্ত চিৎকার করে উঠেছেন একটু আগে। তারপর মেঝের ওপর ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়েছিল। এখন অরূপরতনের গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। রাত গভীর, নির্জন। অরূপরতনের বিকৃত স্বর বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মল্লিকা ভেজান দরজা ঠেলে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে এল। আলোকময়ও আছে তার সঙ্গে। সুধার ঘুম বড় পাতলা—কিংবা সে হয় তো ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল—সে আগেই উঠে পড়ে বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়েছে। সকলে হুড়মুড় করে অরূপরতনের ঘরে

ঢুকল। ঘর অন্ধকার। সুধা তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ওরা দেখল মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অরূপরতন একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ করে চলেছেন। মল্লিকা অরূপরতনের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকল, "বাপি!"

অরূপরতন পাশ ফিরলেন। চোখ খুলে মল্লিকা সুধা আর আলোকময়কে দেখে উঠে কোনরকমে খাটের ওপর বসলেন। তাঁর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ হাঁপালেন। পরে বিস্মিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন আলোকময়ের দিকে।

আলোকময় অরূপরতনের আজকের চেহারা দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন যাঁকে দেখেছিল, আজ তাঁকে চেনা মুশকিল। অরূপরতন যে অসুস্থ মল্লিকা তো তাকে একবারও সেকথা বলে নি! আলোকময়ের নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। তার জন্যেই তো আজ পার্টির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল মল্লিকাকে।

সুধা ঘস্ ঘস্ শব্দ করে পাখার রেগুলেটার সরিয়ে আনল শেষ প্রান্তে। পাখা ঘুরতে লাগল খুব জোরে। মল্লিকা অরূপরতনের পাশে বসে পড়ে বেশ বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বাপি? শুয়ে পড়। আমি এখুনি ডাক্তার দাদুকে ফোন করছি—" সে বালিশ ঠিক-ঠাক করে অরূপরতনকে শুইয়ে দিল।

মল্লিকার কথায় অরূপরতন শুয়ে পড়লেন বটে কিন্তু ডাক্তার ডাকতে দিলেন না। ঝিমোতে ঝিমোতে বললেন, "আমার হার্টের কোন গোলমাল নেই, প্রেসার নর্ম্যাল। ডায়াবেটিসও নেই। ডাক্তার ডাকবার কোন দরকার নেই।"

"ও রকম চিৎকার করে উঠেছিলে কেন?" দায়সারা প্রশ্ন করল মল্লিকা। এখন অরূপরতনের যন্ত্রণার কথা ভেবে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে বেশ অপ্রসন্ন। কাঠ-কাঠ তার গলার স্বর।

অরূপরতন বললেন, "ও কিছু না। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম—" আলোকময়ের দিকে আবার তাকালেন অরূপরতন, "এখন কত রাত ?"

মল্লিকা বলল, "দুটো বেজে দশ মিনিট।"

অরূপরতনের মুখে বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আলোকময়ের পা থেকে মাথা অবধি জরিপ করার মত দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "বাড়ি যাও নি ?"

আলোকময় অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নীচু করে অপরাধীর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সুধা চলে গেল তার নিজের ঘরে। আর অরূপরতনের অনধিকার চর্চায় ভিতরে ভিতরে জ্বলে গেল মল্লিকা। কিন্তু আলোকময়ের সামনে উষ্মা প্রকাশ না করে ধীর স্বরে সে অরূপরতনের প্রশ্নের উত্তর দিল আলোকময়ের হয়ে, "আমরা একটা ফিল্ম করছি। সারা দিনরাত কাজ করতে হয়। আমরা কাজ করছিলাম।"

অরূপরতন শুধু বললেন, "ও—" তারপর পাশ ফিরে চোখ বুজলেন।

মল্লিকা পাখা কমিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। আলোককে বলল, "এসো।"

ওরা আবার নীচে এল। অন্ধকারে সোফায় বসল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে মল্লিকা আলোককে বলল, "গুম মেরে গেলে যে ?"

আলোক মুখ দিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়ার মত ছোট একটা শব্দ করে বলল, "ছি ছি, উনি কী ভাবলেন !"

অরূপরতনের ওপর চাপা একটা আক্রোশে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেও মল্লিকা যথাসম্ভব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "কী আবার ভাববেন ! বললাম তো কাজ করছি।"

আলোকময় শুকনো হাসল, বসে থাকল মূর্তির মত। মল্লিকা

বুঝতে পারছিল তার ছিঁড়ে গেছে, আলোকময় আজ আর সহজ হয়ে উঠতে পারবে না। মল্লিকা জ্বলছিল। একবার তার ইচ্ছে হল আলোকময়কে সব খুলে বলে। বলে যে তার বাপের জন্যে সে চোখ মেলে তাকাতে পারে নি নিজের দিকে। আজ অরূপরতন ঈর্ষাকাতর। কিন্তু কে তিনি? কোন্ অধিকারে তিনি খোঁচা মারেন আলোকময়কে?

কিন্তু মল্লিকা শুধুই ভাবল এসব। আর জ্বলতে লাগল আপন মনে অপ্রকৃতস্থ একটা মেয়ের মত। জীবনে প্রথম চরম সুখভোগের ঠিক আগের মুহূর্তে বাধা পেয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে বাঘিনীর মত। সে ধরে নিল অরূপরতনের দুঃস্বপ্নের কথাটা একেবারে মিথ্যে। তিনি জানতেন মল্লিকা আজ নিজের শোবার ঘরে যায় নি, আলোকময়ও আছে। এ বাড়িতে। তিনি বুঝেছিলেন ওরা সারারাত জেগে গল্প করছে।

একটু আগে অরূপরতন যখন তাকিয়েছিলেন আলোকময়ের দিকে, তখন তাঁর দৃষ্টিতে ঈর্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মল্লিকা বুঝতে পারে তাঁর রাগের কারণ।

অরূপরতন এত দিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আলোকময়ই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে মল্লিকাকে। এসব ভাবতে-ভাবতে মল্লিকা আরও অসন্তুষ্ট হল অরূপরতনের ওপর। তার মনে হল তিনি স্বার্থপর। মল্লিকার মঙ্গল, সুখ স্বচ্ছন্দ—কিছুই তিনি চান না।

আলোকময় এখনো নীরব, স্থির। মল্লিকা এই নীরবতা আর সহ্য করতে পারল না, আলোকময়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

আলোকময় প্রথমে চমকে উঠল, পরে নীরব থেকেই স্নেহভরে মল্লিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাত শেষ হয়ে আসছিল।

(৬)

আলোকময়ের ছবি 'এই কারাগারে' প্রায় শেষ হতে চলেছে। আর তিন-চারদিন স্যুটিং করলেই হয়ে যায়। সবিতবাবু ছবির পরিবেশক, মুক্তির ব্যবস্থা সে করে রেখেছে। যত টাকা লাগবে বলেছিল আলোক, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা ঢালতে হয়েছে সবিতবাবুকে। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মল্লিকা তাকে অনুরোধ করেছে বলে একটুও কার্পণ্য সে করে নি।

এই সময় এত ঘন ঘন সুটিং করে এত কম দিনে কোন পরিচালকের পক্ষেই ছবি শেষ করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মল্লিকা আছে বলে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেছে আলোকময়ের বেলায়। অভিনেতা অভিনেত্রীরা সব কাজ ছেড়ে বলতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে তার সঙ্গে।

ছবি মুক্তি পাবার আগেই প্রতিভাবান পরিচালক হিসেবে আলোকময়ের বেশ নাম হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায় তার এক-একটি শটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে। 'ছায়া দর্পণ' লিখছে—'এই কারাগারে'র তরুণ পরিচালক শ্রীআলোকময় বসু যে এই ছবির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পরিচিত হবেন সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।...

মল্লিকা এসব দেখে আর খুশীতে ভেঙে পড়ে। এই জয় তার, এই প্রশংসা গৌরব—সবই তার। আলোকময়ের চোখেও কৃতজ্ঞতা উছলে ওঠে, "আমি কেউ না। কিছু না! তুমিই সব। তোমার নামে আমার নাম, তোমার ত্যাগে আমার যশ।"

মল্লিকা ছায়ার মত ফিরছে আলোকময়ের সঙ্গে সঙ্গে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাড়ি যাচ্ছে, প্রচার-অফিসে ঘুরছে, প্রেক্ষাগৃহের মালিক

ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে আসছে আর কথায় কথায় পরিবেশকের দপ্তরে দৌড়নো তো আছেই। মল্লিকা ভুলে গেছে যে সে বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সময়ে-অসময়ে তার যেখানে সেখানে যাওয়া চলে না।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখার আর সময় নেই মল্লিকার। সে সর্বক্ষণ দেখে আলোকময়কে। তার ভাবনায় মল্লিকার ঘুম আসে না। স্টুডিওতে যখন ঘর্মাক্ত আলোকময়, মল্লিকা তার মুখের কাছে তুলে ধরে ঠাণ্ডা ডাবের জল। যতই কাজ থাক, ঠিক সময় খাওয়া-দাওয়া করতে হবে আলোককে। এত পরিশ্রম করলে শরীর ভেঙে পড়বে যে। দুপুরের কড়া গরমে মল্লিকা যেমন আলোকের মুখের সামনে তুলে ধরে ডাবের জলের গেলাস, তেমনি সন্ধ্যার ঝিরঝির হাওয়ায় তাকে হুইস্কি খাওয়ায় সুস্থ সতেজ রাখবার জন্যে। তারপর রাতে নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে তার বাড়ি অবধি নিউ আলিপুরের অন্য প্রান্তে—শ্যামবাজারে। হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তার দেখা হয় প্রায়ই। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "কী বলে তোমায় আশীর্বাদ করব মা! তোমার জন্যে আলোককে পাঁচজন চিনল—"

মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করে বলে, "কী যে বলেন মাসীমা! আমার জন্যে কেন লোকে তাকে চিনবে? সে নিজের গুণেই নাম করেছে।"

হিরণ্ময়ী বলেন, "আমি সব জানি মা। আলোকের মুখে সবই তো শুনি। তোমার তুলনা নেই। আজকের দিনে তোমার মত মানুষ কোথায়!"

আলোককে নামিয়ে দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে মল্লিকা ফেরে নিউ আলিপুরে—তার নিজের বাড়িতে। ঘুমের একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা। যানবাহনের আওয়াজ ক্বচিৎ শোনা যায়। মল্লিকার মনে হয় সে অনেক হালকা হয়েছে, স্বচ্ছন্দ হয়েছে। তার মনে ঈর্ষা নেই,

জাগতিক যশোলিপ্সা নেই। একটা মাটির খেলাঘর ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছে মহাজগতে। নিজেকে উৎসর্গ করার অপার আনন্দ তাকে বিহ্বল করে রাখে।

মধ্যরাতের আগে-আগে মল্লিকা বাড়ি পৌঁছে যায়।

সকাল থেকে টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, থেকে থেকে হাওয়ার ধাক্কায় দরজা জানলা ঝমঝম করে উঠছে। ভিজে শীত-শীত সকাল বলে একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছে মল্লিকার। আজ তার স্যুটিং আছে। নিজের অফিসেরও অনেক কাজ। 'এই কারাগারে' মুক্তি পাবে আগামী সপ্তাহে, উত্তেজনায় মল্লিকার মন ভরে আছে। প্রচারের জন্যে আরও কয়েক হাজার টাকার দরকার। আলোকময় একা কিছুতেই যাবে না সবিতবাবুর কাছে। মল্লিকাকেও যেতে হবে তার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা সবিতবাবুর অফিসে। সেই রকম ঠিক করা হয়েছে কাল।

বাথরুম থেকে চুল ঠিকঠাক করে মল্লিকা নীচে খাবার টেবিলে আসতে যাবে, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এল কাঞ্চী, "দিদি, পুলিস এসেছে, তোমাকে ডাকছে।"

"পুলিস!" বিস্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মল্লিকার মুখ থেকে। তার বাড়িতে হঠাৎ পুলিস আসবে কেন? চিন্তার রেখা ফুটে উঠল মল্লিকার কপালে। তার কোম্পানির ব্যাপারে আসেনি তো? মল্লিকা মনে মনে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর, আলোককে পুলিস যেন না টানাটানি করে।

মল্লিকার মনে আতঙ্ক থমথম করছে, তবু যথাসম্ভব সপ্রতিভ হয়ে সে নীচে নেমে এল। বিনয়ী পুলিস অফিসার তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। মাফ করবেন।"

পুলিস অফিসারের নম্র স্বর শুনে মনে মনে ভরসা পেয়ে মল্লিকা

কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? বলুন দয়া করে।"

পুলিস অফিসার বলল, "আপনার এখানে সুধারানী দত্ত নামে কেউ থাকে?"

"সুধা? হ্যাঁ—" মল্লিকা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কেন বলুন তো? সে কী করেছে?"

"সে একটা রাজনৈতিক দলে আছে। সম্প্রতি আপনার পাড়ায় যে ব্যাঙ্ক লুঠ হয়ে গেছে তাতে তার —"

"সে কী!" পুলিস অফিসারের কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। "সুধা রাজনীতি করে? ব্যাঙ্ক লুঠের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে?"

পুলিস অফিসার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অল্প হেসে বলল, "আমাদের হাতে সব প্রমাণ আছে। সুধারানী দত্তকে আমরা অ্যারেস্ট করতে এসেছি। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। তাকে ডাকুন দয়া করে।"

সুধাকে ডাকতে হল না। সে নিজেই এল। হাসিমুখে মল্লিকাকে প্রণাম করে বলল, "তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব দিদি।" পুলিস অফিসারের দিকে সে এগিয়ে গেল, হাসল, "চলুন। আমি তৈরি।"

মল্লিকা অবাক্ হয়ে দেখল সেই শান্তশিষ্ট সুধার তেজোদ্দীপ্ত গম্ভীর মূর্তি। পরে আস্তে বলল, "এসব কী করলে সুধা তুমি!"

সুধা প্রথমে হাসল, পরে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চুপচাপ মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। আরও পরে মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, "আমার স্বামীর কিছু কাজ বাকী ছিল। মাঝ পথে তাকে মেরে ফেলা হল যে" হয়তো অকালে নিহত স্বামীর কথা মনে করে সুধার চোখ সজল হয়ে এল। কিন্তু তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে সে পুলিস অফিসারকে আবার বলল, "চলুন স্যার।"

সুধাকে কালো ভ্যানে তুলে নিয়ে পুলিস চলে গেল। মল্লিকা সব কাজ ভুলে বসে থাকল বিমূঢ় হয়ে। কাঞ্চী কাঁদছিল।

অরূপরতনও নেমে এসেছেন নীচে। মল্লিকাকে কোন প্রশ্ন করতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। কাঞ্চী কেঁদে কেঁদে তাঁকে সব বলল।

দিনটা স্যাঁতসেঁতে। ঝিরঝির বৃষ্টি লেগেই আছে সারাদিন। মল্লিকাও বিষণ্ণ হয়ে আছে। ছবির মুক্তির ঠিক আগে-আগে সুধার এই রকম করে চলে যাওয়া তার ভাল লাগল না। এ যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত। মল্লিকার বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠল। সে স্যুটিং শেষ করল ভারী মন নিয়ে।

বিকেলে স্যুটিং-এর পর সবিতবাবুর অফিসে যেতে যেতে আলোকময়কে সুধার কথা বলল মল্লিকা। শুনে আলোক হাসল। সুধার গ্রেপ্তারের কোন গুরুত্ব দিল না। হালকা স্বরে বলল, "কী প্রেম দেখেছ! স্বামীর অপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে পুলিসের খপ্পরে পড়ল।"

"উঃ, আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এত ঠাণ্ডা মেয়ে সুধা!"

"ঠাণ্ডা মানুষরাই তো ভেতরে ভেতরে ভীষণ গরম।" একটু চুপ থেকে আলোক বলল, "সুধা রাজনীতি-টিতি যা খুশী করুক, তার জন্যে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু তোমার কী হবে এখন?"

"আমার আবার কী হবে?" আতঙ্কিত চোখ তুলে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, "পুলিস কি আমাকেও টানাটানি করতে পারে?"

জোরে হেসে উঠল আলোক, "না না, পুলিসের কথা নয়। সুধা তো গেল। কাঞ্চী ফিল্ম স্টার হয়ে উঠেছে—"

"হ্যাঁ। সে যাই যাই করছে। আলাদা ঘর নিয়ে একা থাকবে। স্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে আরও কয়েকটা ছুটকো কাজ বাগিয়ে নিয়েছে।"

"ব্রজেনের সঙ্গেও বেশ জম-জমাট প্রেম কাঞ্চীর এখন।" সবিতবাবুর অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে আলোক বলল, "সবই তো হল। যে যার গুছিয়ে নিল। আমি ভাবছি,

কাঞ্চী না থাকলে তোমার দেখা-শোনা করবে কে? একটা ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখলে ভাল হয় না?"

সবিতবাবুর অফিস দোতলায়। চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মল্লিকা বলল, "আমার দেখাশোনার জন্যে ভাবি না, তুমি তো আছ। মুশকিল হয়েছে বাপিকে নিয়ে। সুধা কাঞ্চীর মত লোক এখন পাচ্ছি কোথায়। বাপি না থাকলে যে কোন একটা ঠিকে লোক রেখে আমার সব কিছু আমিই করে নিতে পারতাম।"

সবিতবাবু উঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকাকে অভ্যর্থনা করল, আলোকময়ের দিকে শুধু দেখল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে, কথা-টথা বিশেষ বলল না। মল্লিকা নিজে বসল, পাশের চেয়ারে বসতে বলল আলোককে। মল্লিকা কোন ভূমিকা না করে সবিতবাবুকে আরও কয়েক হাজার টাকার কথা বলল এবং আশ্বাস দিল, ছবির মুক্তি আসন্ন—তার টাকা উঠে আসবে চার-পাঁচ গুণ হয়ে।

মল্লিকার কথা শুনে একচোট হেসে নিল সবিতবাবু। পরে হাসি থামিয়ে বলল, "লাভ-লোকসানের কথা ভেবে আমি কি আপনার প্রডাকসনে টাকা ঢেলেছি ম্যাডাম? আরে না না, আমি কি পাগল?"

মল্লিকা সরল ভাবে প্রশ্ন করল, "আমাদের ছবির দায়-দায়িত্ব কেন নিলেন তাহলে?"

"বাঃ, আপনার অবাধ্য হব? আমার কয়েক লক্ষ টাকা জলে যায় যাক, হেঁ-হেঁ, আপনি তো আমার ওপর খুশী থাকবেন।"

"আপনার টাকা জলে যাবে—একথা ধরে নিলেন কেন সবিতবাবু?"

আলোকের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আর একচোট হাসল সবিতবাবু, "এতদিন এই লাইনে রইলাম আর এ জ্ঞানটুকু আমার কি হয় নি ম্যাডাম?" আলোকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না, ফিল্ম ওয়ার্লড ছেলেখেলার জায়গা নয়, লাখ

লাখ টাকার খেলা। কাগজ-ফাগজ যা-ই লিখুক, আমার টাকা যে জলে গেছে আমি ধরেই নিয়েছি। ম্যাডাম, আপনার নামে ছবি দু-চার দিন চলবে। ব্যস, তারপরেই হাউস ফাঁকা। এ কী ম্যাডাম, রাগ করলেন? আরে এই, কে আছিস? কফি নিয়ে আয়—"

"না-না, আজ একটু তাড়া আছে—" মল্লিকা উঠে দাঁড়াল।

"হেঁ-হেঁ, ক্যাশ টাকা কাল দশটা নাগাদ পাঠিয়ে দেব—" সবিতবাবু উঠে দাঁড়াল। মল্লিকার সঙ্গে দরজার কাছে এসে বলল, "গাড়িটা কেমন চলছে ম্যাডাম?"

মল্লিকা আলোকের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল।"

সে-রাতে মল্লিকার বাড়িতে পার্টির সময় যে-কথা বলেছিল সবিতবাবু তা মাতালের প্রলাপ নয়, কিছুদিন পরে সে সত্যি একটা ঝকমকে বিলিতী গাড়ি উপহার দিল মল্লিকাকে। মল্লিকা অবাক্ হয়েছিল, আলোক এবং আরও অনেকের কথা ভেবে প্রথমে সবিতবাবুর কাছ থেকে এত দামী উপহার গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু তার দ্বিধা দেখে হেসে উঠেছিল আলোক। বলেছিল, বর্বরস্য ধনক্ষয়ম। এ গাড়ি তুমি আমাদের প্রডাকসনকে উপহার দিয়ে দাও। উপহার কখনো প্রত্যাখ্যান করতে হয়। এ সময় সবিতবাবুর মনে কোন রকম আঘাত দেয়া ঠিক হবে না। উনি ক্ষেপে গেলে বুঝতেই তো পারছ কী মুশকিলে পড়তে হবে।

সবিতবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে তারই দেয়া গাড়িতে উঠল আলোক আর মল্লিকা। আলোক আজ বড় অসন্তুষ্ট হয়েছে সবিতবাবুর কথায়। তার কথা আলোকের মনে হচ্ছে অমঙ্গল কামনার মত। সে যেন ইচ্ছে করে মল্লিকার সামনে তাকে ছোট করল, তার অসম্মান করল।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলবার পর বেশ বিরক্ত হয়ে আলোক বলল, "এর মধ্যেই এ লাইনটার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

সবিতবাবুর স্পষ্ট এবং অমার্জিত উক্তিতে আলোক যে অপ্রসন্ন

হয়েছে সে কথা মল্লিকা আগেই তার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল ; তাই এখন তাকে প্রফুল্ল করে তোলার জন্যে বলল, "একটা বড় কাজে নেমেছ, অসীম ধৈর্যের দরকার। সকলের সব কথা ধরে মন খারাপ করলে চলে ?"

আলোক ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "লোকটার একটু ভদ্রতা-জ্ঞানও নেই, মূর্খ কোথাকার ! যেমন চেহারা তেমন কথাবার্তা—" একটু থেমে মল্লিকাকে শাসন করার মত কড়া স্বরে সে বলল, "তুমিই তো এসব লোককে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছ। ছবি রিলিজের আগে-আগে এমন যা-তা কেউ বলে !"

মল্লিকা আলোকের ঝাঁজ দেখে নরম স্বরে বলল, "ওরা কি বোঝে ছবির ? আমি ওদের কথা ধরিই না।"

আলোক দাঁতে দাঁত চেপে উষ্মা প্রকাশ করল, "কেমন করে বলতে সাহস পায় যে শুধু তোমার মুখ চেয়ে টাকা ঢেলেছে ? তুমি কি ওর ইয়ে নাকি ?"

মল্লিকা আস্তে বলল, "কথাটা আমারও ভাল লাগে নি।"

"কিছু তো বললে না ? এসব শুনলে লোকের কি ধারণা হবে তোমার ওপর ? একেই তো ওর দেয়া গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছ দেখে লোকে যা ভাববার ভাবছে।"

মল্লিকা গম্ভীর মুখে আলোকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমি গাড়ি-টাড়ি নিতে চাই নি, তুমিই তো বললে—"

"কিন্তু তা বলে লোকটা যা-তা বলবে তোমার মুখের ওপর ?"

মল্লিকা চুপচাপ থাকল। তার মনে হল এখন এসব ছোট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-তর্ক ভাল না। শুভ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে, আলোকের মন আশা-নিরাশায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। সম্ভবতঃ তার শিরা উপশিরাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়া তার পক্ষে স্বাভাবিক।

মল্লিকা অনেক অনুরোধ করলেও সেই পার্টির পর আলোক তার

বাড়িতে আর সারা রাত থাকে না। তার মন থেকে এখনো অপরাধ বোধের সেই গ্লানি মুছে যায় নি। সে মল্লিকার সঙ্গে গল্প করে রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি, কোন কোনদিন খাওয়া-দাওয়াও করে— তারপর এক সময় নাটকীয় ভাবে উঠে দাঁড়ায়।

"এখুনি উঠলে যে ?"

আলোক ঘড়ি দেখে অল্প হাসে, "মাই টাইম ইজ আপ।"

মল্লিকা প্রথমে ইতস্ততঃ করে, পরে তার হাত ধরে মিনতি করার মত বলে, "আবার অত দূর যাবে ? এত ক্লান্ত তুমি !"

"বাই বাই !"

মল্লিকা বিমর্ষ মুখে বাইরে আসে আলোকময়ের সঙ্গে সঙ্গে, গাড়িতে স্টার্ট দেয়, তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে তার বাড়ি অবধি।

সবিতবাবুর অফিস থেকে ফেরবার সময় আলোকময়ের মুখ দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল তার মেজাজ প্রসন্ন নেই। মল্লিকারও মনের অবস্থা খুব ভাল নয় আজ। সে সুধার কথা ভাবছিল। কী হবে তার ? কে তার মামলা চালাবে ? মল্লিকা যতদূর জানে, আপনার বলতে তার কেউই নেই।

আজ আলোক বেশী কথা-টথা বলল না মল্লিকার বাড়িতে বসে। চা খেল, সঙ্গে টুকটাক খাবার। রাতের খাওয়ার কথায় আপত্তি করল মাথা ঝাঁকিয়ে। বলল, "না-না, একটু তাড়াতাড়ি ফিরব আজ। শরীরটা ভাল নেই।"

মল্লিকা তার গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করল। পরে হেসে বলল, "গা তো ঠাণ্ডা। শরীর ভালই আছে তোমার ?"

"না, আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমিও যা-তা করে বেড়ালে আমার জন্যে, যার-তার কাছে হাত পাতলে।"

"তুমি বড় ছেলেমানুষ, একটুতেই মন খারাপ কর।" মল্লিকা আলোকের খুব কাছে সরে এসে ঘন হয়ে বলল, "রিলিজের পর দেখ

কেমন ঝড় বয়ে যায়। দেখব, তখন তোমার এই মনমরা ভাব কোথায় থাকে।"

আলোক উঠি উঠি করছিল, মল্লিকা তার হাত চেপে ধরে বলল, "আজ আমারও মন বড় খারাপ। একটা কথা শুনবে?"

"কী?"

"লক্ষ্মীটি, আজ থাক না এখানে, সারারাত গল্প করে কাটাব। দুজনের মন তাহলে ঠিক ভাল হয়ে যাবে।"

"না ওসব বল না।" আলোক বলল, "সেদিন কিসে কী হয়ে গেল, থেকে গেলাম। আর না। কিন্তু তোমার মনের কী হল? সবিতবাবুর কথা গায়ে মেখেছ বলে তো মনে হয় না। তাহলে?"

"সুধার কথা ভাবছি।"

"কী?"

"ওর কী হবে?"

আলোক হালকা হেসে বলল, "ওর কথা ভাববার লোকের অভাব হবে না। রাজনীতি করে তো। দলের আরও অনেকে আছে। সুধার ভাবনা তাদের। তুমি শুধু শুধু মন খারাপ করবে কেন!"

মল্লিকাকে আজ গাড়ি বের করতে দিল না আলোক। সোজাসুজি বলল, "যার-তার দেয়া গাড়ি চড়তে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আর রোজ-রোজ তোমার অতদূরে যাওয়ার কি দরকার? আজ আমি একাই যাই।"

মল্লিকা সবিতবাবুর দেয়া গাড়িটার দিকে দেখল অসহায়ের মত। একটু অপ্রস্তুত হল। তার অন্য গাড়ি গ্যারাজে পাঠান হয়েছে। মল্লিকা এগিয়ে এল আলোকের কাছে। আর একবার বলল, "কেন যাবে? আমার কথা রাখবে না? আজ কি না গেলেই নয়?"

আলোকময় ঠাট্টার সুরে বলল, "তুমি বড় নির্লজ্জ লিকি। কী ভাববেন তোমার বাবা।" সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল আস্তে পা ফেলে।

মল্লিকা এগুল না, দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। আলোকের বলা শেষ কথাগুলো তার বুকে বড় বিঁধেছে, রাগ হচ্ছে অরূপরতনের ওপর। তাঁর অবস্থান যেন মল্লিকার সব স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। তিনি আছেন বলেই আলোক রাতে আর থাকতে চায় না এই বাড়িতে। কিন্তু ওরা দুজন একসঙ্গে থাকবে সারারাত সারা জীবন। হয়তো তার আর খুব বেশী দেরি নেই। একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে মল্লিকা ভেতরে এল। কাঞ্চী দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়। অরূপরতন একা একা এখন ওপরেই খাওয়া-দাওয়া করেন। সুধা নেই, কাঞ্চী নিশ্চয়ই তাঁর খাবার পৌঁছে দিয়েছে।

মল্লিকার এখন খিদে নেই, খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সে কাঞ্চীকে দেখল। তার চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। ক্রীম চকচকে মুখ। গায়ে এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ। চুল বেঁধেছে সুন্দর করে। তার চলাফেরার ভঙ্গীও অন্যরকম হয়ে গেছে।

মল্লিকা খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কাঞ্চীকে বলল, "তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। আমার খেতে দেরি হবে। খাব কিনা ঠিক নেই, অনেক খেয়েছি। খিদে নেই একেবারে।"

মল্লিকার কথা কাঞ্চী শুনল কিন্তু নড়ল না। তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

মল্লিকা বুঝল সে কিছু বলতে চায়। তাকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবে?"

কাঞ্চী ভয়ে ভয়ে বলল, "পুলিস আমাকে ধরবে না তো দিদি?"

"তোমাকে কেন ধরবে? তুমিও কি সুধার দলে ছিলে?"

কাঞ্চী মাথা ঝাঁকিয়ে বেশ জোরে বলল, "না-না, আমি তাজ্জব বনে গেছি।"

"তবে আবার কী।"

কিন্তু আসল কথা কাঞ্চী বলল তারপরেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস 'এই কারাগারে' মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিখ্যাত হয়ে উঠবে।

কাজেই এখানে সে যেমনভাবে আছে তেমনভাবে আর থাকা চলে না। ব্রজেন তার জন্যে আলাদা ঘর ঠিক করেছে, 'এই কারাগারে' মুক্তি পাওয়ার আগেই সে তার নতুন ডেরায় গিয়ে উঠতে চায়।

কাঞ্চীর আকাশ-কুসুম কল্পনা ভেঙে দিতে চাইল না মল্লিকা। কয়েক মুহূর্ত সে একটু ভাবল। আজ মঙ্গলবার। এই শুক্রবার তার ছবির শুভ মুক্তির দিন। অর্থাৎ কাল কিংবা পরশু কাঞ্চী এখান থেকে চলে যেতে চায়। এমন কারণ সে দেখিয়েছে যে মল্লিকার বলবার কিছু নেই। তার ভাবনা শুধু অরূপরতনের জন্যে। কিন্তু যা হয় হোক তাঁর। মল্লিকা আর কত ভাববে!

"বেশ তো, তোমার যখন ইচ্ছে যেও। আমি আর কী বলব—" কাঞ্চীকে এই রকম বলে অরূপরতনের ঘরে এল মল্লিকা। আর চুপচাপ এইভাবে দিন কাটান যায় না, তাঁর সঙ্গে দু-একটা স্পষ্ট কথা বলা দরকার। সবিতবাবুর উক্তি, আলোকের ঝাঁজ, তার এখানে রাতে না থাকা—সব মিলিয়ে মল্লিকার মেজাজ বিশেষ ভাল ছিল না।

আলো জ্বালান নি অরূপরতন। তাঁর ঘর অন্ধকার। আজকাল এইরকম অন্ধকারেই চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসেন তিনি। মল্লিকাও আলো জ্বালল না, এসে দাঁড়াল অরূপরতনের পাশে অন্ধকারে। তাঁর চোখ খোলাই ছিল, ইজি চেয়ারে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন। মল্লিকাকে দেখলেন। কিছু বললেন না।

মল্লিকা বসল না, কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। পাখা চললেও তার কপালের ওপর একটা মশা এসে বসল। মল্লিকা মশা মারার জন্যে নিজের কপালে চটাস করে চড় মারল।

আরও কিছু পরে মল্লিকা ডাকল, "বাপি ?"

"উঁ ?"

"বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছ কেন ? শুয়ে পড় না—" মল্লিকা বলল একটা যন্ত্রের মত। বলতে বলতে সে ভাবল, ইচ্ছে করেই জেগে আছেন অরূপরতন, আলোক থেকে গেল কি-না হয়তো সে-কথা

জানবার জন্যে তিনি উদগ্রীব। এসব ভেবে মল্লিকার মুখ বেশ কঠিন হয়ে উঠল।

মল্লিকার কথা শুনে অরূপরতন আস্তে বললেন, "এইবার শোব।"

দাঁড়িয়ে কথা বলতে এখন অসুবিধা হচ্ছিল মল্লিকার, সে একটা শান্তিনিকেতনী মোড়া টেনে নিয়ে অরূপরতনের মুখোমুখি বসল। বসে এদিক-ওদিক তাকাল, অন্ধকারে অরূপরতনের মুখ দেখল। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল তার। চারপাশে যেন অশুভ একটা ছায়া স্থির হয়ে আছে আর তার সামনে ব্যর্থতার প্রতিমূর্তির মত অন্ধকারে বসে আছেন অরূপরতন। মল্লিকা ভাবল তার ছবির মুক্তি আসন্ন, ভাবল আলোকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। এবং এই অন্ধকার, অরূপরতনের বিষণ্ণ মূর্তি দেখতে তার ভাল লাগল না।

সে ইতস্ততঃ না করে বলল, "সুধাকে পুলিস নিয়ে গেছে। কাঞ্চী চলে যেতে চায়, আর আমারও বাইরের কাজ অনেক বেড়েছে, কখন বাড়িতে থাকি না থাকি ঠিক নেই—" মল্লিকা থামল। সোজা হয়ে বসল। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা দিয়ে ঘষল।

অরূপরতন মন দিয়ে মল্লিকার প্রত্যেকটি কথা শুনলেন। কিছু বললেন না, কিন্তু এসব শুনতে শুনতে অস্বস্তি বোধ করলেন। দু-একবার মশা মারবার চেষ্টা করে মল্লিকার আরও কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মল্লিকা বলল, "কলকাতায় আমি না-ও থাকতে পারি।" সে একটু ভাবল। ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বলল, "বম্বে যাবার কথা হচ্ছে। এ-বাড়ি ভাড়া দেব কিংবা বিক্রি করে চলে যাব। কিন্তু সে তো পরের কথা। সুধা নেই, কাঞ্চীও থাকবে না। নতুন বিশ্বাসী লোক খোঁজবার সময়ও তো নেই আমার এখন।"

অরূপরতন এবার যেন একটু-একটু আঁচ পেলেন মল্লিকা তাঁকে কী বলবার চেষ্টা করছে। এখনো তাঁর মুখে কথা এল না। বোবা

দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। মাথার মধ্যে কী রকম করে উঠছে তাঁর। বুক খালি খালি লাগছে। ভারী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন অরূপরতন।

মল্লিকা বলল, "তোমার শরীর ভাল নেই, কে তোমার দেখা-শোনা করবে। আমি বলছিলাম এখানকার একটা ভাল হোটেলে আপাততঃ তোমার থাকবার ব্যবস্থা করি?"

অরূপরতন চমকে উঠে বললেন, "হোটেলে?"

"হোটেলই তো সব চেয়ে ভাল জায়গা। আমি রোজ তোমার খবর নেব। এখানে একা থাকার চেয়ে—"

অরূপরতনের হোটেলে গিয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু সে কথা মল্লিকাকে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কোথায় থাকবি?"

প্রশ্নটা ভাল লাগল না মল্লিকার। সে বুঝল অরূপরতন সহজে তাকে মুক্তি দিতে চান না। কিন্তু মল্লিকার জেদ চেপে গেছে, সে আর অরূপরতনের সঙ্গে থেকে কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।

সে বলল, "পরশুর পরের দিন আমাদের ছবি রিলিজ করছে। তারপর কোথায় থাকব, কী করব ঠিক নেই। দেখ বাপি, আমি যেখানে-সেখানে থাকব, যা-হয় খেয়ে নেব কিন্তু ঝি-চাকর খুঁজে এইরকম করে সংসার চালান আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমার ভীষণ কাজের ক্ষতি হয়।"

বারান্দার অংশ দেখা যায় এ-ঘর থেকে। অরূপরতন সেদিকে দেখলেন। দু-একটা গাছ স্থির হয়ে আছে। পরে ফাঁকা জমি। বাইরে অন্ধকার। আকাশে আলো নেই। অরূপরতনের বুকের মধ্যে ব্যথা কনকন করে উঠছে। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। কেউ কি আসছে? পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? না, কিছু শুনতে পেলেন না অরূপরতন। বোবা অন্ধকারে তিনি বড় স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারলেন যে তিনি একেবারে একা। তাঁর কেউ নেই।

অরূপরতনকে নির্বিকার বসে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে মল্লিকা বলল, "তাহলে তোমার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করি?"

"না—" অরূপরতন মাথা নেড়ে বললেন।

মল্লিকা অপ্রসন্ন হল। বলল, "শুক্কুরবারের আগে একটা ব্যবস্থা করতে হবে বাপি। দেরি করলে চলবে না।"

"দেখি।"

মল্লিকা গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। কী ব্যবস্থা করবেন অরূপ-রতন সে বুঝতে পারল না। ভাবল, হয়তো কিছু করবেন না তিনি, যেমন আছেন তেমন থাকবেন। তখন তাকে আরও রুক্ষ হতে হবে। অরূপরতনের সঙ্গে অবস্থানের কথা সে আর ভাবতে পারে না। মল্লিকার চোখে ঘুম নেই, তার খিদেও নেই। একটা অস্বস্তিতে তার বুক ছেয়ে আছে। মল্লিকা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার মায়ের ছবির ওপর রাস্তার আলোর রেখা ছিটকে এসে পড়েছে। মল্লিকা তার মার হাসি হাসি মুখ দেখল। তার কোন অনুভূতি হল না। গাছ আকাশ মাটি ঘাস—সবই চোখে পড়ল তার, মন কিছুই ধরে রাখল না। একাকীত্বের যন্ত্রণায় তার মাথা দপদপ করছে, শরীর ভেঙে পড়ছে।

একটা অপ্রকৃতিস্থ মেয়ের মত বারান্দায় রেলিং এ দু-হাত রেখে মল্লিকা দাঁড়িয়ে থাকল। বাতাসে তার চুল উড়ছে। রাতের পাখি কর্কশ চিৎকার করে উঠল কাছাকাছি কোথাও। মল্লিকার মনে হল চারপাশ বড় রুক্ষ। সব ছাড়িয়ে শুধু রাতের পাখির কর্কশ চিৎকার তার কানে বাজতে লাগল।

আজ থেকে 'এই কারাগারে'র টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। পরশু ছবির মুক্তির দিন। আলোকময় এসেছিল সকালবেলা ট্যাক্সি নিয়ে, একটু বেলায় মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে সব ক'টি প্রেক্ষাগৃহ দেখে এসেছে বাইরে থেকে। লম্বা কিউ সব হাউসের

সামনে। হৈ চৈ, গোলমাল। পুলিসও আছে অনেক, কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

আলোকময়ের মুখ বড় প্রসন্ন আজ। প্রেক্ষাগৃহ দেখে মল্লিকাকে পৌঁছে দেয়ার সময় সে বলল, "আজ তোমার স্যুটিং না থাকলে ভাল হত, বাইরে কোথাও খেয়ে নিতাম।"

"বাইরে কেন? স্টুডিওতে তুমিও চল না। আমাকে লাঞ্চ আনাতেই হবে। তুমিও খাবে আমার সঙ্গে।"

"না-না, কী রকম দেখাবে।"

"লজ্জা করছে?" মল্লিকা ফিক করে হাসল, "আমার কিন্তু দু-কান কাটা। লজ্জা-টজ্জা নেই।"

আলোক হাসল, "জানি।"

মল্লিকা বলল, "কাঞ্চী বিদায় নিচ্ছে বিকেল বেলা। আমাকেই সব করতে হবে দু-একদিন। সংসারের ঝামেলা আর ভাল লাগে না।"

"আমি থেকে যাব নাকি? যদি একটু সাহায্য হয় তোমার?"

"থাক, থাক। হাতে-পায়ে ধরলেও তো থাকতে চাও না।"

"সে তো রাত্তিরে।"

মল্লিকা ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়িয়ে আলোককে জোরে চিমটি কাটল।

মল্লিকাকে নামিয়ে দিয়ে আলোক ফিরে যেতে চেয়েছিল। মল্লিকা ছাড়ল না। তাকেও নিয়ে এল তার সঙ্গে। বলল, "আমার গাড়ি পাব আজ গ্যারেজ থেকে, তোমাকে রাত্তিরে পৌঁছে দেব।"

মল্লিকা আর আলোক ভেতরে যেতেই কাঞ্চী শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। বলল, "সাহেব এখনো এলেন না।"

"কে? বাপি? তিনি আবার কোথায় গেলেন?"

কাঞ্চী বলল যে অরূপরতন বোধহয় বেরিয়ে গেছেন খুব ভোরে। কাঞ্চী যখন চা নিয়ে যায় তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। সে ভেবেছিল

তিনি কাছাকাছি কোথাও গেছেন, শীগ্‌গিরই ফিরবেন। তাই মল্লিকাকে কিছু বলে নি।

"দারোয়ান কী বলল? কখন বেরিয়েছেন বাপি?"

"আঁধার ছিল তখন।"

মল্লিকার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে ভাবল, কোথায় যেতে পারেন অরূপরতন? কাল রাতের কথা তার মনে পড়ে গেল, আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। শীত-শীত ভাব ছিল। কোথায় গেলেন অরূপরতন?

মল্লিকার বিষণ্ণ মুখ দেখে আলোক বলল, "এত ভাববার কী আছে? কোন বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়ের কথা হঠাৎ মনে হয়েছে তাঁর—বেরিয়ে পড়েছেন।"

মল্লিকা অন্যমনস্কের মত আস্তে বলল, "তাই হবে হয় তো।"

যেখানেই যান অরূপরতন, মল্লিকার আশা ছিল তিনি ফিরে আসবেন কিংবা তাকে ফোন করে কিছু বলবেন কিন্তু আর ফিরলেন না তিনি। সুটিং শেষ করে মল্লিকা ফিরে এল আলোককে নিয়ে। তার আশা ছিল বাড়ি এসে দেখবে অরূপরতন ফিরে এসেছেন, কিন্তু না। দারোয়ান বলল, তিনি আসেন নি। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মল্লিকার বুকের মধ্যে। তার মনে হল আর কোন দিন কোন খবর পাওয়া যাবে না অরূপরতনের।

আলোকের সামনে ভেঙে পড়তে চাইল না মল্লিকা। সে নিজেকে বোঝাল যে তার এত বিমর্ষ হয়ে পড়ারও কোন কারণ নেই। সে-ই তো থাকতে চায় নি অরূপরতনের সঙ্গে। তাঁকে হোটেলে থাকার কথা বলেছিল। কিন্তু এরকম করে কেন গেলেন তিনি? তাকে বলে গেলেন না কেন? ইচ্ছে করেই তাকে যন্ত্রণা দিয়ে গেলেন অরূপরতন। মল্লিকার রাগ হয়ে গেল হঠাৎ।

সে আলোককে বলল, "পরশু দিন ছবি মুক্তি পাচ্ছে, এই সময় যত মুশকিল। যাক, যা হবার হবে, ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।"

আলোকময় বলল, "না ভেবে তো উপায় নেই। কোথায় গেলেন উনি? যা দিনকাল, কত রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।"

"হ্যাঁ—" মল্লিকা একটা অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে উঠে বলল, "হাসপাতালগুলোয় ফোন করে খবর নেব?"

"নিশ্চয়ই। আমি খবর নিচ্ছি।"

যত হাসপাতাল আছে কলকাতায়—ফোন করা হল! কোন খবর নেই। থানায় থানায় জানান হল। আলোকময় বলল, কাগজে বের করতে হবে, মিসিং স্কোয়াডে জানাতে হবে। সে আশ্বাস দিল মল্লিকাকে, ভাবনার কোন কারণ নেই, অরূপরতনের খবর ঠিক পাওয়া যাবে।

মল্লিকা ম্লান মুখে বলল, "না। বোধহয় আর কোন খবর পাওয়া যাবে না!"

"এ কথা বলছ কেন লিকি? কী হয়েছিল ওঁর?"

মল্লিকা দু হাতে মুখ ঢেকে বলল, "না-না, কিছু হয় নি তো।"

অরূপরতন নেই। সুধা নেই। কাঞ্চীও চলে গেছে আজ। বাড়ি নিঃঝুম। কোন শব্দ নেই। টেলিফোনও বাজল না।

আলোকময় সরে এল মল্লিকার পাশে, তার গায়ে হাত রাখল এবং তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল, 'লিকি, আজ তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

মল্লিকা ভিজে চোখ তুলে আলোককে দেখল এবং যে-কথা তাকে আগে বলেছিল সে-কথা আজ আবার বলল কান্না-কান্না গলায় সর্বহারা অসহায় মেয়ের মত, "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

(৭)

আজ শুক্রবার। জুলাই মাসের আঠার তারিখ 'এই কারাগারে'র মুক্তির দিন। কাল সারারাত ভাল ঘুম হয় নি মল্লিকার। তার মন বেদনাভারাক্রান্ত হলেও সে নিমগ্ন ছিল আকুল প্রার্থনায়। ভগবান! আমাদের শ্রম যেন সার্থক হয়। আলোকের প্রতিষ্ঠা যেন অক্ষয় হয়ে থাকে! ভগবান! তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি, আর তো কিছু চাইবও না। আমার প্রথম ও শেষ প্রার্থনা পূর্ণ কর। আলোকময়কে যশস্বী করে তোল! সে যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্র-পরিচালক হয়।

আকাশ পরিষ্কার। তাজা রোদ ঝলমল করছে। বৃষ্টির আশঙ্কা এখন নেই। মল্লিকা বিছানা ছেড়ে উঠল। হিটারে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। ফ্রীজে কেক, মিষ্টি অনেক আছে, কিন্তু আজ তার খিদে তৃষ্ণা যেন নেই। শুধু ছবির খবর পাওয়ার জন্যে সে অধীর। তিনটে বাজবে কখন!

একটা বিশ্বাস একেবারে প্রথম থেকেই গাঁথা হয়ে গেছে মল্লিকার মনে যে আলোক বিখ্যাত হবে। আজ সে অপরিচিত জনসাধারণের কাছে, কাল সে তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবে। নিজের ঘরে বসে একা-একা চা আর যৎসামান্য কিছু খেতে খেতে মল্লিকা ভাবল, নিছক প্রেমের জন্যে সে এরকম ধারণা মনে মনে পোষণ করছে না, হয়তো আলোকের গুণ তার চোখে পড়েছিল বলে স্বল্প পরিচয়ে সে গভীরভাবে তাকে ভালবাসতে পেরেছিল। কিন্তু গুণ কিংবা দোষ, এসব কথার কোন অর্থ আজ আর নেই মল্লিকার কাছে। আলোকময় বলে শুধু একটি রক্ত মাংসের মানুষই তার কাছে প্রধান। প্রধান তার প্রেম।

দারোয়ান ডোর বেল বাজিয়েছে, কেউ এসেছে। এত সকালে কে এল? নতুন কেউ না। দারোয়ানকে মল্লিকা বলে রেখেছে যে সে আজ খুব পরিচিত না হলে কারুর সঙ্গে দেখা করবে না।

আর কেউ নেই, মল্লিকা নিজেই নেমে এল নীচে। জানলা দিয়ে দেখল আলোক দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। ম্লান চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, করুণ চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে মল্লিকার দিকে।

মল্লিকা আলোকের বিবর্ণ চেহারা দেখে বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, "এ কী! এমন চেহারা হয়েছে কেন? এস, ভেতরে এস।"

আলোক আস্তে পা ফেলে ভেতরে এসে যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল সোফার ওপর। বড় করুণ করে হাসল এবং মল্লিকার দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "এত সকালে চলে এলাম তোমার কাছে। বুঝতে পারছি না কি হবে। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি।"

মল্লিকা আলোকের পিঠে আস্তে আঘাত করে হেসে বলল, "একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব?"

আলোকময় কথা না বলে নীরবে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। কাল রাতের কথা ভাবল মল্লিকা। তার আকুল প্রার্থনার কথা ভাবল, এবং কিছু পরে এক অলৌকিক বিশ্বাসের দীপ্তিতে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না। আজ আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে।"

আলোক যেন শুনতে পেল না মল্লিকার কথা, শুনলেও কোন গুরুত্ব দিল না। অস্ফুট উচ্চারণে বলল, "এত টাকা, এত পরিশ্রম, কত লোকের কাছে যে ছোট হয়েছ তুমি—যদি সব নষ্ট হয়?"

"হবে না। দেখে নিও।"

"কাল রাত্তিরে চুপেচাপে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ আলোক জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবার কোন খবর পাওয়া গেল না, না?"

"না—" মল্লিকা আস্তে বলল।

"ওঁর কথা ভেবেও খারাপ লাগছে। ছবি রিলিজের আগে-আগে অশুভ একটা ছায়া কেন আমার সামনে কাঁপছে লিকি?"

"আঃ! কী যা-তা বল!" মল্লিকা আলোককে ধমক দিয়ে বলল, "নিজের ওপর এতটুকুও বিশ্বাস নেই?"

"না। আজ সব গুলিয়ে গেছে।"

"তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।"

আলোকময় মল্লিকার পাশে বসে মনে জোর পাবার চেষ্টা করছিল, এই শুভ দিনে মনের সব দ্বিধা আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল হয়ে উঠতে চাচ্ছিল। সে স্থির হয়ে বসে থাকল কিছু সময়।

পরে মল্লিকা তাকে যে-কথা বলেছে, সে-ও আন্তরিক তাগিদে সেই এক কথা বলে ফেলল, "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

ভাগ্যের কথা অনেকে মানে, সম্ভবতঃ আলোকময়ও বিশ্বাস করে অদৃষ্টে। কিন্তু 'এই কারাগারে'র অসামান্য সাফল্যের জন্যে মল্লিকার মনে হয়, ভাগ্য না, নিয়তি না। এসব ছাড়িয়ে আলোককে যা উত্তীর্ণ করে দিয়েছে সাফল্যের উত্তুঙ্গ শিখরে সে তার প্রেম। মল্লিকা প্রথম থেকেই জানত এই রকম হবে। এক ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে আলোক তার কাছে যে বাসনা নিয়ে এসেছিল তা চরিতার্থ হবে। প্রতিষ্ঠা এবং বিপুল যশ অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। তাই মল্লিকার বুক আনন্দে ভরে গেল, কিন্তু সে অবাক্ হল না।

ছবি মুক্তি পাবার পর প্রথম দিনই সাড়া পড়ে গেল, তবু আলোকময়ের মুখে হাসি ফোটে না, মন থেকে আশঙ্কা দূর হয় না। মল্লিকা আছে তার পাশে পাশে ছায়ার মত, হাউসে হাউসে ঘুরছে

লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি আড়াল করে। দর্শকের বাহবা শোনাচ্ছে আলোককে। ঘন ঘন হাততালির শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আলোকের ভাবান্তর লক্ষ্য করছে।

'এই কারাগারে' ছবিতে মল্লিকার নিজের অভিনয়ও হয়েছে অপূর্ব। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের সে ম্লান করে দিয়েছে অবলীলায়। একটি ইংরেজি দৈনিক তার সম্পর্কে লিখেছে, পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গে তার তুলনা বিনা দ্বিধায় করা চলে।

কিন্তু এই রকম প্রশংসা শুনেও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না মল্লিকা। যশ কিংবা অপযশ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা তার নিজের ক্ষেত্রে এসব যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, এসবের কোন মূল্যই আর নেই তার কাছে। একটি একটি করে খসে পড়ুক তার বাইরের সব আভরণ, শুধু ভরে থাক তার মন গভীর ভালবাসায়। যত ভূষণ আছে, যত অলঙ্কার আছে, সব নিয়ে সুখী হোক, পূর্ণ হোক আলোকময়।

'এই কারাগারে' পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে দর্শক সাধারণ। প্রতিষ্ঠা লাভের কথা আর ভাবতে হবে না আলোকময়কে। এর মধ্যেই সে বাংলা চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রেস-শো'র দিন সেকথা বড় পরিষ্কার হয়ে গেছে মল্লিকার কাছে।

মল্লিকার অনুরোধমত বহু বিশিষ্ট লোককে প্রেস-শো'র দিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সবিতবাবু। সম্পাদক সাংবাদিক তো ছিলই, তা ছাড়া এসেছিল বহু সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং আরও অনেক নামকরা লোক। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে মল্লিকা আলোকময় আর সবিতবাবু অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল সকলকে।

ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পর একটা ছোটখাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই প্রেক্ষাগৃহেই। 'এই কারাগারে'র লেখক সুন্দর-বাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "মল্লিকা যেদিন আলোকময়কে সঙ্গে নিয়ে আমার উপন্যাসের চিত্ররূপ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে সেদিনই

আমি তার অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আলোকময়ের পরিচালনাও হয়েছে অপূর্ব। তার সৌভাগ্য যে সে মল্লিকার মত অভিনেত্রীকে নায়িকার ভূমিকায় পেয়েছে।……"

এক তরুণ অধ্যাপক 'এই কারাগারে'র প্রশংসা করতে করতে আর একটা গোটা গল্পই শুনিয়ে দিল। বলল, "আলোকময়বাবু ছিলেন অখ্যাত, অজ্ঞাত। আজ তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা সকলেই জানি এ ছবিতে মল্লিকার অবদান কতখানি! এই প্রসঙ্গে আমার একটি গ্রীক উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যে কাহিনীর কথা ভেবে জর্জ বার্নাড শ লিখেছিলেন তাঁর আধুনিক নাটক 'পিগম্যালিয়ন'। এক ভাস্কর নির্মাণ করেছিল অপরূপ নারী-মূর্তি। দেখতে দেখতে দিশাহারা হয়ে যেত ভাস্কর পিগম্যালিয়ন। সেই পাষাণ-প্রতিমার নাম গ্যালেসিয়া। পিগম্যালিয়ন গভীরভাবে ভালবাসল তারই হাতে গড়া গ্যালেসিয়াকে। কিন্তু পাষাণ প্রতিমা প্রতিদান দিতে পারে না তো। তবু চোখ ফেরাতে পারে না ভাস্কর। তার প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়। পরে ভাস্করের ভালবাসায় প্রাণ পেল সেই অপরূপ শিলামূর্তি—" অধ্যাপক অল্প হেসে বলল, "ভালবাসা-টাসার কথা থাক, আমি বলতে চাই মল্লিকার অক্লান্ত সাধনায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেল আলোকময়।"……

শুনতে শুনতে মল্লিকা বেশ লজ্জা পায় মনে মনে। কিন্তু তার নিজেকে ওই ভাস্করের মতই মনে হয়। একটি মানুষ তার কাছে এসেছিল অখ্যাত, অজ্ঞাত—যেমন বলল অধ্যাপক—ঠিক যেন ভাস্করের ওই প্রাণহীন শিলামূর্তি। না না, মল্লিকা নিজেকে সংশোধন করে নেয়, সে তিল তিল করে গড়েছে আলোকময়কে এবং তার ভিতরে সঞ্চারিত করে দিয়েছে প্রাণ। তার প্রেম, তার সাধনা সার্থক করেছে আলোকময়ের স্বপ্ন।

অনুষ্ঠানের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরুবার আগে এক জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা আলোকময় সবিতবাবু ধরিত্রী আর

অনন্যা। সবিতবাবু খুব জোরে আলোকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল, "বহু পুণ্যের ফলে ম্যাডেমের কৃপা পেলেন মশাই। দেখলেন তো যাতে উনি হাত দেন তাই সোনা হয়ে যায়। কোথাকার কে মশাই আপনি! আপনাকে ম্যাডেম একটু টাচ্ করতেই চড়চড় করে কোথায় উঠে গেলেন! হেঁ হেঁ, কী কপাল নিয়ে ধরাধামে এসেছিলেন মশাই!"

আলোকময় কিছু বলল না, যেন অল্প বিরক্ত হয়ে নিজের কাঁধ থেকে সবিতবাবুর হাতটা অন্যমনস্কের মত সরিয়ে দিল।

ধরিত্রী মল্লিকার কাছে এসে বলল, "পার্টি দিচ্ছ কবে?"

"পার্টি?"

"অমন ন্যাকা সেজ না। একটা সুপারহিট ছবি বানালে—আমাদের নিয়ে একদিন হল্লা-টল্লা করবে না?"

সবিতবাবু গলা তুলে বলল, "নিশ্চয়ই করবেন—একশোবার করবেন। বলুন ধরিত্রী দেবী, কবে কোথায় ব্যবস্থা করব?"

"আহা, আপনি ব্যবস্থা করবেন কেন?" ধরিত্রী মল্লিকার গায়ে চিমটি কাটল, "এরই তো ব্যাপার—আমরা ওকে ছাড়ব নাকি?"

মল্লিকা সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "বেশ, শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা করছি। আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম।"

হল থেকে বেরুতে বেরুতে বেশ বেলা হল। সব চুকিয়ে ভরা দুপুরে বাইরে এল মল্লিকা আর আলোকময়। মল্লিকার ক্ষিধে কিংবা তৃষ্ণা এখন কিছুই ছিল না। কোন রকম ক্লান্তিও না। তবে তার মনে হল আলোক যেন একটু ক্লান্ত। ওর মুখ শুকনো-শুকনো। চোখ দুটো অল্প বিষণ্ণ। মল্লিকা বেশ বিব্রত হয়ে তাকে বলল, "বড় পরিশ্রম যাচ্ছে তোমার, না? চল, আমার ওখানে গিয়ে সারাদিন বিশ্রাম করবে। আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।"

আলোকময় নীচু গলায় বলল, "আমি বাড়ি যাব।"

মল্লিকা কী ভাবল। আর একবার আলোকের মুখের দিকে দেখল, পরে বলল, "চল তাড়াতাড়ি তোমায় পৌঁছে দি।"

"কী দরকার?" মৃদু প্রতিবাদের মত বলল আলোকময়, "এত বেলায় আমার জন্যে তোমার আর ছুটোছুটি করার দরকার নেই। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নি—"

"না!" মল্লিকা জোরে বলে উঠল, "যতদিন গাড়ি না কিনছ ততদিন তোমার জন্যে এই রকম ছুটোছুটি আমাকে করতেই হবে— বুঝলে?"

কী বুঝল আলোকময় কে জানে। গাড়িতে মল্লিকার পাশে সে বসে থাকল চুপচাপ, কথা-টথা একেবারেই বলল না। মল্লিকা একমনে গাড়ি চালাচ্ছিল। আনন্দের ভার সে বহন করতে পারছিল না বলে এখন তার মুখেও কথা ছিল না।

তার মুখে কথা ফুটল অনেক পরে। প্রথমে কী মনে পড়ে যাওয়ায় সে আপনমনেই মৃদু হাসল। পরে বলল, "শুনলে তো? পার্টি না দিলে ওরা ছাড়বে না। কবে দি বল তো?"

আলোক নীরস স্বরে বলল, "ওসবে আমার কোন ইণ্টারেস্ট নেই। তোমাকে বলেছে, তুমি যা ইচ্ছে কর।"

"আমি যা ইচ্ছে করব মানে?" মল্লিকা ফিক করে হাসল, "তোমার জন্যেই তো পার্টির ব্যবস্থা।"

"না, তোমার জন্যে।"

"বেশ, আমাদের দুজনের জন্যে। কিন্তু কবে সেটা করা যায়?"

আলোকময় বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, "বললাম তো আমার ওসবে কোন ইণ্টারেস্ট নেই।"

মল্লিকা পলকে দেখে নিল আলোকময়ের মুখের দিকে। তার স্বর শুনে একটু অবাক্ হল। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার আলোক?"

"আমি বড় ক্লান্ত।"

বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নেমেও হাসল না আলোকময়, মল্লিকাকে যন্ত্রের মত শুধু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

এবং আলোকময়কে সত্যি ক্লান্ত মনে করে মল্লিকাও আর কোন কথা বলে তাকে বিরক্ত করল না, জোরে গাড়ি চালিয়ে সোজা ফিরে এল নিউ আলিপুরে।

(৮)

সেই যে গেল আলোকময়, বাস তার আর দেখা নেই। এদিকে দিন কাটে না মল্লিকার। সে ভেবেছিল আলোকময় যাওয়া আসা করবে আগের মত। তাকে নরম স্বরে শোনাবে কত কথা। বলবে, তুমি না থাকলে আজ আমি কোথায় থাকতাম। এবং এসব বলতে বলতে তাকে টেনে নেবে বুকের কাছে। আরও কিছু বলবে যা শোনবার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করে আছে মল্লিকা। এখনো কি সে-কথা শোনাবার সময় হয় নি আলোকময়ের ?

কিন্তু কোথায় সে ?

মল্লিকার বাড়ি এখন ফাঁকা, নির্জন। একটি মেয়ে আসে অল্প সময়ের জন্যে। টুকটাক কাজ করে চলে যায়। ফোন বাজে, লোক আসে, নতুন চুক্তির কথাবার্তা হয়। মল্লিকা হঠাৎ রাজী হয় না নতুন কাজের ভার নিতে। আলোকের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তা ছাড়া কাজে তার আর মন নেই। একটা মধুর আলস্যে তার মন ভরে থাকে। সব কাজ যেন তার শেষ। এখন সে শুধু উপভোগ করবে অবসর যাপনের আনন্দ।

নতুন মেয়েটি এসেছিল সকালে। মল্লিকাকে চা করে দিয়েছে। মল্লিকা এদিক-ওদিক দেখল, এ ঘর থেকে ও ঘরে গেল। চুপচাপ। কেউ কোথাও নেই। কিছু জিনিসপত্র অগোছাল, দু-এক জায়গায় ধুলো জমেছে। বড় একা-একা লাগল মল্লিকার। সব মূল্যহীন মনে হল। বারান্দায় এসে তার মন আরও ভারী হয়ে গেল। পুরনো খবরের কাগজ পড়ে আছে বেতের চেয়ারের ওপর। দেয়ালে তার মা'র ছবি একটু বেঁকে গেছে। অরূপরতনের কথা মনে পড়ে

গেল মল্লিকার। তিনি কোথায়? মল্লিকা আকাশ দেখল। খুব ঘন সাদা মেঘ আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। বর্ষার আকাশ বড় পরিষ্কার। মল্লিকার মনে হল সময়ের আগেই শরৎ আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলছে। এখন একা-একা ঘরে বসে থাকতে তার ভাল লাগল না। কথা ফেনিয়ে উঠছে তার বুকের মধ্যে। কিন্তু সে কথা বলবে কার সঙ্গে? ফোন পেয়েছে আলোকময়। সে তো ডাকল না তাকে। মল্লিকা কি ডাকবে? তার কী রকম সঙ্কোচ হল।

ফোন করল না মল্লিকা এবং অনুভব করল এখন একা-একা বাড়িতে বসে থাকলে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অরূপরতন সুধা কাঞ্চী—কেউ নেই। তার বুকে আনন্দের প্রবাহ বয়ে চলেছে কিন্তু এই শূন্য বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে বিষাদের ছায়া। মল্লিকার হাঁপ ধরে গেল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সামান্য প্রসাধন সেরে নিয়ে সে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল উত্তর কলকাতার দিকে। সে তো এখনো অভিনন্দন জানায় নি আলোকময়কে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হাসল আপন মনে।

আলোকময়ের বাড়িতে আগে যখন এসেছে মল্লিকা তখন সবখানে ছিল নির্জনতার ছাপ, তখন আলোক প্রসিদ্ধ ছিল না। আজ তার বাড়ির দিকে মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি, আশেপাশে ছেলে-ছোকরার ভিড়। মল্লিকা গাড়ি থেকে নামতেই একটা হৈচৈ পড়ে গেল তাদের মধ্যে। "আরে আরে হিরোইন!" পলকে তাকে ঘিরে ফেলল ছেলের দল।

"দিদি, পাস দিতে হবে।"

"আমাকে চান্স দিতে হবে মাইরি!"

"থ্যাঙ্ক ইউ! কনগ্রাচুলেশনস! 'এই কারাগার'তে ফাটিয়ে দিয়েছেন।"

মল্লিকা কোনমতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে অল্প হেসে বলল, "গাড়িটা রইল, একটু দেখবেন।"

"নিশ্চয়ই। এটা আমাদের ডিউটি। আপনি এসেছেন আমাদের পাড়ায়। দিদি, পূজোর সময় আসতে হবে কিন্তু ফাংশনে?"

"আসব ভাই।"

দরজা খোলাই ছিল। বাইরের ঘরে কয়েকজন বসে আছে। সকলে দেখল মল্লিকাকে। আলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এস।" মল্লিকা ঘরে ঢুকতে সে তাকে পর্দা ঠেলে নিয়ে এল হিরণ্ময়ীর ঘরে, "একটু বস। দেখি মা কোথায়।"

মল্লিকা বলল, "খুব ব্যস্ত দেখছি। একেবারে ডুব। ব্যাপার কী?"

"বলব পরে।" আলোক শুকনো হেসে বলল, "এক প্রডিউসার এসেছে দলবল নিয়ে। এখুনি চলে যাবে।"

"তুমি যাও কথা বল। আমি অপেক্ষা করছি।"

হিরণ্ময়ী আসতেই মল্লিকা তাঁকে প্রণাম করল। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "এতদিন দেখা নেই, তোমার কথা রোজ বলি আলোককে। বলে নি?"

কী ভেবে মল্লিকা বলল, "হ্যাঁ, বলেছে।" হিরণ্ময়ীকে বলতে তার বাধল যে এর মধ্যে আলোকের সঙ্গে তার দেখাই হয় নি।

হিরণ্ময়ী মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিও কাল বম্বে যাচ্ছ নাকি?"

"বম্বে?" হিরণ্ময়ীর প্রশ্ন শুনে বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মল্লিকা বলল, "না তো মাসীমা।"

হিরণ্ময়ী মল্লিকার ভাবান্তর লক্ষ্য না করে সহজ স্বরে বললেন, "আলোক যাচ্ছে কাল। আট-দশ দিন বড় ভাবনায় থাকব। তুমি গেলে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হতাম।"

মল্লিকা নিজের অপ্রস্তুতভাব সামলে নিয়ে হিরণ্ময়ীকে আশ্বাস

দিল, "আট দশ দিন এমন আর বেশী সময় কি মাসীমা, ওখানে ভালই থাকবে আপনার ছেলে। ওকে সকলেই তো চিনে গেছে এখন।"

মল্লিকার আরও কাছে সরে এলেন হিরণ্ময়ী, কৃতজ্ঞতায় তাঁর দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "তোমার জন্যেই তো ওর এত নাম হল। তোমার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি কী আর করতে পারত ও।"

হিরণ্ময়ীকে বাধা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মল্লিকা কিন্তু তার আগেই আলোক এল সে-ঘরে। এসে বলল, "চল বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।"

এ বাড়িতে বাইরের লোকের মত যাওয়া আসা করতে চায় না মল্লিকা, তার এ ঘরে বসে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল। তাই আলোক বাইরের ঘরের কথা তুললেও সে কান দিল না, যেমন বসেছিল তেমন বসে থাকল হিরণ্ময়ীর বিছানার এক ধারে বাড়ির মেয়ের মত।

হিরণ্ময়ী বললেন, "জানি তুমি খুব ব্যস্ত মানুষ, কত দিন ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে একটু ভাল মন্দ খাওয়াই, তুমি যা করেছ সে-ঋণ তো শোধ করা যায় না।"

মল্লিকা লজ্জা পেয়ে বলল, "বার বার এসব কেন বলছেন মাসীমা? আমার নিজেরও তো কম নাম হয় নি আলোকের ছবিতে।"

আলোক বিরক্ত চোখে হিরণ্ময়ীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ রূঢ় স্বরে বলল, "ঋণ-টিন-এর কথা বল কেন মা? ওসব কথা ওঠে না। মল্লিকাকে আমি কী করে দিয়েছি এ ছবিতে—ওকেই জিজ্ঞেস কর না?"

আলোক যা বলল তা মিথ্যে নয়। সে-কথা স্বীকার করতে মল্লিকারও কোন দ্বিধা নেই কিন্তু আলোকের গলার স্বর, তার কথা বলার ধরন তাকে অবাক্ করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। দম্ভের যে সুর

লেগেছিল আলোকের উচ্চারণে মল্লিকার বুঝতে দেরি হল তা পরিহাস কি না। কিন্তু তা যে পরিহাস নয়, অল্প পরেই সে-কথা বুঝতে পেরে মল্লিকা বিমূঢ় হয়ে গেল।

কিন্তু আলোক তার মত প্রকাশ করলেও মল্লিকাকে টেনে আবার কথা বললেন হিরণ্ময়ী, "যাই করিস তুই, মল্লিকা তোকে সুযোগ না দিলে কে চিনত তোকে ?"

আলোকের মুখ গম্ভীর হল, কপালে কয়েকটা রেখা ফুটল। সে চোখ কুঁচকে বলল, "ক্ষমতা থাকলে সুযোগ আপনি আসে।"

মল্লিকা অস্বস্তি অনুভব করল। এই রকম আলোচনা তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। সে বলল, "নিশ্চয়ই। ক্ষমতা থাকলে সুযোগ আসেই। দু দিন আগে কিংবা পরে।"

হিরণ্ময়ী হেসে বললেন, "কত বছর তো এ লাইনে ঘোরাঘুরি করলি, সুযোগ এসেছিল কি ?"

হিরণ্ময়ীর এই ধরনের কথা শুনতে শুনতে আলোকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল মল্লিকার সামনে হিরণ্ময়ী যেন ইচ্ছে করে তাকে ছোট করছেন। আলোকের এই অসন্তোষের একটা কারণও অবশ্য ছিল। তার প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা হাওয়ায় হুহু করে সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছিল—আলোকের এই যশ, এই প্রতিষ্ঠা মল্লিকার জন্যে। সে যেন অক্ষম, অপদার্থ, তার নিজের কিছুই নেই। একটি মেয়ের আঁচল ধরে সে রাতারাতি উঠে গেছে যশের শিখরে। এখন মল্লিকার সামনে বড় স্পষ্ট করে সেই এক কথা বললেন হিরণ্ময়ী। ঘরে বাইরে এসব শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে জ্বলে যাচ্ছিল আলোক। এখন তার সাধারণ ভদ্রতাবোধও লুপ্ত হয়ে গেল।

হিরণ্ময়ীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মল্লিকাকে খোঁচা মারবার জন্যে সে গলার স্বর বেশ তুলে বলল, "আসলে তুমি কী বলতে চাও ? পরের দয়া না পেলে আমি শুকিয়ে মরে যেতাম ?"

"ছি ছি, এসব কেন বলিস আলোক?" হিরণ্ময়ী অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, "আমি তোর কথাবার্তা বলার ধরন দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। মল্লিকা এল এতদিন পর, ওকে দুটো কৃতজ্ঞতার কথা বলতেও তোর বেধে যায়?"

হিরণ্ময়ীর কথা শুনে আলোক হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। শান্ত ছেলের মত মল্লিকার দিকে এগিয়ে গেল সে এবং গলার স্বর খুব নরম করে অভিনয় করার মত বলল, "তোমার দয়ায় আমি ধন্য। তুমি আমার হাত ধরে টেনে না তুললে আমি মুখ থুবড়ে সারা জীবন কাদায় পড়ে থাকতাম। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই—" এত কথা বলে আলোক তাকাল হিরণ্ময়ীর দিকে। কিছু বলল না কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন হিরণ্ময়ীকে ছোট একটি প্রশ্ন করতে চায়, "হয়েছে?"

ছেলের রকম দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন হিরণ্ময়ী এবং মল্লিকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর সঙ্কোচ হল। অপ্রসন্ন মুখে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি সংসারের টুকিটাকি কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করলেন। আর এদিকে যে-বিস্ময়, যে-বেদনা মল্লিকার মন ছেয়ে ফেলেছিল, হিরণ্ময়ী সরে যেতে তা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তার চোখ ভিজে উঠল। চারপাশ বড় শূন্য-শূন্য লাগল এবং এ বাড়িতে আসার এবং এখানে আর বসে থাকার কোন অর্থ সে খুঁজে পেল না। আলোকের নীরস ব্যবহারে তারও দম্ভে আঘাত লাগল।

কিন্তু তাহলেও আলোকের মত কোন অশোভন কিংবা নাটকীয় আচরণ সে করল না এবং মনে মনে আঘাত পেলেও বাইরে তার কোন প্রকাশ সে দেখাল না। যেন কিছুই তার মনে রেখাপাত করে নি এমন ভাব করে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে সে আলোককে জিজ্ঞেস করল, "বম্বে যাচ্ছ?"

হিরণ্ময়া বেরিয়ে যেতেই তার খাটের অন্য দিকে মল্লিকার

মুখোমুখি বসে আলোক সিগারেট ধরিয়েছিল। এ ঘরে কোন অ্যাস-ট্রে নেই বলে দেশলাই-এর পোড়া কাঠিটা তার হাতেই ছিল। এখন সে সেটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে মল্লিকার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মল্লিকা ভেবেছিল, আলোক তার বম্বে যাওয়ার কথা একটু বিশদভাবে তাকে বলবে। কিন্তু সে আর কিছু বলল না। চুপচাপ সিগারেট টেনে যেতে লাগল। মল্লিকার বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠল। তার মনে হল, এখন এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু কী হয়েছে আলোকের? বাইরের কেউ হঠাৎ এ ঘরে এসে তাদের দেখলে নিশ্চয়ই ধরে নেবে যে ওদের ঝগড়া হয়ে গেছে। কিন্তু তেমন কিছু তো হয় নি। তাহলে?

মল্লিকা আর স্থির থাকতে পারল না, একটা নারীসুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আলোককে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে?"

"কিছু না।"

মল্লিকা একটু অধীরতা প্রকাশ করে আরও জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো?"

আলোক শুকনো হেসে বলল, "না।"

এই রকম কথাবার্তা বলতে মল্লিকার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তার বুকে কান্না ঠেলে উঠছিল। এখন উঠে চলে যাওয়াও ঝগড়ার মত হবে আর বসে থাকাও মল্লিকার পক্ষে যে অপমানকর সে তা অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু এসব ভেবেও একটা যন্ত্রের মত জোর করে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। কোন কথা না বলে স্লিপার জোড়া পরে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াল। তার ভয় ছিল চা আর খাবার নিয়ে এ ঘরে এখুনি এসে পড়বেন হিরণ্ময়ী। কিন্তু কী যে ঘটে গেল হঠাৎ, এ বাড়িতে কিছু খাওয়ার ইচ্ছে মল্লিকার আর ছিল না।

তাকে চলে যেতে দেখে আলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায় চললে? একটু চা-টা—"

"থাক—" মাথা নীচু করে কয়েক পা এগিয়ে গেল মল্লিকা, বসবার ঘরে এসে বাইরের দরজা খুলতে গেল। তখন ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে আলোক এগিয়ে গেল তার কাছে। সিগারেট দাঁতে চেপে থেমে থেমে বলল, "তুমিই তো রাগ করে চলে যাচ্ছ মনে হচ্ছে ?"

মল্লিকা দরজা খুলল না, আলোকের দিকে তাকাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। একটা কথাও তার বলবার ইচ্ছে হল না। কিন্তু তার নীরব ভর্ৎসনা আলোককে ঈষৎ অস্থির করে তুলল। সে তার বর্তমান মনের অবস্থা মল্লিকার কাছে প্রকাশ করার জন্যে বলল, "তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি, যেখানে-সেখানে নিয়ে গেছি—" একটু থেমে সে বলল, "তাই ঠিক করেছি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।"

রোগীর মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেলে যেমন দেখায় মল্লিকার মুখ ঠিক তেমন দেখাল। সে বলল, "তোমার কখনো কি মনে হয়েছে যে তোমার জন্যে কিছু করে কিংবা করতে হবে বলে আমি বিরক্ত হয়েছি ?"

"না, তা হও নি বটে—" আলোক কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে বলল, "আমার যা হওয়ার হত, তুমি আমার জন্যে কিছু না করলেই পারতে।"

মল্লিকার মুখে একটা কড়া উত্তর এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে তা না বলে বেশ নরম স্বরে বলল, "আমি কী করেছি তোমার জন্যে বল ? আমি যেমন ভাবি, তুমিও তো তেমন ভাবতে পার যে কেউ কিছু করে নি তোমার জন্য ?"

"না, আমি তা ভাবতে পারি না। লোকে আমাকে ভাবতে দেয় না।" কথা বলতে বলতে আলোকের স্বর উষ্ণ হয়ে উঠল, "যখন যেখানে যাই, সেই এক কথা শুনি তুমি আমাকে তুলেছ—তুমি না থাকলে আমার কিছুই হত না।"

মল্লিকা চলে যাবে বলে আলোক এ ঘরের পাখা চালায় নি। বেশ গরম লাগছিল মল্লিকার। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে

উঠেছিল। সে শাড়ির এক প্রান্ত কপালে বুলিয়ে ফিক করে হাসল, "তুমি তুচ্ছ কথা নিয়ে এমন মাথা তো কখনো ঘামাও নি আগে ?"

"তখন এসব কথা ওঠে নি।"

মল্লিকা দরজার কাছ থেকে সরে এসে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথা ঘুরছিল। একটু পরে সে আস্তে বলল, "কিন্তু কে কী বলে না বলে তার জন্যে আমি কি দায়ী ?"

"তোমার বন্ধু-বান্ধবই তো বলে !"

"যেমন ?"

আলোকের মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, তার চোখে বিদ্বেষ দপদপ করে উঠল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, "তোমার ওই সবিতবাবু। তোমার প্রশ্রয় পেয়ে তোমার সামনে সে আমাকে অপমান করতে সাহস পায়। বলে, আমি অপদার্থ,—তোমার জন্যেই গাধাটা এই ছবিতে টাকা ঢেলেছে—"

মল্লিকা আলোকের রাগ দেখে মনে মনে হাসল এবং শান্ত স্বরে বলল, "এখন ওসব কথা তোলবার দরকার কী ! তুমি তো সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছ তোমার ক্ষমতা কতখানি !"

আলোক বলল, "না, এখনো পুরোপুরি বোঝাতে পারি নি। পরের ছবিতে বুঝিয়ে দেব।" সে হিংস্র দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কারুর সাহায্য নেব না, কাউকে বিরক্ত করব না। আমি একাই যা হোক করব। বুঝলে, তখন তোমার বন্ধুদের মুখ আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

মল্লিকা ভারী গলায় বলল, "সবিতবাবু আমার বন্ধু নয়।"

আলোক খলের মত হাসল, "বন্ধু নয় ? তবে কি আরও বেশী কিছু ? তোমার জন্যে টাকা ঢালেন, তোমাকে গাড়ি উপহার দেন—"

মল্লিকা অপ্রকৃতস্থ মেয়ের মত চিৎকার করে উঠল, "আলোক !"

আলোক হাসছিল। মল্লিকা আর দাঁড়াল না, শব্দ করে দরজার খিল খুলে রাস্তায় নামল। পাড়ার ছেলেরা তখনো তার গাড়ি

পাহারা দিচ্ছিল। মল্লিকা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারা তাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল সিনেমার পাস দেয়ার কথা, ছবিতে চান্স দেয়ার কথা, আগামী পূজোয় এ পাড়ায় আসবার কথা। মল্লিকা মাথা নেড়ে সকলের সব কথাতেই রাজী হল এবং বলল, পরে এ পাড়ায় আবার যেদিন আসবে সেদিন পাকা কথা হবে।

খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল মল্লিকা। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। বৃষ্টির আগে বাড়ি পৌঁছতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কেন? বাড়ি পৌঁছে কী হবে এখন? সেখানে কী আছে? কে আছে? কারুর ওপর নয়, নিজের ওপর একটা রুদ্ধ আক্রোশে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু কেন তার রাগ হল সে নিজেই বুঝল না।

আজ ছুটির দিন না। টিপটিপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। মানুষ এদিক-ওদিক ছুটছে আশ্রয়ের জন্যে। মল্লিকাও থামতে চাচ্ছিল, আশ্রয় চাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যাবে সে!

মল্লিকা উদ্‌ভ্রান্তের মত গাড়ি চালাচ্ছিল।

(৯)

কোন রকমে গাড়ি গ্যারেজে তুলে অপ্রকৃতস্থ মেয়ের মত টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে ধপ করে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল মল্লিকা। তার ঘরের জানলা খোলা। বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে। এলোমেলো হাওয়া খেলছে বাইরে। জলের ঝাপটা এক-একবার এসে লাগছে মল্লিকার গায়ে। তার কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হল। আলো হাওয়া ঝমঝম বৃষ্টি তার ভাল লাগল না। সে উঠে জানলা বন্ধ করল, দরজায় খিল তুলে দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার। গুমোট গরম। মল্লিকার মুখ নাক কপাল ঘেমে উঠেছে। অস্বস্তি হচ্ছে। তা হলেও সে পাখা চালাল না, চোখ বন্ধ করে পাথরের একটা খুব পুরনো মূর্তির মত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল বিছানায়।

জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে মল্লিকার। আরও বেশী ঘাম জমছে শরীরে। বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠছে। মনে হচ্ছে এখুনি তার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যাবে, শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হবে, হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে। মৃত্যুর মত মনে হচ্ছে মল্লিকার। এবং এইরকম অবস্থায় অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণার মত শুধু একটিই প্রশ্ন ধারালো ভাঙা কাচের মত পুনঃপুনঃ বিঁধছে তার মনে, কেন এসব বলল আলোকময়? কেন এসব ভাবল? কেন? মল্লিকা মাথা ঝাঁকাচ্ছে বালিশে। ছটফট করছে। একটা গোঙানি বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে তার গলার কাছে।

মল্লিকার ক্ষুধা নেই। তৃষ্ণা নেই। এখন আলো না অন্ধকার, দিন কি রাত, বাইরে এত বড় পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে তা জানবার এতটুকু কৌতূহলও আর নেই মল্লিকার। ভয়ঙ্কর এক

নীরবতায় থমথম করছে তার ঘর। কেউ কোথাও নেই। সে একা। একটিই প্রশ্ন শুধু, কেন এ রকম হল?

কিন্তু কেন এখনও তার নিশ্বাস থেমে যাচ্ছে না? দেহ ঠাণ্ডা নিথর হয়ে যাচ্ছে না? মৃত্যু এসে কেন হিমশীতল করে তুলছে না তার শিরা উপশিরা? এরকম তো কত হয় আজকাল! কোন আততায়ী পা টিপে-টিপে ঢুকে পড়ুক তার ঘরে। তাকে বল প্রয়োগ করে উপভোগ করুক প্রাণপণে। তারপর ছোরা মারুক কিংবা গুলি করুক। শেষ করে দিক মল্লিকাকে। কেউ বাধা দেবে না। এ বাড়িতে এই নির্জন অন্ধকার ঘরে সে এখন একা। একেবারে একা। তার আর কেউ নেই।

দিন শেষ হয়ে গেল। বেলা পড়ে এল। বৃষ্টি আর নেই। আকাশ পরিষ্কার। অন্ধকার নামল। ঘন হল। পরে তা-ও পাতলা হয়ে এল। ভিজে নরম জ্যোৎস্নার রেখা খেলতে খেলতে এক হয়ে মিশে গেল অন্ধকারের সঙ্গে। মল্লিকা এসব দেখল না। জানল না। কিন্তু আর কিছু পরে হঠাৎ সে উঠে বসল বিছানায়। কী রকম খসখস শব্দ হল। কেউ যেন এসেছে ঘরের মধ্যে তার খাটের কাছে। মল্লিকা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "বাপি!" না, আর কোন শব্দ নেই। কেউ সাড়া দিল না।

"বাপি, তুমি কোথায়? ফিরে এস বাপি। আগের মত আবার আমরা থাকব। ও বাপি, বাপি, বাপি—" শেষবার মল্লিকা পাগল মেয়ের মত টেনে-টেনে ডাকল, "আর কেউ নেই আমার। আমি তোমাকে বকব না। আর কষ্ট দেব না। বাপি—" সে আবার লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

আরও অনেক পরে কান্নার বেগ কিছু প্রশমিত হলে মল্লিকা হুড়মুড় করে উঠে দরজা খুলল, জানলা খুলল—বারান্দায় এসে দাঁড়াল স্থির পায়ে। আবছা আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়েছে। তার মার ছবি স্থির হয়ে আছে দেয়ালে। মল্লিকা দেখল।

আবার অরূপরতনের কথা ভাবল। তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

ঝাপসা চোখে মল্লিকা আকাশ দেখল। কয়েকটা তারা মিটমিট করছে। সাদা পুরু মেঘের একটা খণ্ড ভেসে চলেছে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে। তার এলোমেলো চুল উড়ছে সিরসির হাওয়ায়। কেউ যেন এখন আছে এ বাড়িতে। হাঁটছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। মল্লিকার উৎসুক চোখ অনুসরণ করে ফিরল সেই শব্দকে। কেউ নেই। কিছু নেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা আপনমনে বলল, "তোমার কথা ভেবে আমি ছবিতে নেমেছিলাম। আমার নাম হল। টাকা হল। আমার নামের জন্যেই এল আলোকময়। আমার স্বার্থের জন্যে. আমার কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে আমি পশুর মত ব্যবহার করলাম তোমার সঙ্গে। তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে! কোথায় গেলে বাপি! আমি নাম চাই না। টাকা চাই না। খুব হয়েছে। বাপি, তুমি ফিরে এস।"

এই অল্প সময়ের মধ্যে একা একা হাঁপিয়ে উঠল মল্লিকা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার নিজেকে মনে হল গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষের সেই ব্যর্থ বঞ্চিত মেয়ের মত—বিশাল অট্টালিকায় যে একা—কাল কাটাত বন্দিনীর মত। সে-ই আবার নতুন রূপ নিল আধুনিক নাট্যকারের নাটকে। প্রেম থেকে, সমাজ থেকে, সব আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন তারই বয়েসী এক মেয়ে। কী যেন নাম? কী যেন নাম? মল্লিকার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ইলেক্ট্রা। ইলেক্ট্রা আর ল্যাভিনিয়া। ভিন্ন যুগের ভিন্ন নামের একই মেয়ে। যে প্রেমিক প্রবঞ্চনা করেছিল তাকে সে হত্যা করেছিল। এসব ভাবতে ভাবতে কী রকম পৈশাচিক উল্লাসের স্বাদ পায় মল্লিকা। আরও পরে কোন শক্তিশালী আধুনিক লেখক তারও নামে লিখবে কাহিনী। ব্যর্থ বঞ্চিত এবং নিঃসঙ্গ মেয়ের তালিকায়

যুক্ত হয়ে থাকবে তারও নাম। ইলেক্ট্রা। ল্যাভিনিয়া এবং মল্লিকা।

কড়া একটা আমেজের ঘোরে অরূপরতনের ছোট আলমারিটা ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল সে। থরে থরে সাজান রয়েছে হুইস্কির বোতল। অরূপরতন স্পর্শ করেন নি আর। একটা বোতল টেনে বের করল মল্লিকা। একটু ওপরে তুলে অন্ধকারেই নাম পড়ল, ব্ল্যাক ডগ। সে হাসল হি-হি করে, "কালো কুকুর। ভৌ ভৌ! আমাকে কুকুর কামড়েছে। ঘেউ ঘেউ। আমি চোদ্দটা ইনজেকশান নেব এইখানে—" মল্লিকা তার বাঁ হাত পেটে বুলিয়ে নিয়ে আবার হাসল। পরে বলল, "কুকুরকে আজ আমিও শেষ করে দেব।" তারপর বোতল হাতে নিয়ে ছুটে ছুটে সে পটপট দোতলায় যত সুইচ ছিল সব টিপে আলো জ্বালল। তরতর করে নেমে এল নীচে। যত আলো ছিল, জ্বেলে দিল। গেলাস নিল, ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করল। ড্রয়িং রুমে এসে শাড়ি-টাড়ি আলগা করে এলিয়ে পড়ল সোফায়। মল্লিকা বোতল খুলল। হুইস্কি গেলাসে ঢালল। জল কতটা মেশাল—মেশাল কিনা খেয়াল করল না। মল্লিকা ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল গেলাসে।

অল্প পরেই তার মনে হল ঝাপসা হয়ে আসছে আলো। শান্ত নির্জন হয়ে আসছে চারপাশ। শুধু তার গরম লাগছে। ভীষণ গরম। মল্লিকা শাড়ি খুলে ফেলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। ব্লাউজ খুলল টান মেরে। পেটিকোট অনেকটা ওপরে তুলল। তারপর ঢকঢক করে আরও অনেক হুইস্কি খেল। সে ঢলে পড়ল সোফায়। আপন মনে কী সব যা তা বকতে লাগল। দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট। পাষাণ! পাষাণ! আমার পাষাণ মূর্তি চুরমার হয়ে গেল! হায় পিগমেলিয়ন! হায় গ্যালেসিয়া! ভাঙ! ভাঙ! গান গাওয়ার মত জড়ান স্বরে মল্লিকা গুনগুন করে উঠল, "আমি ভাঙিব পাষাণ কারা। আমি তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া, নব নব দেশে বারতা লইয়া, গাহিয়া গাহিয়া

গান। ভাঙ ভাঙ ভাঙ! ভাঙরে, ভাঙরে, ভাঙরে ভাঙ! কালো কুকুর—" সে ব্ল্যাক ডগের বোতল আছড়ে ফেলল মাটিতে। গেলাস ভাঙল। তারপর পেটিকোট খুলে, ব্র্যা টান মেরে পুরো উলঙ্গ হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল ঘরময়। সোফায় লাথি মারল। টেবিল উলটে দিল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আমার নিজের হাতে গড়া মূর্তি আমি ভেঙে চুরমার করে দেব—" আর ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আর বেজে উঠল মল্লিকার সমস্ত শরীর। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেলিফোনের ওপর।

"হ্যালো? আমি জানতাম তুমি আমাকে ডাকবে। ডার্লিং! আমি ভীষণ একা। আমার ভয় লাগছে। তুমি এস প্লীজ। এখুনি এস। তোমাকে আসতেই হবে।"

ওদিকটায় চুপচাপ। মল্লিকা আকুল হয়ে বলল, "কথা বলছ না কেন? আসবে না? এস, এস। এসে দেখ আমি তোমারই জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছি—"

এবার ওদিক থেকে ভারী গলার স্বর ভেসে এল, "ম্যাডাম—" সবিত ভড়ের গলা চিনতে একটুও দেরি হল না মল্লিকার। দু-এক মিনিট তার নিজেকে সামলে নিতে লাগল। পরে আগুন ধরে গেল তার শরীরে। সে চিৎকার করে কর্কশ অসলগ্ন স্বরে বলল, "এত রাতে কী দরকার আপনার আমার সঙ্গে? কেন ফোন করলেন আমাকে? ইডিয়ট কোথাকার!"

আহত বিস্মিত সবিত ভড় কী যেন বলতে চাচ্ছিল, "ম্যাডাম—"

মল্লিকা তাকে কিছু বলার সুযোগ দিল না, খুব জোরে বলে উঠল, "শাট আপ! আপনি জানেন না আপনি আমার কী ক্ষতি করেছেন—" ঝম করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল মল্লিকা। রেখে গড়িয়ে পড়ল সোফায়। তার শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

মল্লিকার বাড়ি তখন আলোয় আলোময়।

(১০)

অস্থির মনের অবস্থায়ও যার ডাকের আশা করেছিল মল্লিকা, সে তাকে ডাকল না। আর এল না কেউ। চেতনার সমস্ত রঙ দিয়ে যে অপরূপ মূর্তি মল্লিকা গড়ে তুলেছিল, তা সত্যি ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সব ব্যাপারটা আত্মসাৎ করে নিতে একটু সময় লাগল মল্লিকার। কিন্তু এখন সে একেবারে মুক্ত, স্বাধীন।

এই প্রকৃতির গতানুগতিক যে ঘূর্ণায়মান চক্রে এতদিন বাঁধা ছিল মল্লিকার জীবন তা থেকে কোন অদৃশ্য প্রজ্ঞাময়ের ঠেলায় সে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল এবং একাকীত্বের একটা তীব্র আনন্দ অনুভব করে অভূতপূর্ব সুখের স্বাদ পেল। সুধাকে যেদিন পুলিস নিয়ে গেল সেদিন সে দুঃখ পেয়েছিল। অরূপরতনের প্রস্থানেও সে ব্যথা পেয়েছিল। তারপর কাঞ্চী চলে গেল। তাহলেও তখন মল্লিকা জানত না যে হঠাৎ এক সময় নিজেকে আপনা আপনি সরে যেতে হয় চেনাশোনা সকলের কাছ থেকে, নিয়ম-কানুনের সমাজ থেকে, লৌকিকতার সংসার থেকে এবং আত্মীয় ও প্রিয়জনের দুশ্ছেদ্য বন্ধন থেকে। আর এই নিঃশব্দে আপনা আপনি সরে যাওয়া যেন একটা মরচে ধরা কপাট ভেঙে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় এমন এক জায়গায় যেখানে যশ প্রতিষ্ঠা পদমর্যাদা বড় হাস্যকর মনে হয়।

স্টুডিয়োতে ধরিত্রী ধরল মল্লিকাকে, "এই কারাগারে'র হিন্দী ভার্সান হচ্ছে যে। আলোকবাবুই পরিচালক। কবে যাচ্ছ তোমরা বম্বে ?"

মল্লিকা একচোট হেসে বলেছিল, "যাচ্ছি না তো। আমি যাব কেন ?"

"তোমার রোল নেই ?"

"না তো।"

"সে কী !" ধরিত্রীর চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল, "এত পীরিত : তোমার সঙ্গে আলোকবাবুর খটাখটি বাঁধল কেন হঠাৎ ?"

"খটাখটি বাধবে কেন ?" মল্লিকার মুখে অদ্ভুত হাসি খেলছিল, "প্রেম-টেমের কথা ভাবলে নাম বাড়ে ? আগে নাম, পরে প্রেম-টেম —ওসব ছাই পাঁশ দুর্বলতা। বম্বের আরও কত বড় বড় অ্যাকট্রেস আছে।"

ধরিত্রী বলল, "বুঝতে পারছি আসল ব্যাপার ভাঙবে না। প্রেমের স্থান পরে কেন ? সব চেয়ে আগে।"

মল্লিকা ধরিত্রীকে বিদ্রূপ করে বলল, "ও সব বোকাদের কথা, যারা ক্যারিয়ার করতে চায় তাদের কথা নয়।"

ধরিত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মল্লিকা দেখল একটু দূরে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবিতবাবু। মল্লিকা ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়াল। কোন সঙ্কোচ না করে তার কাঁধে দু'হাত রেখে জেরা করার মত বলল, "আমাকে বুঝি আর চিনতে পারছেন না ?"

সবিতবাবু ছলোছলো চোখ তুলে অবাক্ হয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। পরে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল, "সেদিন রাতে আপনি আমায় অমন করে কেন বকলেন ম্যাডাম ? জানেন সারা রাত আমি ফুলে ফুলে কেঁদেছি—"

মল্লিকা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন সবিতবাবু; মানে—সেদিন আমি ঠিক সুস্থ ছিলাম না। মানে—" সে সবিতবাবুর কানের কাছে মুখ আনল, "বাবার অনেক বোতল পড়ে আছে তো—তারই একটা প্রায় শেষ করে দিয়েছিলাম।"

সবিতবাবু হি-হি করে হাসল, "তাই বলুন। আমি কিন্তু বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সেদিন বললেন না, আমি আপনার ক্ষতি

করেছি—" তার স্বর ভারী হয়ে এল, "খুব লেগেছিল কথাটা। আপনার ক্ষতি করব আমি! জানেন ম্যাডাম, আপনার জন্যে যদি আমার সব টাকা পয়সা লুঠপাট হয়ে যায়—কোম্পানি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়—আমি গ্রাহ্য করব না।"

মল্লিকা হালকা গলায় বলল, "বলেন কী! আমার জন্যে আপনি এত বড় ক্ষতি সহ্য করবেন?"

"আলবৎ করব—" সবিতবাবু মাটিতে পা ঠুকল।

মল্লিকা ম্লান হেসে সবিতবাবুকে দেখতে দেখতে বলল, "আপনার এত অর্থ, এত নাম—সব যে যাবে তাহলে?"

"যায় যাক। কে চায় ওসব?"

সবিতবাবুর বলার ধরন দেখে মল্লিকার বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠল। সে অন্যমনস্ক হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। পরে আস্তে বলল, "কিন্তু লোকে যে বলবে—"

"কী বলবে?"

"বলবে যে একটা মেয়ের জন্যে আপনি সব খোয়ালেন?"

"ওঃ, বললেই হল? কে কেয়ার করে তাদের—" সবিতবাবু খুব নরম স্বরে স্বগতোক্তির মত বলল, "মেয়ে নাকি আপনি?"

"তবে?"

"জানেন না ম্যাডাম? আপনি দেবী।"

সবিতবাবুর কথা শুনে মল্লিকা হাসল. "এখান থেকে বেরুবেন কখন?"

"হুকুম করুন ম্যাডাম কখন বেরুতে হবে?" মল্লিকা হাত তুলে ঘড়ি দেখল, "ছ'টায়। আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমার কাজ হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।"

মল্লিকা বলল, "আপনার গাড়ি ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে নিয়ে বেরুব।"

"কী ভাগ্য আমার!" সবিতবাবু হি-হি করে হাসল, "তবে ম্যাডাম, আজ কিন্তু আমি ডিনার খাওয়াব আপনাকে। সেই যে আপনার বাবার সঙ্গে যেখানে আমরা খেয়েছিলাম—সেই সেই সেই যে, আমি প্রথম কোট প্যাণ্ট পরেছিলাম বলে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি—সেই হোটেলে।"

মল্লিকা হেসে বলল, "আচ্ছা সে দেখা যাবে—" বলে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ফ্লোরের দিকে। তার স্যুটিং-এর সময় হয়ে গিয়েছিল।

একটা ফ্যাকাসে নীলাভ আভায় শরতের প্রথম ফিকে অন্ধকার সির-সির করছে। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলী ছাড়িয়ে মল্লিকার গাড়ি ছুটে চলেছে চব্বিশপরগনার গ্রামাঞ্চলের দিকে। বাতাসে মাটির মিষ্টি গন্ধ। দুপাশে কোথাও কোথাও ধান ক্ষেত। কোথাও কোথাও ফাকা মাঠ। দূরে দূরে দোকান, ছোট ছোট বাড়ি, কারখানা। রাস্তা ফাঁকা। পাখির কাকলিতে আকাশ ভরে গেছে। মল্লিকার গাড়ির স্পীড মিটারের কাঁটা উত্তাল একটা আবেগে থরথর করছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট—

"ম্যাডাম, একটু আস্তে—" সবিতবাবু ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল।

স্পীড কমিয়ে দিল মল্লিকা। পরে একটা বড় গাছের কাছে ব্রেক কষল। সামনেই নদীর মত একটা নালা। তার ওপর নড়বড়ে পোল। গাড়ি থামিয়ে সবিতবাবুর দিকে ফিরে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, "ভয় লাগছে?"

"আমার জন্যে না। দুমদাম যে রকম অ্যাকসিডেণ্ট হয় আজকাল! তার ওপর আপনার হাতে স্টিয়ারিং। একটা কিছু হয়ে-টয়ে গেলে—"

"কী আর হবে?" মল্লিকা এলোমেলো ভাবে বলল, "বড় জোর মরে যাব।"

মল্লিকার একটা হাত ধরল সবিতবাবু। জিব কেটে বলল, "ছি ছি ম্যাডাম, ভর সন্ধ্যায় অলুক্ষণে কথা বলবেন না। আপনার জীবনের কত দাম!"

মল্লিকা করুণ একটা নিশ্বাস ফেলল, "কী আর দাম। আমার আবার জীবন! এখন মরতে পারলেই বাঁচি।"

সবিতবাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মল্লিকার দিকে, তাকে জরিপ করার মত। পরে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করল, "বলুন তো আপনার কী হয়েছে ম্যাডাম?"

"কী আবার হবে—" মল্লিকা হালকা হাসল, "দেখুন সবিতবাবু, দিনরাত শুধু ম্যাডাম ম্যাডাম করবেন না। আমার কি কোন নাম নেই?"

সবিতবাবু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করল, "তবে কী বলব ম্যাডাম?"

"আবার ম্যাডাম?" মল্লিকা ধমক দেয়ার মত কড়া করে বলল। পরে ফিক করে হাসল, "আপনি আমাকে লিকি বলে ডাকবেন।"

"লিকি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার বাবা আপনাকে এই নামে ডাকতেন, না?"

মল্লিকা মাথা নাড়ল। আবার তার অরূপরতনের কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাতে তাঁর স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন অরূপরতন। মল্লিকা কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছে না। মল্লিকা আকুল হয়ে ডাকল, "বাপি!"

অনেক দূর থেকে হাওয়ায় কাঁপা-কাঁপা সাড়া ভেসে এল, "লিকি!"

"তুমি কোথায়?"

"কেন?"

"বাপি, আমি তোমার কাছে যাব।"

ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত করুণ স্বরে অরূপরতন বলেন, "না লিকি, এখানে তুই থাকতে পারবি না।"

"কেন বাপি ?"

"এখানে যশ কিংবা প্রতিষ্ঠার কোন দাম নেই—" ঘন কুয়াশার ভিতরে হঠাৎ মিলিয়ে যায় অরূপরতনের ঝাপসা অস্পষ্ট মূর্তি।

মল্লিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে সবিতবাবু ফিসফিস করে উঠল, "কী ভাবছ লিকি ?"

মল্লিকা আবার করুণ নিশ্বাস ফেলল। ফেলে হঠাৎ সবিতের বুকে মাথা রেখে বলল, "ভাবছি তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

আবেগে, উত্তেজনায় কাঁপছিল সবিত। মল্লিকা তা অনুভব করে মুখ তুলে বলল, "এই, তুমি—তুমি এত কাঁপছ কেন ?"

মল্লিকাকে বুকে চেপে ধরে ভিজে থমথমে স্বরে সবিত বলল, "এত সুখ আমি বইব কেমন করে !"

আর তার বুকে মাথা রেখে মল্লিকার মনে হয় সে পৌঁছে গেছে এমন এক জায়গায় যেখানে অর্থ অহং যশ কিছু না, যেখানে মানুষ শুধু মানুষ। তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে এবং আরও মনে হয় তার আশেপাশের মানুষগুলো কী বোকা !

মল্লিকা নিশ্চিন্ত হয়ে সবিতের বুকে মুখ ঘষে।